Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১২তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০০৯

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১২তম বর্ষ জানুয়ারী ২০০৯ ইং ৪র্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

মানবতার শেষ আশ্রয় ইসলাম

মানুষ বড় অসহায় সৃষ্টি। পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হয়েই চিৎকার দিয়ে কান্নার মাধ্যমে সে তার অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। তারপর মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানীদের লালন পালনে সে ক্রমে বেড়ে ওঠে। যৌবনে ধনবলে-জনবলে বলিয়ান হয়ে সে অনেক সময় তার অসহায়ত্বের কথা ভুলে যায়। বার্ধক্যে সে আবার অসহায় হয়ে পড়ে। এভাবে এক সময় সে করুণ চাহনি দিয়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, তার জন্ম ও মৃত্যু, উত্থান ও পতন, উন্নতি ও অবনতি সকল ক্ষেত্রে সর্বদা সে অদৃশ্য কোন শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে। সেই অদৃশ্য মহা শক্তিধর সত্তার নাম 'আল্লাহ'। আসমান ও যমীনের সবকিছুই তাঁর অনুগত। তবে যেহেতু মানুষকে পরীক্ষার জন্য তার ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তাই সে অনেক সময় তার সীমিত জ্ঞানের বড়াই করে। যিদ ও অহংকারে বুঁদ হয়ে নিজের ক্ষমতার দম্ভ করে। এক্ষণে যদি কেউ ভেবে থাকেন নিজেরা আইন বানিয়ে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে দেশ ঠিক করে ফেলব, তাহ'লে তাকে একবার পিছনের দিকে তাকাতে বলব।-

আমেরিকার 'মদ্য নিবারক' আইনটি ছিল গত শতাব্দীতে (১৯২০-১৯৩৩) বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংস্কার প্রচেষ্টা, যা মাত্র চৌদ্দ বছরের মাথায় চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। কারণ আমেরিকা তাদের শেষ আশ্রয় ভেবেছিল তাদের জনমত ও সিনেটরদের মতামতকে। শাশ্বত সত্য বলে কিছুই তাদের কাছে ছিল না, যার কাছে তারা মাথা নত করতে পারে। আর তাই ১৯২০ সালের জানুয়ারীতে 'মদ্য নিবারক আইন' পাস করলেও মদ হারানোর বিরহ বেদনায় ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে তারা পুনরায় মদ চালুর পক্ষে আইন পাস করে। অথচ আইনটি কার্যকর করতে গিয়ে চৌদ্দ বছরে ২০০ লোক পুলিশের গুলীতে নিহত হয়। ৫ লাখ ৩৪ হাযার ৩৩৫ জন লোক কারারুদ্ধ হয়। এতে বুঝা যায় যে, মদ নিষিদ্ধ করার মত একটি সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়েও সেদেশের মানুষ একমত হ'তে পারেনি। অথচ দেড় হাযার বছর আগে মদীনায় যেদিন মদ নিষিদ্ধ করা হয়, সেদিন মুসলমানরা সাথে সাথেই মদ পরিত্যাগ করল, ভাণ্ডসমূহ গুড়িয়ে দিল। এর জন্য কোন পুলিশ বা জেলখানার প্রয়োজন হয়নি। কারণ একটাই। মুসলমানরা আল্লাহকেই সার্বভৌমত্বের মালিক বলে বিশ্বাস করেছিল এবং আখেরাতে মুক্তি অর্জনকে তাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। পক্ষান্তরে মার্কিন জাতি

জনগণকেই সার্বভৌমত্বের মালিক ভেবেছিল এবং দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়াকেই তাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। যা তাদেরকে সেক্যুলার ও পুঁজিবাদী বানিয়েছিল। বর্তমান পৃথিবীতে তাদের অনুসারী রাষ্ট্রগুলির অবস্থাও প্রায় একই রূপ। ফলে শান্তির সোনার হরিণ আজও অধরা রয়েছে।

প্রশ্ন হ'ল: এভাবেই কি চলতে থাকবে চিরদিন? বারবার দলবদল ও নেতা পরিবর্তনে সমাজের কাংখিত পরিবর্তন হয়েছে কি কোনদিন? অজ্ঞ ও বিজ্ঞের ভেদাভেদহীন দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচনে আগতদের মাধ্যমে সংসদে ঝগড়া করা ও টেবিল চাপড়ানো ব্যতীত সৎ পরামর্শ ভিত্তিক নিরপেক্ষ প্রশাসন সম্ভব হবে কি কোনদিন? আইন রচনার শাশ্বত উৎস কোনটি? সার্বভৌমত্বের মালিক কে? -যার সামনে সকল সংসদ সদস্য মাথা নত করতে বাধ্য? এ প্রশ্নের সমাধান আজও হয়েছে কি? অথচ সেই সত্য তো কেবল মাত্র 'আল্লাহ'। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ তাঁরই সৃষ্ট বান্দা। তাঁর দেওয়া আলো-বাতাস, মাটি ও পানি যেমন সবার জন্য কল্যাণময়, তেমনি তাঁর প্রেরিত আইন ও আহকাম সকল মানুষের জন্য চিরন্তন কল্যাণ বিধান। নেপোলিয়ন, বার্নার্ডশ', এম.এন. রায় প্রমুখ অগণিত মনীষী ইসলামী শাসনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে গিয়েছেন। ভারত বিভাগের পর মিঃ গান্ধী সেদেশে ওমরের শাসন কায়েমের জন্য নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। এভাবে জ্ঞানীগণ যুগে যুগে স্বীকার করলেও সমাজনেতাগণ অনেক সময় তা মানতে চান না। কেননা তাতে তাদের স্বেচ্ছাচারিতায় ব্যাঘাত ঘটে। আর সেকারণেই তারা ধর্মনিরপেক্ষতার ধুয়া তোলেন। যার একমাত্র লক্ষ্য সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করা। ফলে যে সংসদে ছালাতের বিরতি দিয়ে আল্লাহ্র সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়া হয়। সেই সংসদেই আল্লাহ্র বিধানকে পদতলে পিষ্ট করা হয়। অত:পর নিজেদের ইচ্ছামত আইন রচনা করে প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে জনগণকে তা মানতে বাধ্য করা হয়। এভাবে স্বাধীন মানুষকে আল্লাহ্র গোলাম না বানিয়ে মানুষের গোলাম বানানো হয়। ফলে এক দলকে দিয়ে আল্লাহ আরেক দলকে প্রতিরোধ করেন *(বাক্বারাহ ২৫১)*। সম্প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উপর বিগত জোট সরকার (২০০১-২০০৬) ইতিহাসের যে জঘন্যতম মিথ্যাচার ও অত্যাচার চালিয়েছেন, তার কৈফিয়ত তারা আল্লাহ্র কাছে দিতে পারবেন কি? ট্রাজেডী এই যে, নেতারা কখনো নিজেদের যুলুমের কথা স্বীকার করেন না।

বৃটিশ চলে গেছে ৬১ বছর আগে। ইতিমধ্যে বহু নেতা এলেন আর গেলেন। কিন্তু নীতির কোন পরিবর্তন হয়েছে কি? হীনমন্য কিছু মুসলিম বুদ্ধিজীবী ইসলামকে টেনে-হিঁচড়ে প্রচলিত অমানবিক ও অযৌক্তিক মতবাদ সমূহের সাথে আপোষের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে তাঁরা ভয় পান। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনেকে ছালাত-ছিয়াম-হজ্জ ইত্যাদি পালন করেন। আর ভাবেন, ইসলামের আর কীইবা বাকী রাখলাম। অথচ তারা জানেন না যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধানের আনুগত্য করার নাম 'ইসলাম'। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে পরিত্যাগ করে মানুষের সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতি পরিত্যাগ করে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বহাল রাখা, আদালতে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা না করে নিজেদের রচিত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করা, শিক্ষা ক্ষেত্রে তরুণ ছাত্রদেরকে আখেরাতমুখী শিক্ষা না দিয়ে দুনিয়াপূজারী ও বস্তুবাদী করে গড়ে তোলা কখনোই কোন মানবতাবাদী সরকারের কর্তব্য হ'তে পারেনা।

ইসলামের বাইরে সকল তন্ত্র-মন্ত্রই এক কথায় জাহেলিয়াত। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান জানালো, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে ও ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম' *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ)*। মুখে বলা হয় অধিকাংশ জনগণের রায় অনুযায়ী দেশ চলবে। অথচ এদেশের অধিকাংশ মানুষের আকীদা ও আমল হ'ল 'ইসলাম'। তাদেরকে পাকিস্তানী শাসকরা সবসময় ধোঁকা দিত যে, 'কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন করা হবেনা'। অথচ বলা হতো না যে, কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আইন করব। কথার এই মারপ্যাঁচ সরল ঈমানদার জনগণ অত বুঝে না। তাই তারা বারবার প্রতারিত হয়েছে, আজও হচ্ছে। সেক্যুলার সরকারের নিকট শাশ্বত সত্য বলে কিছু নেই। তারা তাদের খেয়াল-খুশীকেই আইনের মর্যাদা দিয়ে দেশ শাসন করে থাকেন। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। আল্লাহ বলেন, 'যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনে ও আল্লাহভীরু হয়, তাহ'লে অবশ্যই আমরা তাদের উপরে আসমান ও যমীনের সমৃদ্ধির দরজাসমূহ খুলে দেব' *..(আ'রাফ ৯৬)*। অতএব নেতৃবৃন্দ যদি সত্যিকার অর্থে জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন, তাহ'লে আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি আন্তরিক হৌন। দেশকে ঈমানের পথে পরিচালিত করুন। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত কোন দ্বীন তালাশ করে, সেটা কবুল করা হবে না। সে ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(আলে ইমরান ৮৫)*। অতএব মানবতার শেষ আশ্রয় হ'ল ইসলাম। মযলূম মানবতার পক্ষে তাই আমাদের আহ্বান, 'ফিরে চলুন শাশ্বত সত্যের পথে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র পথে'। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন আমীন! *[স.স.]*॥

Contents

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

(৪র্থ কিস্তি)

৩. হযরত ইদরীস (আঃ)

আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا -

'তুমি এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নবী'। 'আমরা তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম' *(মারিয়াম ১৯/৫৬-৫৭)*।

ইদরীস (আঃ)-এর পরিচয়ঃ তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত নবী। তাঁর নামে বহু উপকথা তাফসীরের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যে কারণে জনসাধারণ্যে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। হযরত ইদরীস (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর পূর্বের নবী ছিলেন, না পরের নবী ছিলেন এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ ছাহাবীর মতে তিনি নূহ (আঃ)-এর পরের নবী ছিলেন।[৩৯]

সূরা মারিয়ামে হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, হারূণ, মূসা, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ইবনে মারিয়াম ও ইদরীস (আঃ)-এর আলোচনা শেষে আল্লাহ বলেন,

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً-

'এঁরাই হ'লেন সেই সকল নবী, যাদেরকে নবীগণের মধ্য হ'তে আল্লাহ বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন। এঁরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈল (ইয়াকূব)-এর বংশধর এবং যাদেরকে আমরা (ইসলামের) সুপথ প্রদর্শন করেছি ও (ঈমানের জন্য) মনোনীত করেছি তাদের বংশধর। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহ্র আয়াত সমূহ পাঠ করা হ'ত, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ও ক্রন্দন করত' *(মারিয়াম ১৯/৫৮)*। অত্র আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইদরীস (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর পরের নবী ছিলেন। তবে নূহ ও ইদরীস হযরত আদম (আঃ)-এর নিকটবর্তী নবী ছিলেন, যেমন ইবরাহীম (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকটবর্তী এবং ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূব হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকটবর্তী নবী ছিলেন।[৪০] নূহ পরবর্তী সকল মানুষ হ'লেন নূহের বংশধর।[৪১]

উল্লেখ্য যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, কা'ব আল-আহবার, সুদ্দী প্রমুখের বরাতে হযরত ইদরীস (আঃ)-এর জান্নাত দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফেরেশতার মাধ্যমে সশরীরে আসমানে উত্থান ও ৪র্থ আসমানে মালাকুল মউত কর্তৃক তাঁর জান কবয করা, অতঃপর সেখানেই অবস্থান করা ইত্যাদি বিষয়ে যেসব বর্ণনা তাফসীরের কিতাব সমূহে দেখতে পাওয়া যায়, তার সবই ভিত্তিহীন ইস্রাঈলিয়াত মাত্র।[৪২]

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে হযরত ইদরীস (আঃ) সম্পর্কে সূরা মারিয়াম ৫৬, ৫৭ এবং সূরা আম্বিয়া ৮৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

কুরতুবী বলেন, ইদরীস (আঃ)-এর নাম 'আখনূখ' ছিল এবং তিনি হযরত নূহ (আঃ)-এর পরদাদা ছিলেন বলে বংশবিশারদগণ যে কথা বলেছেন, তা ধারণা মাত্র। এমনিভাবে অন্যান্য নবীদের যে দীর্ঘ বংশধারা সাধারণতঃ বর্ণনা করা হয়ে থাকে, সে সবের কোন সঠিক ভিত্তি নেই। এসবের প্রকৃত ইল্ম কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে। ইদরীস (আঃ)-কে ৩০টি ছহীফা প্রদান করা হয়েছিল বলে হযরত আবু যার গেফারী (রাঃ) থেকে ইবনু হিব্বানে *(নং ৩৬১)* যে বর্ণনা এসেছে, তার সনদ যঈফ।[৪৩]

কুরতুবী বলেন, তিনি যে নূহের পূর্বেকার নবী ছিলেন না, তার বড় প্রমাণ হ'ল এই যে, মি'রাজে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ১ম আসমানে আদম (আঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি রাসূলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح 'নেককার সন্তান ও নেককার নবীর জন্য সাদর সম্ভাষণ'। অতঃপর ৪র্থ আসমানে হযরত ইদরীস (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি রাসূলকে বলেন, مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح 'নেককার ভাই ও নেককার নবীর জন্য সাদর সম্ভাষণ'।[৪৪] কাযী আয়ায বলেন, যদি ইদরীস (আঃ) নূহ (আঃ)-এর পূর্বেকার নবী হ'তেন, তাহ'লে তিনি শেষনবী (ছাঃ)-কে 'নেককার ভাই' না বলে 'নেককার সন্তান' বলে সম্ভাষণ জানাতেন। যেমন আদম, নূহ ও ইবরাহীম বলেছিলেন। তিনি বলেন, নূহ ছিলেন সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত প্রথম রাসূল। যেমন শেষনবী ছিলেন সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত শেষ রাসূল।

৩৯. *মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৪৫২।*

৪০. *কুরতুবী, মারিয়াম ৫৮-এর ব্যাখ্যা।*
৪১. *কুরতুবী, আ'রাফ ৫৯-এর ব্যাখ্যা; ইবনু কাছীর, ঐ।*
৪২. *কুরতুবী, মারিয়াম, টীকা।*
৪৩. *কুরতুবী, মারিয়াম ৫৬; টীকা দ্রষ্টব্য।*
৪৪. *কুরতুবী, সূরা আ'রাফ ৫৯-এর ব্যাখ্যা; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ।*

আর ইদরীস (আঃ) ছিলেন স্বীয় কওমের প্রতি প্রেরিত নবী। যেমন ছিলেন হূদ, ছালেহ প্রমুখ নবী’।[৪৫] উল্লেখ্য যে, এখানে আদম, নূহ ও ইবরাহীমকে ‘পিতা’ হিসাবে খাছ করার কারণ এই যে, আদম হ’লেন মানবজাতির আদি পিতা। নূহ হ’লেন মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা এবং ইবরাহীম হ’লেন তাঁর পরবর্তী সকল নবীর পিতা ‘আবুল আম্বিয়া’।

হযরত ইদরীস (আঃ) হ’লেন প্রথম মানব যাঁকে মু‘জেযা হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি আল্লাহ্র ইলহাম মতে কলমের সাহায্যে লিখন পদ্ধতি ও বস্ত্র সেলাই শিল্প আবিষ্কার করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণতঃ পোশাক হিসাবে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওযন ও পরিমাপের পদ্ধতি তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন এবং লোহা দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার ও তার ব্যবহার তাঁর আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে ক্বাবীল গোত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন।[৪৬]

৪. হযরত হূদ (আঃ)

হূদ (আঃ)-এর পরিচয়ঃ হযরত হূদ (আঃ) দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী ‘আদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রধান ছয়টি জাতির মধ্যে কওমে নূহ-এর পরে কওমে ‘আদ ছিল দ্বিতীয় জাতি। হূদ (আঃ) ছিলেন এদেরই বংশধর। ‘আদ ও ছামূদ ছিল নূহ (আঃ)-এর পুত্র সামের বংশধর এবং নূহের পঞ্চম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ। ইরামপুত্র ‘আদ-এর বংশধরগণ ‘আদ উলা’ বা প্রথম ‘আদ এবং অপর পুত্রের সন্তান ছামূদ-এর বংশধরগণ ‘আদ ছানী বা দ্বিতীয় ‘আদ বলে খ্যাত।[৪৭] ‘আদ ও ছামূদ উভয় গোত্রই ইরাম-এর দু’টি শাখা। সেকারণ ‘ইরাম’ কথাটি ‘আদ ও ছামূদ উভয় গোত্রের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এজন্য কুরআনে কোথাও ‘আদ উলা’ *(নাজম ৫০)* এবং কোথাও ‘ইরাম যাতিল ইমাদ’ *(ফজর ৭)* শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

‘আদ সম্প্রদায়ের **১৩**টি পরিবার বা গোত্র ছিল। আম্মান হ’তে শুরু করে হাযারামাউত ও ইয়ামন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল।[৪৮] তাদের ক্ষেত-খামারগুলো ছিল অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল। তাদের প্রায় সব ধরনের বাগ-বাগিচা ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপু সম্পন্ন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি অনুগ্রহের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণে এসব নে‘মতই তাদের কাল হয়ে দাঁড়ালো। তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তারা শক্তি মদমত্ত হয়ে ‘আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে’ *(ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ১৫)* বলে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে শুরু করেছিল। তারা আল্লাহ্র ইবাদত পরিত্যাগ করে নূহ (আঃ)-এর আমলে ফেলে আসা মূর্তিপূজার শিরক-এর পুনরায় প্রচলন ঘটালো। মাত্র কয়েক পুরুষ আগে ঘটে যাওয়া নূহের সর্বগ্রাসী প্লাবনের কথা তারা বেমালুম ভুলে গেল। ফলে আল্লাহ পাক তাদের হেদায়াতের জন্য তাদেরই মধ্য হ’তে হূদ (আঃ)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করলেন। উল্লেখ্য যে, নূহের প্লাবনের পরে এরাই সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা শুরু করে।

হযরত হূদ (আঃ) ও কওমে ‘আদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের **১৭**টি সূরায় ৭৩টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৪৯]

হূদ (আঃ)-এর দাওয়াত

সূরা আ‘রাফ ৬৫-৭২ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ، قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ.

অনুবাদঃ আর ‘আদ সম্প্রদায়ের নিকটে (আমরা প্রেরণ করেছি) তাদের ভাই হূদকে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। অতঃপর তোমরা কি আল্লাহভীরু হবে না? (৬৫)। ‘তার সম্প্রদায়ের কাফের

৪৫. *ঐ।*
৪৬. *কুরতুবী মারিয়াম ৫৬; মা‘আরেফুল কুরআন পৃঃ ৮৩৮।*
৪৭. *ইবনু কাছীর, সূরা আ‘রাফ ৬৫, ৭৩।*
৪৮. *কুরতুবী, আ‘রাফ ৬৫।*

৪৯. *যথাঃ (১) আ‘রাফ ৭/৬৫-৭২, (২) তওবা ৯/৭০, (৩) হূদ ১১/৫০-৬০, ৮৯, (৪) ইবরাহীম ১৪/৯, (৫) হজ্জ ২২/৪২, (৬) ফুরক্বান ২৫/৩৮, ৩৯, (৭) শো‘আরা ২৬/১২৩-১৪০, (৮) আনকাবূত ২৯/৩৮, (৯) ছোয়াদ ৩৮/১২, (১০) গাফের/মুমিন ৪০/৩১, (১১) ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ৪১/১৩-১৬, (১২) আহক্বাফ ৪৬/২১-২৬, (১৩) ক্বাফ ৫০/১৩, (১৪) যারিয়াত ৫১/৪১, ৪২, (১৫) ক্বামার ৫৪/১৮-২২, (১৬) হা-ক্ক্বাহ ৬৯/৪-৮, (১৭) ফাজ্র ৮৯/৬-৮।*

নেতারা বলল, আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি' (৬৬)। হূদ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই। বরং আমি বিশ্বপালকের প্রেরিত একজন রাসূল মাত্র' (৬৭)। 'আমি তোমাদের নিকটে প্রতিপালকের পয়গাম সমূহ পৌঁছে দেই এবং আমি তোমাদের হিতাকাংখী ও বিশ্বস্ত' (৬৮)। তোমরা কি আশ্চর্য বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ'তে তোমাদের থেকেই একজনের নিকটে অহী (যিকর) এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে। তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে কওমে নূহের পরে নেতৃত্বে অভিষিক্ত করলেন ও তোমাদেরকে বিশালবপু করে সৃষ্টি করলেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র নে'মত সমূহ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও' (৬৯)। 'তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে কেবল এজন্য এসেছ যে, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করি, আর আমাদের বাপ-দাদারা যাদের পূজা করত, তাদেরকে পরিত্যাগ করি? তাহ'লে নিয়ে এস আমাদের কাছে (সেই আযাব), যার দুঃসংবাদ তুমি আমাদের শুনাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও' (৭০)। 'হূদ বলল, তোমাদের উপরে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে শাস্তি ও ক্রোধ অবধারিত হয়ে গেছে। তোমরা কেন আমার সাথে ঐসব নাম সম্পর্কে বিতর্ক করছ, যেগুলোর নামকরণ তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা করেছ? ঐসব উপাস্যদের সম্পর্কে আল্লাহ কোন প্রমাণ (সুলতান) নাযিল করেননি। অতএব অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি' (৭১)। 'অনন্তর আমরা তাকে ও তার সাথীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করেছিল, তাদের মূলোৎপাটন করে দিলাম। বস্তুতঃ তারা বিশ্বাসী ছিল না' *(আ'রাফ ৭/৬৫-৭২)*।

অতঃপর সূরা হূদ ৫০-৬০ আয়াতে আল্লাহ উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপেঃ

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ، يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُونَ، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ، قَالُواْ يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ، إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَأُتْبِعُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ–

অনুবাদঃ আর 'আদ জাতির প্রতি (আমরা) তাদের ভাই হূদকে (প্রেরণ করেছিলাম)। সে তাদেরকে বলল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। বস্তুতঃ তোমরা সবাই এ ব্যাপারে মিথ্যারোপ করছ' (৫০)। 'হে আমার জাতি! (আমার এ দাওয়াতের জন্য) আমি তোমাদের কাছে কোনরূপ বিনিময় চাই না। আমার পারিতোষিক তাঁরই কাছে রয়েছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা কি বুঝ না'? (৫১)। 'হে আমার কওম! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাও। তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বারিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তোমরা অপরাধীদের ন্যায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না' (৫২)। 'তারা বলল, হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আসনি, আর আমরাও তোমার কথা মত আমাদের উপাস্যদের বর্জন করতে পারি না। বস্তুতঃ আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসী নই' (৫৩)। 'বরং আমরা তো একথাই বলতে চাই যে, আমাদের কোন উপাস্য-দেবতা (তোমার অবিশ্বাসের ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে) তোমার উপরে মন্দভাবে কোন ভূত চাপিয়ে দিয়েছেন। হূদ বলল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তাদের থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত, যাদেরকে তোমরা শরীক করে থাক' (৫৪) 'তাঁকে ছাড়া। অতঃপর তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও এবং আমাকে কোনরূপ অবকাশ দিয়ো না' (৫৫)। 'আমি আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করেছি। যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যা তাঁর আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তা সরল পথে আছেন' (অর্থাৎ সরল পথের পথিকগণের সাথে আছেন)' (৫৬)। 'এরপরেও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (জেনে রেখ যে,) আমি তোমাদের নিকটে পৌঁছে দিয়েছি যা নিয়ে আমি তোমাদের নিকটে প্রেরিত হয়েছি। আমার প্রভু অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন,

তখন তোমরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা প্রতিটি বস্তুর হেফাযতকারী' (৫৭)। 'অতঃপর যখন আমাদের আদেশ (গযব) উপস্থিত হ'ল, তখন আমরা নিজ অনুগ্রহে হূদ ও তার সাথী ঈমানদারগণকে মুক্ত করি এবং তাদেরকে এক কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করি' (৫৮)। 'এরা ছিল 'আদ জাতি। যারা তাদের পালনকর্তার আয়াত সমূহকে (নিদর্শন সমূহকে) অস্বীকার করেছিল ও তাদের নিকটে প্রেরিত রাসূলগণের অবাধ্যতা করেছিল এবং তারা উদ্ধত ও হঠকারী ব্যক্তিদের আদেশ পালন করেছিল' (৫৯)। 'এ দুনিয়ায় তাদের পিছে পিছে অভিসম্পাৎ রয়েছে এবং রয়েছে ক্বিয়ামতের দিনেও। জেনে রেখ 'আদ জাতি তাদের পালনকর্তার সাথে কুফরী করেছে। জেনে রেখ হূদের কওম 'আদ জাতির জন্য অভিসম্পাৎ' *(হূদ ১১/৫০-৬০)*।

হূদ (আঃ) তাঁর জাতিকে তাদের বিলাসোপকরণ ও অন্যায় আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং এতদসত্ত্বেও তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, যেমন সূরা শো'আরায় ১২৮-১৩৯ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، وَجَنَّاتٍ وَعُيُون، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ، إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ–

অনুবাদঃ 'তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ (১২৮)? (যেমন সুউচ্চ টাওয়ার, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি)। 'এবং তোমরা বড় বড় প্রাসাদ সমূহ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে' (১২৯)? (যেমন ধনী ব্যক্তিরা দেশে ও বিদেশে বিনা প্রয়োজনে বড় বড় বাড়ী করে থাকে)। 'এছাড়া যখন তোমরা কাউকে আঘাত হানো, তখন নিষ্ঠুর-যালেমদের মত আঘাত হেনে থাক (১৩০)' (বিভিন্ন দেশে পুলিশী নির্যাতনের বিষয়টি স্মরণযোগ্য)। 'অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর (১৩১)'। 'তোমরা ভয় কর সেই মহান সত্তাকে, যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন ঐসব বস্তু দ্বারা যা তোমরা জানো' (১৩২)। তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন গবাদি পশু ও সন্তানাদি দ্বারা (১৩৩)' 'এবং উদ্যান ও ঝরণা সমূহ দ্বারা (১৩৪)'। (অতঃপর হূদ (আঃ) কঠিন আযাবের ভয় দেখিয়ে বললেন,) 'আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি' (১৩৫)। জবাবে কওমের নেতারা বলল, 'তুমি উপদেশ দাও বা না দাও সবই আমাদের জন্য সমান' (১৩৬)। 'তোমার এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ কিছু নয়' (১৩৭)। 'আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না' (১৩৮)। (আল্লাহ বলেন,) 'অতঃপর (এভাবে) তারা তাদের নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে আমরাও তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। এর মধ্যে (শিক্ষনীয়) নিদর্শন রয়েছে। বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশ বিশ্বাসী ছিল না' *(শো'আরা ২৬/১২৮-১৩৯)*।

সূরা হা-মীম সাজদার ১৪-১৬ আয়াতে 'আদ জাতির অলীক দাবী, অযথা দম্ভ ও তাদের উপরে আপতিত শাস্তির বর্ণনা এসেছে এভাবে,

... قَالُوا لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ–

'...তারা (আদ ও ছামূদের লোকেরা) বলেছিল, আমাদের প্রভু ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা পাঠাতেন। অতএব আমরা তোমাদের আনীত বিষয় অমান্য করলাম' (১৪)। 'অতঃপর 'আদ-এর লোকেরা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর কে আছে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর? বস্তুতঃ তারা আমাদের নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করত' (১৫)। 'অতঃপর আমরা তাদের উপরে প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু বেশ কয়েকটি অশুভ দিনে, যাতে তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার কিছু আযাব আস্বাদন করানো যায়। আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্ছনাকর। যেদিন তারা কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না' *(ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৪-১৬)*।

সূরা আহক্বাফ ২১-২৬ আয়াতে উক্ত আযাবের ধরন বর্ণিত হয়েছে এভাবে, যেমন আল্লাহ বলেন, হূদ স্বীয় কওমকে বালুকাময় উঁচু উপত্যকায় সতর্ক করে বলল,

...أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ

وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ–

'... তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু ইবাদত কর না। আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি' (২১)। 'তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য থেকে ফিরিয়ে রাখতে আগমন করেছ? তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস দেখি?' (২২)। হূদ বলল, এ জ্ঞান তো স্রেফ আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। আমি যে বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে থাকি। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়' (২৩)। অতঃপর তারা যখন শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা সমূহের অভিমুখী দেখল, তখন বলল, এতো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। (হূদ বললেন) বরং এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা এমন বায়ু, যার মধ্যে রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব' (২৪)। 'সে তার প্রভুর আদেশে সবকিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর ভোর বেলায় তারা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল যে, শূন্য বাস্তুভিটাগুলি ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হ'ল না। আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনি করেই শাস্তি দিয়ে থাকি' (২৫)। 'আমরা তাদেরকে এমন সব বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যেসব বিষয়ে তোমাদের ক্ষমতা দেইনি। আমরা তাদের দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়। কিন্তু সেসব কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসল না। যখন তারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করল এবং তাদের সেই শাস্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত' *(আহক্বাফ ৪৬/২১-২৬)*।

সূরা হা-ক্বক্বাহ ৭-৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَال وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ– فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ؟

'তাদের উপরে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হয়েছিল সাত রাত্রি ও আট দিবস ব্যাপী অবিরতভাবে। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি দেখলে দেখতে পেতে যে, তারা অসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে' (৭)। 'তুমি (এখন) তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাও কি'? *(হা-ক্বক্বাহ ৬৯/৭-৮)*।

সূরা ফাজ্র ৬-৮ আয়াতে 'আদ বংশের শৌর্য-বীর্য সম্বন্ধে আল্লাহ তাঁর শেষনবীকে বলেন,

اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلاَدِ–

'আপনি কি জানেন না আপনার প্রভু কিরূপ আচরণ করেছিলেন 'আদে ইরম (প্রথম 'আদ) গোত্রের সাথে'? (৬) 'যারা ছিল উঁচু স্তম্ভসমূহের মালিক (৭)। 'এবং যাদের সমান কাউকে জনপদ সমূহে সৃষ্টি করা হয়নি' *(ফাজ্র ৮৯/৬-৮)*।

কওমে 'আদ-এর প্রতি হূদ (আঃ)-এর দাওয়াতের সারমর্ম

কওমে নূহের প্রতি হযরত নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতের সারমর্ম এবং কওমে 'আদ-এর প্রতি হযরত হূদ (আঃ)-এর দাওয়াতের সারমর্ম প্রায় একই। হযরত হূদ (আঃ)-এর দাওয়াতের সারকথাগুলি সূরা হূদ-এর ৫০, ৫১ ও ৫২ আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, যা এক কথায় বলা যায়- তাওহীদ, তাবলীগ ও ইস্তেগফার। প্রথমে তিনি নিজ কওমকে তাদের কল্পিত উপাস্যদের ছেড়ে একক উপাস্য আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসার ও একনিষ্ঠভাবে তাঁর প্রতি ইবাদতের আহ্বান জানান, যাকে বলা হয় 'তাওহীদে ইবাদত'। অতঃপর তিনি জনজীবনকে শিরকের আবিলতা ও নানাবিধ কুসংস্কারের পংকিলতা হ'তে মুক্ত করার জন্য নিঃস্বার্থভাবে দাওয়াত দিতে থাকেন এবং তাদের নিকট আল্লাহ্র বিধানসমূহ পৌঁছে দিতে থাকেন। তাঁর এই দাওয়াত ও তাবলীগ ছিল নিরন্তর ও অবিরত ধারায় এবং যাবতীয় বস্তুগত স্বার্থের উর্ধ্বে। অতঃপর তিনি জনগণকে নিজেদের কুফরী, শেরেকী ও অন্যান্য কবীরা গোনাহ সমূহ হ'তে তওবা করার ও আল্লাহ্র নিকটে একান্তভাবে ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানান।

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে সকল নবীই দাওয়াত দিয়েছেন। মূলতঃ উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি। মানুষ যখনই নিজেদের কল্পিত দেব-দেবী ও মূর্তি-প্রতিমাসহ বিভিন্ন উপাস্যের নিকটে মাথা নত করবে ও তাদেরকেই মুক্তির অসীলা কিংবা সরাসরি মুক্তিদাতা ভাববে, তখনই তার শ্রেষ্ঠত্ব ভূলুণ্ঠিত হবে। নিকৃষ্ট সৃষ্টি সাপ ও তুলসী গাছ পর্যন্ত তার পূজা পাবে। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব ও তার সেবা বাদ দিয়ে সে নির্জীব মূর্তির সেবায় লিপ্ত হবে। একজন ক্ষুধার্ত ভাইকে বা একটি অসহায় প্রাণীকে খাদ্য না দিয়ে সে নিজেদের হাতে গড়া অক্ষম-অনড় মূর্তিকে দুধ-কলার নৈবেদ্য পেশ করবে ও পুষ্পাঞ্জলী নিবেদন করবে। এমনকি

Contents

কল্পিত দেবতাকে খুশী করার জন্য সে নরবলি বা সতীদাহ করতেও কুণ্ঠিত হবে না। পক্ষান্তরে যখনই একজন মানুষ সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্কে তার সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, বিপদহন্তা, বিধানদাতা, জীবন ও মরণদাতা হিসাবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবে, তখনই সে অন্য সকল সৃষ্টির প্রতি মিথ্যা আনুগত্য হ'তে মুক্তি পাবে। আল্লাহ্র গোলামীর অধীনে নিজেকে স্বাধীন ও সৃষ্টির সেরা হিসাবে ভাবতে শুরু করবে। তার সেবার জন্য সৃষ্ট জলে-স্থলে ও অন্তরীক্ষের সবকিছুর উপরে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় সে উদ্বুদ্ধ হবে। তার জ্ঞান ও উপলব্ধি যত বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি ততই বৃদ্ধি পাবে। মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টজীবের প্রতি তার দায়িত্ববোধ তত উচ্চকিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ বস্তুগত কোন স্বার্থ ছাড়াই মানুষ যখন কাউকে সৎ পথের দাওয়াত দেয়, তখন তা অন্যের মনে প্রভাব বিস্তার করে। ঐ দাওয়াত যদি তার হৃদয় উৎসারিত হয় এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের পথের দাওয়াত হয়, তাহ'লে তা অন্যের হৃদয়ে রেখাপাত করে। সংশোধন মূলক দাওয়াত প্রথমে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও তা অবশেষে কল্যাণময় ফলাফল নিয়ে আসে। নবীগণের দাওয়াতে স্ব স্ব যুগের ধর্মনেতা ও সমাজ নেতাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হ'লেও দুনিয়া চিরদিন নবীগণকেই সম্মান করেছে, ঐসব দুষ্টমতি ধর্মনেতা ও সমাজ নেতাদের নয়।

তৃতীয়তঃ মানুষ যখন অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে ও আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তখন তার দুনিয়াবী জীবনে যেমন কল্যাণ প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি তার পরকালীন জীবন সুখময় হয় এবং সে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়। হূদ (আঃ) স্বীয় জাতিকে বিশেষভাবে বলেছিলেন, 'হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে ফিরে যাও। তাহ'লে তিনি আসমান থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন' *(হূদ ১১/৫২)*। এখানে 'শক্তি' বলতে দৈহিক বল, জনবল ও ধনবল সবই বুঝানো হয়েছে। তওবা ও ইস্তেগফারের ফলে এসবই লাভ করা সম্ভব, এটাই অত্র আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

হূদ (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি

হযরত হূদ (আঃ) স্বীয় কওমে 'আদকে শিরক পরিত্যাগ করে সার্বিক জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করার এবং যুলুম ও অত্যাচার পরিহার করে ন্যায় ও সুবিচারের পথে চলার আহ্বান জানান। কিন্তু নিজেদের ধনৈশ্বর্যের মোহে এবং দুনিয়াবী শক্তির অহংকারে মদমত্ত হয়ে তারা নবীর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা বলল, তোমার ঘোষিত আযাব কিংবা তোমার কোন মু'জেযা না দেখে কেবল তোমার মুখের কথায় আমরা আমাদের বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা উপাস্য দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না। বরং আমরা সন্দেহ করছি যে, আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে তাদের অভিশাপে তোমাকে ভূতে ধরেছে ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে তুমি উন্মাদের মত কথাবার্তা বলছ। তাদের এসব কথার উত্তরে হযরত হূদ (আঃ) পয়গম্বর সুলভ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দেন যে, তোমরা যদি আমার কথা না মানো, তবে তোমরা সাক্ষী থাক যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তোমাদের ঐসব অলীক উপাস্যদের আমি মানি না। তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা কর। তাতে আমার কিছুই হবে না আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া। তিনিই আমার পালনকর্তা। তাঁর উপরেই আমি ভরসা রাখি। যারা সরল পথে চলে, আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন।

অহংকারী ও শক্তি মদমত্ত জাতির বিরুদ্ধে একাকী এমন নির্ভীক ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করার সাহস করেনি। বস্তুতঃ এটা ছিল তাঁর একটি মু'জেযা বিশেষ। এর দ্বারা তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, তাদের কল্পিত দেব-দেবীদের কোন ক্ষমতা নেই। অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে যে সত্য পৌঁছানোর দায়িত্ব আল্লাহ পাক দিয়েছেন, সে সত্য আমি তোমাদের নিকটে পৌঁছে দিয়েছি। এক্ষণে যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতেই থাক এবং হঠকারিতার উপরে যিদ করতে থাক, তাহ'লে জেনে রেখ এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে তোমাদের উপরে আল্লাহ্র সেই কঠিন শাস্তি নেমে আসবে, যার আবেদন তোমরা আমার নিকটে বারবার করছ। অতএব তোমরা সাবধান হও। এখনো তওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে এসো।

কিন্তু হতভাগার দল হযরত হূদ (আঃ)-এর কোন কথায় কর্ণপাত করল না। তারা বরং অহংকারে স্ফীত হয়ে বলে উঠলো, 'আমাদের চেয়ে বড় শক্তিধর (এ পৃথিবীতে) আর কে আছে'? *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৫)*। ফলে তাদের উপরে এলাহী গযব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো।

কওমে 'আদ-এর উপরে আপতিত গযব-এর বিবরণ

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বলেন, কওমে 'আদ-এর অমার্জনীয় হঠকারিতার ফলে প্রাথমিক গযব হিসাবে উপর্যুপরি তিন বছর বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত সমূহ শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়। বাগ-বাগিচা জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেনি। কিন্তু অবশেষে তারা বাধ্য হয়ে আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে। তখন আসমানে সাদা, কালো ও লাল মেঘ দেখা দেয় এবং গায়েবী আওয়ায আসে যে, তোমরা কোনটি পসন্দ করো? লোকেরা কালো মেঘ কামনা করল। তখন কালো মেঘ এলো। লোকেরা তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا 'এটি আমাদের বৃষ্টি দেবে'। জবাবে তাদের নবী হূদ (আঃ) বললেন,

بَلْ هُوَ مَاسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا...

'বরং এটা সেই বস্তু যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা এমন বায়ু যার মধ্যে রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব'। 'সে তার প্রভুর আদেশে সবাইকে ধ্বংস করে দেবে...'।[৫০] ফলে অবশেষে পরদিন ভোরে আল্লাহ্র চূড়ান্ত গযব নেমে আসে। সাত রাত্রি ও আট দিন ব্যাপী অনবরত ঝড়-তুফান বইতে থাকে। মেঘের বিকট গর্জন ও বজ্রাঘাতে বাড়ী-ঘর সব ধ্বসে যায়, প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে গাছ-পালা সব উপড়ে যায়, মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমীনে পতিত হয় *(ক্বামার ৫৪/২০; হাক্কাহ ৬৯/৬-৮)* এবং এভাবেই শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের অধিকারী বিশালবপু 'আদ জাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, এছাড়াও তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী অভিসম্পাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে *(হূদ ১১/৬০)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মেঘ বা ঝড় দেখতেন, তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং বলতেন হে আয়েশা! এই মেঘ ও তার মধ্যকার ঝঞ্ঝাবায়ু দিয়েই একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে। যারা মেঘ দেখে খুশী হয়ে বলেছিল, 'এটি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে'।[৫১] রাসূলের এই ভয়ের তাৎপর্য ছিল এই যে, কিছু লোকের অন্যায়ের কারণে সকলের উপর এই ব্যাপক গযব নেমে আসতে পারে। যেমন ওহোদ যুদ্ধের দিন কয়েকজনের ভুলের কারণে সকলের উপর বিপদ নেমে আসে। যেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ-

'আর তোমরা ঐসব ফেৎনা থেকে বেঁচে থাক, যা বিশেষভাবে কেবল তাদের উপর পতিত হবে না, যারা তোমাদের মধ্যে যালেম। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ্র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(আনফাল ৮/২৫)*।

উল্লেখ্য যে, গযব নাযিলের প্রাক্কালেই আল্লাহ স্বীয় নবী হূদ ও তাঁর ঈমানদার সাথীদের উক্ত এলাকা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন ও তাঁরা উক্ত আযাব থেকে রক্ষা পান *(হূদ ১১/৫৮)*। অতঃপর তিনি মক্কায় চলে যান ও সেখানেই ওফাত পান।[৫২] তবে ইবনু কাছীর হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, হূদ (আঃ) ইয়ামনেই কবরস্থ হয়েছেন।[৫৩]

৫০. *আহক্বাফ ৪৬/২৪, ২৫; ইবনু কাছীর সূরা আ'রাফ ৭১।*
৫১. *বুখারী ও মুসলিম... মিশকাত হা/১৫১৩ 'ছালাত' অধ্যায়, 'ঝঞ্ঝা-বায়ু' অনুচ্ছেদ।*
৫২. *কুরতুবী, আ'রাফ ৬৫।*
৫৩. *তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা আ'রাফ ৬৫।*

কওমে 'আদ-এর ধ্বংসের প্রধান কারণ সমূহ

১. মনস্তাত্ত্বিক কারণ সমূহঃ

(ক) তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ সমূহের অবমূল্যায়ন করেছিল। যার ফলে তারা আল্লাহ্র আনুগত্য হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং শয়তানের আনুগত্য বরণ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে গিয়েছিল (খ) আল্লাহ্র নে'মত সমূহকে তাদের জন্য চিরস্থায়ী ভেবেছিল (গ) আল্লাহ্র গযব থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন কল্পিত উপাস্যের অসীলা পূজা শুরু করেছিল (ঘ) তারা আল্লাহ্র নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল (ঙ) তারা আল্লাহ্র গযব থেকে নির্ভীক হয়ে গিয়েছিল। যদিও তারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করত।

২. বস্তুগত কারণসমূহঃ তন্মধ্যে প্রধান ছিল তিনটিঃ

(ক) তারা অযথা উঁচু স্থান সমূহে সুউচ্চ টাওয়ার ও নিদর্শন সমূহ নির্মাণ করত। যা স্রেফ অপচয় ব্যতীত কিছুই ছিল না *(শো'আরা ১২৮)*।

(খ) তারা অহেতুক মযবূত প্রাসাদ রাজি তৈরী করত এবং ভাবত যেন তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে *(ঐ, ১২৯)*।

(গ) তারা দুর্বলদের উপর নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানতো এবং মানুষের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন করত *(ঐ, ১৩০)*।

শিক্ষনীয় বিষয় সমূহঃ

উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে বর্তমান যুগের যালেম সমাজ নেতা ও অত্যাচারী সরকার সমূহ এবং সভ্যতাগর্বী মানুষের জন্য শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ নিহিত রয়েছে। যেমনঃ

(১) অহি-র বিধানকে অস্বীকার করা এবং অন্যায়ের উপর যিদ ও অহংকার প্রদর্শন করাই হ'ল পৃথিবীতে আল্লাহ্র গযব নাযিলের প্রধান কারণ।

(২) আল্লাহ প্রেরিত গযবের ধরণ বিভিন্ন রূপ হ'তে পারে। কিন্তু সেই গযবকে ঠেকানোর ক্ষমতা মানুষের থাকে না।

(৩) বিলাসী, অপচয়কারী ও অত্যাচারী নেতাদের কারণেই জাতি আল্লাহ্র গযবের শিকার হয়ে থাকে।

(৪) আল্লাহ্র গযব যাদের উপর আপতিত হয়, তারা সকল যুগে নিন্দিত হয় এবং কখনোই তারা আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

(৫) আল্লাহ্র বিধান লংঘনকারী ব্যক্তি বা সম্প্রদায় চূড়ান্ত বিচারে দুনিয়াতেই আল্লাহ্র গযবের শিকার হয়। উপরন্তু আখেরাতের আযাব তো থাকেই এবং তা হয় আরো কঠোর *(কলম ৬৮/৩৩)*।

৫. হযরত ছালেহ (আঃ)

'আদ জাতির ধ্বংসের প্রায় ৫০০ বছর পরে হযরত ছালেহ (আঃ) কওমে ছামূদ-এর প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হন।[৫৪]

৫৪. *তারীখুল আম্বিয়া পৃঃ ১/৪৯।*

Contents

কওমে 'আদ ও কওমে ছামূদ একই দাদা 'ইরাম'-এর দু'টি বংশধারার নাম। এদের বংশ পরিচয় ইতিপূর্বে হূদ (আঃ)-এর আলোচনায় বিধৃত হয়েছে। কওমে ছামূদ আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হিজ্‌র' যা শামদেশ অর্থাৎ সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে একে সাধারণভাবে 'মাদায়েনে ছালেহ' বলা হয়ে থাকে। 'আদ জাতির ধ্বংসের পর ছামূদ জাতি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। তারাও 'আদ জাতির মত শক্তিশালী ও বীর জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বতগাত্র খোদাই করে তারা নানা রূপ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলী আজও বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামী ও ছামূদী বর্ণমালার শিলালিপি খোদিত রয়েছে। অভিশপ্ত অঞ্চল হওয়ার কারণে এলাকাটি আজও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। কেউ সেখানে বসবাস করে না। ৯ম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার পথে মুসলিম বাহিনী হিজ্‌রে অবতরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে সেখানে প্রবেশ করতে নিষেধ করে বলেন,

لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثلُ ما أصابهم-

'তোমরা ঐসব অভিশপ্তদের এলাকায় প্রবেশ করো না ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যতীত। যদি ক্রন্দন করতে না পার, তাহ'লে প্রবেশ করো না। তাহ'লে তোমাদের উপর ঐ গযব আসতে পারে, যা তাদের উপর এসেছিল'।[৫৫] রাসূলের এই বক্তব্যের মধ্যে সুক্ষ্ম তাৎপর্য এই যে, এগুলি দেখে যদি মানুষ আল্লাহর গযবে ভীত না হয়, তাহ'লে তাদের অন্তর শক্ত হয়ে যাবে এবং ঐসব অভিশপ্তদের মত অহংকারী ও হঠকারী আচরণ করবে। ফলে তাদের উপর অনুরূপ গযব নেমে আসবে, যেরূপ ইতিপূর্বে ঐসব অভিশপ্তদের উপর নেমে এসেছিল।

পার্থিব বিত্ত-বৈভব ও ধনৈশ্বর্যের পরিণতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশুভ হয়ে থাকে। বিত্তশালীরা আল্লাহ ও আখেরাতকে ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়। ছামূদ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছিল। অথচ কওমে নূহের কঠিন শাস্তির ঘটনাবলী তখনও লোকমুখে আলোচিত হ'ত। আর কওমে 'আদ-এর নিশ্চিহ্ন হওয়ার ঘটনা তো তাদের কাছে একপ্রকার টাটকা ঘটনাই ছিল। অথচ তাদের ভাইদের ধ্বংসস্তূপের উপরে বড় বড় বিলাসবহুল অট্টালিকা নির্মাণ করে ও বিত্ত বৈভবের মালিক হয়ে তারা পিছনের কথা ভুলে গেল। এমনকি তারা 'আদ জাতির মত অহংকারী কার্যকলাপ শুরু করে দিল। তারা শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হ'ল। এমতাবস্থায় তাদের হেদায়াতের জন্য তাদেরই বংশের মধ্য হ'তে ছালেহ (আঃ)-কে আল্লাহ নবী মনোনীত করে পাঠালেন।

কওমে ছামূদ-এর প্রতি হযরত ছালেহ (আঃ)-এর দাওয়াত

পথভোলা জাতিকে হযরত ছালেহ (আঃ) সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজাসহ যাবতীয় শিরক ও কুসংস্কার ত্যাগ করে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাঁর প্রেরিত বিধানাবলীর প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানালেন। তিনি যৌবনকালে নবুঅতপ্রাপ্ত হন। তখন থেকে বার্ধক্যকাল অবধি তিনি স্বীয় কওমকে নিরন্তর দাওয়াত দিতে থাকেন। কওমের দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা তাঁর উপরে ঈমান আনলেও শক্তিশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে অস্বীকার করে। ছালেহ (আঃ)-এর দাওয়াত সম্পর্কে সূরা আ'রাফের ৭৩-৭৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ، قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِيَ آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ-

অনুবাদঃ 'ছামূদ জাতির নিকটে (আমরা প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই ছালেহকে। সে বলল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ'তে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। অতএব তোমরা একে ছেড়ে দাও আল্লাহর যমীনে চরে বেড়াবে। তোমরা একে অন্যায়ভাবে স্পর্শ করবে না। তাতে মর্মান্তিক

৫৫. *আহমাদ সনদ ছহীহ; বুখারী হা/৪৩৩, মুসলিম; ইবনু কাছীর, আ'রাফ ৭৩।*

শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করবে' (৭৩)। 'তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে 'আদ জাতির পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা করে দেন। সেমতে তোমরা সমতল ভূমিতে অট্টালিকা সমূহ নির্মাণ করেছ এবং পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে প্রকোষ্ঠ সমূহ নির্মাণ করেছ। অতএব তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না' (৭৪)। কিন্তু তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক নেতারা ঈমানদার দুর্বল শ্রেণীর উদ্দেশ্যে বলল, তোমরা কি জানো যে, ছালেহ তার প্রভুর পক্ষ হ'তে প্রেরিত নবী? তারা বলল, আমরা তো তার আনীত বিষয় সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী' (৭৫)। '(জবাবে) দাম্ভিক নেতারা বলল, তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা সে বিষয়ে অস্বীকারকারী' (৭৬)। 'অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল এবং তাদের প্রভুর আদেশ অমান্য করল। তারা বলল, হে ছালেহ! তুমি নিয়ে এস যদ্বারা তুমি আমাদের ভয় দেখাতে, যদি তুমি আল্লাহর প্রেরিত নবীদের একজন হয়ে থাক' (৭৭)। 'অতঃপর ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল এবং সকাল বেলা নিজ নিজ গৃহে সবাই উপুড় হয়ে পড়ে রইল' (৭৮)। 'ছালেহ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদের ভালবাস না' *(আ'রাফ ৭/৭৩-৭৯)*।

ছালেহ (আঃ)-এর উপরোক্ত দাওয়াত ও তাঁর কওমের আচরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২২টি সূরায় ৮৭টি আয়াতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৫৬]

ছালেহ (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি

ইতিপূর্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ন্যায় কওমে ছামূদও তাদের নবী হযরত ছালেহ (আঃ)-কে অমান্য করে। তারা বিগত 'আদ জাতির ন্যায় পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে থাকে। নবী তাদেরকে যতই দাওয়াত দিতে থাকেন, তাদের অবাধ্যতা ততই সীমা লংঘন করতে থাকে। 'তারা বলল,

قَالُواْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ–

হে ছালেহ! ইতিপূর্বে আপনি আমাদের কাছে আকাংখিত ব্যক্তি ছিলেন। আপনি কি আমাদের বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা উপাস্যদের পূজা করা থেকে আমাদের নিষেধ করছেন? অথচ আমরা আপনার দাওয়াতের বিষয়ে যথেষ্ট সন্দিহান' *(হূদ ১১/৬২)*। তারা কওমের দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের জমা করে বলল, أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ. 'তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, ছালেহ তার প্রভুর পক্ষ হ'তে প্রেরিত ব্যক্তি'? তারা পরিষ্কার জবাব দিল, إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. 'আমরা তো তাঁর আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী'। একথা শুনে দাম্ভিক নেতারা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠল, 'তোমরা যে বিষয়ে ঈমান এনেছ, আমরা ঐসব কিছুকে অস্বীকার করি' *(আ'রাফ ৭/৭৫)*। তারা আরও বলল,

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ،

'আমরা কি আমাদেরই একজনের অনুসরণ করব? তাহ'লে তো আমরা বিপথগামী ও বিকারগ্রস্ত বলে গণ্য হব'। 'আমাদের মধ্যে কি কেবল তারই উপরে অহী নাযিল করা হয়েছে? আসলে সে একজন মহা মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক' *(ক্বামার ৫৪/২৪-২৫)*। তারা ছালেহকে বলল, قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ...– 'আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে অকল্যাণের প্রতীক মনে করি'... *(নামল ২৭/৪৭)*। এইভাবে সমাজের শক্তিশালী শ্রেণী তাদের নবীকে অমান্য করল এবং মূর্তিপূজা সহ নানাবিধ শিরক ও কুসংস্কারে লিপ্ত হ'ল এবং সমাজে অনর্থ সৃষ্টি করতে থাকল। আল্লাহর ভাষায়,

فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ–

'তারা হেদায়াতের চাইতে অন্ধত্বকেই পসন্দ করে নিল। অতঃপর তাদের কৃতকর্মের ফলে অবমাননাকর শাস্তির গর্জন এসে তাদের পাকড়াও করল' *(ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ৪১/১৭)*।

কওমে ছামূদ-এর উপরে আপতিত গযবের বিবরণ

ইবনু কাছীর বর্ণনা করেন যে, হযরত ছালেহ (আঃ)-এর নিরন্তর দাওয়াতে অতিষ্ঠ হয়ে সম্প্রদায়ের নেতারা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটা বিষয় দাবী করতে হবে, যা পূরণ করতে তিনি ব্যর্থ হবেন এবং এর ফলে তাঁর দাওয়াতও বন্ধ হয়ে যাবে। সেমতে তারা এসে তাঁর নিকটে দাবী করল যে, আপনি যদি আল্লাহ্র সত্যিকারের নবী হন, তাহ'লে আমাদেরকে নিকটবর্তী 'কাতেবা' পাহাড়ের ভিতর

---

৫৬. কওমে ছামূদ সম্পর্কে বর্ণিত ২২টি সূরা ও ৮৭টি আয়াত নিম্নরূপ: (১) সূরা আ'রাফ ৭/৭৩-৭৯ (২) তওবা ৯/৭০ (৩) হূদ ১১/৬১-৬৮, ৮৯ (৪) ইবরাহীম ১৪/৯ (৫) হিজর ১৫৮০-৮৪ (৬) ইসরা ১৭/৫৯ (৭) হজ্জ ২২/৪২ (৮) ফুরক্বান ২৫/৩৮-৩৯ (৯) শো'আরা ২৬/১৪১-১৫৯ (১০) নামল ২৭/৪৫-৫৩ (১১) আনকাবূত ২৯/৩৮ (১২) ছোয়াদ ৩৮/১৩ (১৩) গাফের/মুমিন ৪০/৩১-৩৩ (১৪) ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৩, ১৭-১৮ (১৫) ক্বাফ ৫০/১২ (১৬) যারিয়াত ৫১/৪৩-৪৫ (১৭) নাজম ৫৩/৫১ (১৮) ক্বামার ৫৪/২৩-৩১ (১৯) আল-হা-ক্বক্বাহ ৬৯/৪-৫ (২০) বুরূজ ৮৫/১৮ (২১) ফাজ্র ৮৯/৯ (২২) শাম্স ৯১/১১-১৫)।

থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে এনে দেখান।

এ দাবী শুনে হযরত ছালেহ (আঃ) তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি তোমাদের দাবী পুরণ করা হয়, তবে তোমরা আমার নবুঅতের প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে কি-না। জেনে রেখ, উক্ত মু'জেযা প্রদর্শনের পরেও যদি তোমরা ঈমান না আনো, তাহ'লে আল্লাহ্‌র গযবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে'। এতে সবাই স্বীকৃত হ'ল ও উক্ত মর্মে অঙ্গীকার করল। তখন ছালেহ (আঃ) ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ পাক তার দো'আ কবুল করলেন এবং বললেন, إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ 'আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য একটি উষ্ট্রী প্রেরণ করব। তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং ধৈর্য ধারণ কর' *(ক্বামার ৫৪/২৭)*। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের গায়ে কম্পন দেখা দিল এবং একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভিতর থেকে কওমের নেতাদের দাবীর অনুরূপ একটি গর্ভবতী ও লাবণ্যবতী তরতাযা উষ্ট্রী বেরিয়ে এলো।

ছালেহ (আঃ)-এর এই বিস্ময়কর মু'জেযা দেখে গোত্রের নেতা সহ তার সমর্থক লোকেরা সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেল। অবশিষ্টরাও হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল। কিন্তু প্রধান ধর্মনেতা ও অন্যান্য সমাজ নেতাদের বাধার কারণে হ'তে পারল না। তারা উল্টা বলল, قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ...– 'আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে অকল্যাণের প্রতীক মনে করি...' *(নামল ২৭/৪৭)*। হযরত ছালেহ (আঃ) কওমের নেতাদের এভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে এবং পাল্টা তাঁকেই দায়ী করতে দেখে দারুণভাবে শংকিত হ'লেন যে, যেকোন সময়ে এরা আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি তাদেরকে সাবধান করে বললেন, قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ– 'দেখ, তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহ্‌র নিকটে রয়েছে। বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে' *(নামল ২৭/৪৭)*। অতঃপর পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন,

هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ–

'এটি আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী। তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। একে আল্লাহ্‌র যমীনে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াতে দাও। সাবধান! একে অসৎ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করো না। তাহ'লে তোমাদেরকে সত্বর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে' *(হূদ ১১/৬৪)*।

আল্লাহ উক্ত উষ্ট্রীর জন্য এবং লোকদের জন্য পানি বণ্টন করে দিয়েছিলেন। তিনি নবীকে বলে দেন, نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ 'হে ছালেহ! তুমি ওদেরকে বলে দাও যে, কূপের পানি তাদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। প্রত্যেক পালায় তারা হাযির হবে' *(ক্বামার ৫৪/২৮)*।

لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ 'একদিন উষ্ট্রীর ও পরের দিন তোমাদের (পানি পানের) জন্য পালা নির্ধারিত হয়েছে' *(ক্বামার ৫৪/২৮; শো'আরা ২৬/১৫৫)*।

আল্লাহ তা'আলা কওমে ছামূদ-এর জন্য উক্ত উষ্ট্রীকেই সর্বশেষ পরীক্ষা হিসাবে নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি বলেন, وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا– 'আর আমরা ছামূদকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন হিসাবে। কিন্তু তারা তার প্রতি যুলুম করেছিল। বস্তুতঃ আমরা ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই নিদর্শন সমূহ প্রেরণ করে থাকি' *(ইসরা ১৭/৫৯)*।

ছামূদ জাতির লোকেরা যে কূপ থেকে পানি পান করত ও তাদের গবাদি পশুদের পানি পান করাত, এ উষ্ট্রীও সেই কূপ থেকে পানি পান করত। উষ্ট্রী যেদিন পানি পান করত, সেদিন কূয়ার পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। অবশ্য ঐদিন লোকেরা উষ্ট্রীর দুধ পান করত এবং বাকী দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভরে নিত। কিন্তু এই হতভাগাদের কপালে এত সুখ সহ্য হ'ল না। তারা একদিন পানি না পাওয়াকে অসুবিধার কারণ হিসাবে গণ্য করল। তাছাড়া উষ্ট্রী যখন ময়দানে চরে বেড়াত, তখন তার বিশাল দেহ ও অপরূপ চেহারা দেখে অন্যান্য গবাদি পশু ভয় পেত। ফলে তারা উষ্ট্রীকে মেরে ফেলতে মনস্থ করল। কিন্তু আল্লাহর গযবের ভয়ে কেউ সাহস করল না।

ইবনু জারীর প্রমুখ মুফাসসিরগণের বর্ণনা মতে, অবশেষে শয়তান তাদেরকে সর্ববৃহৎ কুমন্ত্রণা দিল। আর তা হ'ল নারীর প্রলোভন। ছামূদ গোত্রের দু'জন পরমা সুন্দরী মহিলা, যারা ছালেহ (আঃ)-এর প্রতি দারুণ বিদ্বেষী ছিল, তারা তাদের রূপ-যৌবন দেখিয়ে দু'জন পথভ্রষ্ট যুবককে উষ্ট্রী হত্যায় রাযী করালো। অতঃপর তারা তীর ও তরবারির আঘাতে উষ্ট্রীকে পা কেটে হত্যা করে ফেলল। হত্যাকারী যুবকদ্বয়ের প্রধানকে লক্ষ্য করেই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ' যখন তাদের সবচেয়ে হতভাগা লোকটি তৎপর হয়ে উঠেছিল' *(শাম্‌স ৯১/১২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা খুৎবায় উক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন, ঐ লোকটি ছিল কঠোর হৃদয় ও দুশ্চরিত্র (رجل عزيز عارم)[৫৭]

৫৭. *মুসলিম, হা/২৮৫৫; কুরতুবী হা/৩১০৬; আ'রাফ ৭৭-৭৯; ইবনু কাছীর, ঐ।*

Contents

কেননা তার কারণেই গোটা ছামূদ জাতি গযবে পতিত হয়। আল্লাহ বলেন,

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ.

'অতঃপর তারা তাদের প্রধান ব্যক্তিকে ডাকল। অতঃপর সে উষ্ট্রীকে ধরল ও বধ করল' *(২৯)*। 'অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শন! *(৩০)*। 'আমরা তাদের প্রতি প্রেরণ করলাম একটিমাত্র নিনাদ। আর এতেই তারা হয়ে গেল খোয়াড় মালিকের চূর্ণিত শুষ্ক খড়কুটো সদৃশ' *(ক্বামার ৫৪/২৯-৩১)*।

উল্লেখ্য যে, উষ্ট্রী হত্যার ঘটনার পর ছালেহ (আঃ) স্বীয় কওমকে আল্লাহ্র নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ– 'এখন থেকে তিনদিন তোমরা তোমাদের ঘরে আরাম করে নাও (এর পরেই আযাব নেমে আসবে)। এ ওয়াদার (অর্থাৎ এ সময়সীমার) কোন ব্যতিক্রম হবে না' *(হূদ ১১/৬৫)*। কিন্তু এই হতভাগারা এরূপ কঠোর হুঁশিয়ারির কোন গুরুত্ব না দিয়ে বরং তাচ্ছিল্যভরে বলল, يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 'হে ছালেহ! তুমি যার ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস দেখি, যদি তুমি সত্যিকারের নবী হয়ে থাক' *(আ'রাফ ৭/৭৭)*। তারা বলল, আমরা জানতে চাই, এ শাস্তি কিভাবে আসবে, কোত্থেকে আসবে, এর লক্ষণ কি হবে? ছালেহ (আঃ) বললেন, আগামী কাল বৃহস্পতিবার তোমাদের সকলের মুখমণ্ডল হলুদ হয়ে যাবে। পরের দিন শুক্রবার তোমাদের সবার মুখমণ্ডল লালবর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন।[৫৮]

একথা শোনার পর হঠকারী জাতি আল্লাহ্র নিকটে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে স্বয়ং ছালেহ (আঃ)-কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা ভাবল, যদি আযাব এসেই যায়, তবে তার আগে একেই শেষ করে দিই। কেননা এর নবুঅতকে অস্বীকার করার কারণেই গযব আসছে। অতএব এই ব্যক্তিই গযবের জন্য মূলতঃ দায়ী। আর যদি গযব না আসে, তাহ'লে সে মিথ্যার দণ্ড ভোগ করুক'। কওমের নয়জন নেতা এ নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব দেয়। তাদের এই চক্রান্তের বিষয় সূরা নমলে বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে,

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ–

৫৮. *তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা আ'রাফ ৭৭-৭৮।*

'সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং কোনরূপ সংশোধনমূলক কাজ করত না' (৪৮)। 'তারা বলল, তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্র নামে শপথ কর যে, আমরা রাত্রিকালে ছালেহ ও তার পরিবার বর্গকে হত্যা করব। অতঃপর তার রক্তের দাবীদারকে আমরা বলে দেব যে, আমরা এ হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিনি। আর আমরা নিশ্চিতভাবে সত্যবাদী' *(নমল ২৭/৪৮-৪৯)*।

তারা যুক্তি দিল, আমরা আমাদের কথায় অবশ্যই সত্যবাদী প্রমাণিত হব। কারণ রাত্রির অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নির্দিষ্টভাবে জানতে পারব না। নেতৃবৃন্দের এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও চক্রান্ত অনুযায়ী নয় নেতা তাদের প্রধান ক্বাদার বিন সালেফ-এর নেতৃত্বে রাতের বেলা ছালেহ (আঃ)-কে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পথিমধ্যেই তাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে ধ্বংস করে দিলেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ–

'তারা ষড়যন্ত্র করল। আমরাও পাল্টা কৌশল করলাম। অথচ তারা কিছুই জানতে পারল না'। 'তাদের চক্রান্তের পরিণতি দেখ। আমরা অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম' *(নমল ২৭/৫০-৫১)*।

উল্লেখ্য যে, কুরআনে ঐ নয় ব্যক্তিকে تسعة رهط বা 'নয়টি দল' বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, ওরা নয়জন নয়টি দলের নেতা ছিল এবং তারা ছিল হিজ্র জনপদের প্রধান নেতৃবৃন্দ *(ইবনু কাছীর, সূরা নমল, ঐ)*।

উপরোক্ত চক্রান্তের ঘটনায় একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, জাতির শীর্ষ দুষ্টমতি নেতারা কুফর, শিরক, হত্যা-সন্ত্রাস ও ডাকাতি-লুণ্ঠনের মত জঘন্য অপরাধ সমূহ নির্বিবাদে করে গেলেও তারা তাদের জনগণের কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হ'তে রাযী ছিল না। আর তাই এক মিথ্যাকে ঢাকার জন্য শত মিথ্যার আশ্রয় নিতেও তারা কখনো কুণ্ঠাবোধ করে না।

যাই হোক নির্ধারিত দিনে গযব নাযিল হওয়ার প্রাক্কালেই আল্লাহ্র হুকুমে হযরত ছালেহ (আঃ) স্বীয় ঈমানদার সাথীগণকে নিয়ে এলাকা ত্যাগ করেন। যাওয়ার সময় তিনি স্বীয় কওমকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ–

'হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে স্বীয় পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং সর্বদা তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু তোমরা তোমাদের কল্যাণকামীদের ভালবাসো না' *(আ'রাফ ৭/৭৯)*।

গযবের ধরন

হযরত ছালেহ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ভোরে অবিশ্বাসী কওমের সকলের মুখমণ্ডল গভীর হলুদ বর্ণ ধারণ করল। কিন্তু তারা ঈমান আনল না বা তওবা করল না। বরং উল্টা হযরত ছালেহ (আঃ)-এর উপর চটে গেল ও তাঁকে হত্যা করার জন্য খুঁজতে লাগল। দ্বিতীয় দিন সবার মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ও তৃতীয় দিন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। তখন সবই নিরাশ হয়ে গযবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। চতুর্থ দিন রবিবার সকালে সবাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে সুগন্ধি মেখে অপেক্ষা করতে থাকে।[৫৯] এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হ'ল এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ এক গর্জন শোনা গেল। ফলে সবাই যার যার স্থানে একযোগে অধোমুখী হয়ে ভূতলশায়ী হ'ল *(আ'রাফ ৭/৭৮; হূদ ১১/৬৭-৬৮)* এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল এমনভাবে, যেন তারা কোনদিন সেখানে ছিল না'। অন্য আয়াতে এসেছে যে, 'আমরা তাদের প্রতি একটিমাত্র নিনাদ পাঠিয়েছিলাম। তাতেই তারা শুষ্ক খড়কুটোর মত হয়ে গেল' *(ক্বামার ৫৪/৩১)*।

কোন কোন হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছামূদ জাতির উপরে আপতিত গযব থেকে 'আবু রেগাল' নামক জনৈক অবিশ্বাসী নেতা ঐ সময় মক্কায় থাকার কারণে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু হারাম শরীফ থেকে বেরোবার সাথে সাথে সেও গযবে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে মক্কার বাইরে আবু রেগালের উক্ত কবরের চিহ্ন দেখান এবং বলেন যে, তার সাথে একটা স্বর্ণের ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। তখন কবর খনন করে তারা ছড়িটি উদ্ধার করেন। উক্ত রেওয়ায়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, ত্বায়েফের প্রসিদ্ধ ছাক্বীফ গোত্র উক্ত আবু রেগালের বংশধর। তবে হাদীছটি যঈফ।[৬০]

অন্য হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, 'ছাক্বীফ গোত্রে একজন মিথ্যাবাদী (ভণ্ড নবী) ও একজন রক্ত পিপাসুর জন্ম হবে।[৬১] রাসূলের এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয় এবং এই বংশে মিথ্যা নবী মোখতার ছাক্বাফী এবং রক্তপিপাসু কসাই ইরাকের উমাইয়া গবর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জন্ম হয়। কওমে ছামূদ-এর অভিশপ্ত বংশের রক্তধারার কু-প্রভাব হওয়াটাও এতে বিচিত্র নয়।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, ৯ম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিরিয়া ও হেজাযের মধ্যবর্তী 'হিজ্‌র' নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে ছামূদ জাতির উপরে গযব নাযিল হয়েছিল। তিনি ছাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন ঐ গযব বিধ্বস্ত এলাকায় প্রবেশ না করে এবং ওখানকার কূপের পানি ব্যবহার না করে'।[৬২] এসব আযাব-বিধ্বস্ত এলাকাগুলিকে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যৎ লোকদের জন্য শিক্ষাস্থল হিসাবে সংরক্ষিত রেখেছেন, যাতে তারা উপদেশ হাছিল করতে পারে এবং নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা হ'তে দূরে রাখে।

আরবরা তাদের ব্যবসায়িক সফরে নিয়মিত সিরিয়া যাতায়াতের পথে এইসব ধ্বংসস্তুপগুলি প্রত্যক্ষ করত। অথচ তাদের অধিকাংশ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি এবং শেষনবীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। যদিও পরবর্তীতে সব এলাকাই 'মুসলিম' এলাকায় পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন,

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ–

'আমরা অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি; যেসবের অধিবাসীরা তাদের বিলাসী জীবন যাপনে মত্ত ছিল। তাদের এসব আবাসস্থলে তাদের পরে মানুষ খুব সামান্যই বসবাস করেছে। অবশেষে আমরাই এসবের মালিক রয়েছি'। আপনার পালনকর্তা জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত না তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল প্রেরণ করেন। যিনি তাদের কাছে আমাদের আয়াত সমূহ পাঠ করেন। আর আমরা জনপদ সমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা (অর্থাৎ নেতারা) যুলুম করে' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৮-৫৯)*।

উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত কাহিনীর প্রধান বিষয়গুলি পবিত্র কুরআনের ২২টি সূরায় ৮৭টি আয়াতে এবং কিছু অংশ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। কিছু অংশ এমনও রয়েছে যা তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন ইস্রাঈলী বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করেছেন, যা সত্য ও মিথ্যা দুই-ই হ'তে পারে। কিন্তু সেগুলি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় এবং সেগুলির উপরে ঘটনার প্রমাণ নির্ভরশীল নয়।

কওমে ছামূদ-এর ধ্বংস কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

১. সমাজের মুষ্টিমেয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও শক্তিশালী শ্রেণী সবার আগে শয়তানের পাতানো ফাঁদে পা দেয় ও সমাজকে জাহান্নামের পথে আহ্বান করে এবং তাদেরকে ধ্বংসের পথে পরিচালনা করে। যেমন কওমে ছামূদ-এর প্রধান নয় কুচক্রী নেতা করেছিল *(নামল ২৭/৪৮)*।

২. দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ অন্যদের আগে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয় ও এজন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায়।

---

৫৯. *ইবনু কাছীর, সূরা আ'রাফ ৭৩-৭৮।*

৬০. *ইবনু কাছীর, আ'রাফ ৭৮; আলবানী, যঈফ আবুদাঊদ, 'কবর উৎপাটন' অনুচ্ছেদ; যঈফাহ হা/৪৭৩৬।*

৬১. *মুসলিম মিশকাত হা/৫৯৯৪ 'কুরায়েশ-এর মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।*

৬২. *বুখারী হা/৪৩৩, মুসলিম, আহমাদ, ইবনু কাছীর, সূরা আ'রাফ ৭৩।*

Contents

৩. অবিশ্বাসীরা মূলতঃ দুনিয়াবী স্বার্থে আল্লাহ প্রেরিত শরী'আতে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আমল প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেদের কল্পিত শিরকী আক্বীদায় বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আমলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং তারা সর্বদা তাদের বাপ-দাদা ও প্রচলিত প্রথার দোহাই দেয়।

৪. নবী ও সংস্কারকগণ সাধারণতঃ উপদেশদাতা হয়ে থাকেন- শাসক নন।

৫. নবী ও সংস্কারকদের বিরুদ্ধে শাসক ও সমাজ নেতাগণ যুলুম করলে সরাসরি আল্লাহ্র গযব নেমে আসা অবশ্যম্ভাবী।

৬. মানুষকে বিপথে নেওয়ার জন্য শয়তানের সবচাইতে বড় হাতিয়ার হ'ল নারী ও বিত্ত-বৈভব।

৭. হঠকারী ও পদগর্বী নেতারা সাধারণতঃ চাটুকার ও চক্রান্তকারী হয়ে থাকে ও ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে সাময়িকভাবে জয়ী হয়। কিন্তু অবশেষে আল্লাহ্র কৌশল বিজয়ী হয় এবং কখনো কখনো তারা দুনিয়াতেই আল্লাহ্র গযবে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। আর আখেরাতের আযাব হয় তার চাইতে কঠিনতর *(কলম ৬৮/৩৩)*।

৮. আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাকে নে'মতরাজি দান করেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য। শুকরিয়া আদায় করলে সে আরও বেশী পায়। কিন্তু কুফরী করলে সে ধ্বংস হয় এবং উক্ত নে'মত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

৯. অহংকারীদের অন্তর শক্ত হয়। তারা এলাহী গযব প্রত্যক্ষ করার পরেও তাকে তাচ্ছিল্য করে। যেমন নয় নেতা ১ম দিন গযবে ধ্বংস হ'লেও অন্যেরা তওবা না করে তাচ্ছিল্য করেছিল। ফলে অবশেষে ৪র্থ দিন তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়।

১০. আল্লাহ যালেম জনপদকে ধ্বংস করেন অন্যদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

১১. আল্লাহ সংশোধনকামী জনপদকে কখনোই ধ্বংস করেন না।

১২. কখনো মাত্র একজন বা দু'জনের কারণে গোটা সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। ছালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রী হত্যাকারী ছিল মাত্র দু'জন। অতএব মুষ্টিমেয় কুচক্রীদের বিরুদ্ধে সমাজকে সদা সতর্ক থাকতে হয়।

১৩. কুচক্রীদের কৌশল আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। যেমন ছামূদ কওমের নেতারা বুঝতে না পেরে অযথা দম্ভ করেছিল *(নামল ২৭/৫০-৫১)*।

১৪. আল্লাহ মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্যই দুনিয়াতে ছোট-খাট শাস্তির আস্বাদন করিয়ে থাকেন ও তাদেরকে ভয় দেখান *(ইসরা ১৭/৫৯; সাজদাহ ৩২/২১)*।

১৫. সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বে অবশেষে সত্য সেবীদেরই জয় হয়। যেমন হযরত ছালেহ (আঃ) ও তাঁর ঈমানদার দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা এলাহী গযব থেকে নাজাত পেয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন ও মিথ্যার পূজারী শক্তিশালীরা ধ্বংস হয়েছিল।

[চলবে]

উপদেশ মালা

১. হে পুরুষ! তুমি পর্দা কর। তোমার দৃষ্টিতে আনত রাখো। মনে রেখ পবিত্র কুরআনে নারীকে পর্দা করার নির্দেশ দানের পূর্বের আয়াতে পুরুষকে তার দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(নূর ২৪/৩০ আয়াত)*।

২. হে নারী! তুমি পর্দা কর। তোমার দৃষ্টিকে আনত রাখো। পুরা দেহ ঢিলা পোষাকে আবৃত রাখো। মাথায় ও বুকে ওড়না রাখো। তুমি এমনভাবে চলোনা, যাতে তোমার গোপন সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে *(নূর ২৪/৩১ আয়াত)*।

৩. হে নারী! বিজ্ঞাপনে ও টিভি পর্দায় নিজেকে মেলে ধরো না। ক্ষমতায়নের সুঁড়সুঁড়িতে ভুলে আল্লাহ্র দেওয়া অমূল্য সম্পদকে নিজ হাতে ধূলায় মিশিয়ে দিয়ো না। লিঙ্গ সমতার মিথ্যা ধোঁকায় ভুলে নিজেকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত করো না।

৪. হে নারী ও পুরুষ! পর্দার নিম্নোক্ত ১০টি কল্যাণ সর্বদা মনে রেখ-

(১) নিজ সম্ভ্রমের হেফাযত (২) মনের পবিত্রতার হেফাযত (৩) উন্নত চরিত্র লাভ (৪) উচ্চ মর্যাদা লাভ (৫) শয়তানী চিন্তা হ'তে সুরক্ষা (৬) বেহায়াপনা হ'তে সুরক্ষা (৭) যেনা-ব্যভিচার হতে সুরক্ষা (৮) লজ্জার হেফাযত (৯) এটি হ'ল তাক্বওয়ার লেবাস, যা মানুষের রক্ষা কবচ এবং (১০) এটি হ'ল আত্মমর্যাদার প্রতীক (১১) মনে রেখ বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা মানুষকে চতুষ্পদ জন্তুর চাইতে নিম্নস্তরে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব সাবধান! প্রগতির নামে মেকী সভ্যতার পিছে ছুটো না। মৃত্যু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের কথা স্মরণ কর। ঐ শোনো আসমানী তারবার্তাঃ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও' *(তাহরীম ৬৬/৫)*॥ *[স.স.]*

মাসিক আত-তাহরীক | জানুয়ারী ২০০৯ | ১২তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

ইসলামের দৃষ্টিতে মূর্তি ও ভাস্কর্য এবং সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীদের লালনপ্রীতি

-ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সম্প্রতি ঢাকা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্মুখস্থ গোল চত্বরে 'খাচার ভিতর অচিন পাখি' শিরোনামে বাউল ফকীর লালন শাহ এর ভাস্কর্য নির্মাণকে কেন্দ্র করে দেশের সেক্যুলারবাদী কতিপয় ক্ষুদে সংগঠন ও তাদের সমর্থক একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর বাড়াবাড়ি চরমে পৌঁছে। সমভাবাপন্ন কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে তাদের কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধও প্রকাশিত হয়। তারা তাদের লেখনীতে উদরপূর্ণ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। ইসলামপন্থীদের গালমন্দ করেছেন অশালীন ভাষায়। মূর্তি ও ভাস্কর্য নিয়ে এমন সব মনগড়া তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপন করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন, যা রীতিমত হাস্যকর ও নির্বুদ্ধিসুলভ। মূলত: এরা ইসলামী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য মাঠে নেমেছেন। সর্বাধিক জঘন্য, নোংরা ও বিকৃত বাউল সাধনার পুরোধা ফকীর লালনশাহ এর মূর্তি দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থান জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সম্মুখে স্থাপন করে মুসলিম প্রধান দেশ হিসাবে বাংলাদেশের পরিচিতি এবং মুসলমানদের শাশ্বত ঐতিহ্যকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে চান। আলোচ্য নিবন্ধে ছবি, মূর্তি ও ভাস্কর্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি-তর্কের জবাব এবং লালন ও বাউল সাধনা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হ'ল-

ভাস্কর্যের অর্থ :

মূর্তি বা ভাস্কর্যের আরবী শব্দ হচ্ছে 'তিমছাল' (تمثال), 'ছানাম' (صنم), 'নাহত' (نحت) প্রভৃতি। ইংরেজীতে একে বলা হয় Sculpture (স্কালপ্চার)। মূলত: ভাস্কর্য হচ্ছে একটি শিল্পের নাম। যে শিল্পে পাথর, মাটি বা কোন ধাতব বস্তু খোদাই করে মূর্তি নির্মাণ করা হয়। আর যিনি ভাস্কর্য তৈরী করেন তাকে বলা হয় ভাস্কর বা মূর্তি নির্মাণকারী। ভাস্কর্য ও মূর্তিকে কেউ কেউ পৃথক অর্থে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। মূলত: শব্দ দু'টির মধ্যে প্রায়োগিক অর্থে কোন পার্থক্য নেই, বরং দু'টিই অভিন্ন শব্দ। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহ্হাব বলেন,

ان الاصنامَ تُسمَّى اوثانًا فاسمُ الوثن يتناول كلَّ معبودٍ من دون اللّٰه سواء كان ذالك المعبودُ قبرًا او مشهدًا او صورةً او غير ذلك.

'ভাস্কর্যের নাম মূর্তি বা প্রতিমা। প্রতিমা (الوثن) নামটি আল্লাহ ব্যতীত সকল উপাস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। সেটা কবরে হোক, উপরে হোক কিংবা ছবিতে বা অন্য কোনভাবে হোক, সবই সমান'।[১]

মূর্তি বা ভাস্কর্যের ইতিহাস :

মূর্তি বা ভাস্কর্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন। হযরত নূহ (আঃ) -এর যামানা থেকে সর্বপ্রথম মূর্তি বা ভাস্কর্য স্থাপন ও এদের উপাসনা করার ইতিহাস জানা যায়। ইবলীসের প্ররোচনায় সে যুগের লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী সৎ ও নেককার লোকদেরকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মূর্তি বা ভাস্কর্য বানিয়ে প্রথমত: বিভিন্ন স্থানে তাদের নামে নামকরণ করে স্থাপন করে। পরবর্তীতে শয়তানের প্ররোচনাতেই তাদের ইবাদত বা উপাসনা শুরু করে। তারা নূহ (আঃ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং এদের স্থাপিত মূর্তিকে পরিত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ اِلاَّ خَسَارًا– وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا– وَ قَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلاَ سُوَاعًا وَّ لاَ يَغُوْثَ وَ يَعُوْقَ وَ نَسْرًا–

'নূহ বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করছে এমন লোককে, যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে। আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে। তারা বলল, তোমরা কোন অবস্থাতেই তোমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ কর না, আর ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়া'উক্ব ও নাসরকে কখনোই পরিত্যাগ কর না' *(নূহ ৭১/২১-২৩)*।

মুহাম্মাদ ইবনু কায়েস এর সূত্রে ইবনু জারীর বর্ণনা করেন যে, এরা ছিল আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী নেককার লোক। লোকেরা তাদের আনুগত্য করত। যখন তারা মৃত্যুবরণ করল তখন তাদের সাথীরা বলল, لو صوَّرناهم كان اشوق لنا إلى العباد اذا ذكرناهم فصوروهم 'যদি আমরা তাদের মূর্তি স্থাপন করি তবে আমরা তাদের স্মৃতি মন্থন করে ইবাদতে অধিক উৎসাহবোধ করব। তখন তারা তাদের মূর্তি তৈরী করল'। কিন্তু যখন সে যামানার লোকেরা মৃত্যুবরণ করল এবং এর পরবর্তী যামানার লোকেরা আসল, তখন ইবলীস তাদেরকে এই বলে প্ররোচনা দিল যে, তোমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের ইবাদত করত এবং তাদের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করত। অতএব তোমরাও তাদের ইবাদত কর। তখন তারা এদের উপাসনা শুরু করে এবং পরবর্তীতে আরবরা তা গ্রহণ করে।[২]

এ প্রসঙ্গে ছহীহ বুখারীতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে, 'যে প্রতীমার পূজা নূহ (আঃ)-এর কওমের মাঝে চালু ছিল, পরবর্তী সময়ে তা আরবদের

---

১. *মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব, ফাৎহুল মাজীদ লি শারহি কিতাবিত তাওহীদ (রিয়ায: দারুল ইলম আল-কুতুব ১৯৯৭), পৃ: ২৪৯।*
২. *ইবনু তায়মিয়া, ইক্বতিযাউ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম (বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি), পৃঃ ৩৩৩-৩৩৪; ফাৎহুল মাজীদ, পৃ: ২৪৯।*

মাঝেও চালু হয়। ওয়াদ ছিল 'দুমাতুল জান্দাল' নামক স্থানের 'কলব' গোত্রের একটি দেবমূর্তি, সূওয়া'আ হ'ল 'হুযায়ল' গোত্রের একটি দেবমূর্তি, ইয়াগূছ ছিল 'মুরাদ' গোত্রের অবশ্য পরে তা গাতীফ গোত্রের হয়ে যায়। তার আস্তানা ছিল কওমে সাবার নিকটবর্তী 'জাওফ' নামক স্থানে। ইয়া'উক ছিল হামদান গোত্রের দেবমূর্তি, আর নাস্‌র ছিল 'যুলকালা' গোত্রের হিময়ার শাখার মূর্তি। নূহ (আঃ) -এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেককার লোকের নাম ছিল নাস্‌র। তারা মৃত্যুবরণ করলে শয়তান তাদের অনুসারীদেরকে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তারা যে সমস্ত স্থানে বসত, সেখানে তাদের মূর্তি বানিয়ে রাখ, আর ঐ মূর্তিদেরকে তাদের নামেই পরিচিত কর। তখন তারা তাই করল। কিন্তু তখনও তাদের ইবাদত শুরু হয়নি। তারপর যখন ঐ যামানার লোকেরা মৃত্যুবরণ করল, তখন তাদের পরের যামানার লোকেরা ভুলে গেল যে, কেন ঐ মূর্তিগুলি তৈরী করা হয়েছিল। আর তখনই তাদের পূজা শুরু হয়ে গেল।[৩]

উক্ত নেককার ব্যক্তিগণ নূহ (আঃ)-এর যামানার লোক ছিলেন, নাকি নূহ ও আদম (আঃ)-এর মধ্যবর্তী যামানার লোক ছিলেন এ নিয়ে উভয় রকমের বর্ণনা পাওয়া গেলেও এদের মূর্তি স্থাপন ও পূজার আনুষ্ঠানিকতা যে নূহ (আঃ) -এর যামানা থেকে শুরু হয়েছে এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। মূলতঃ সেখান থেকেই মূর্তি, ভাস্কর্য বা প্রতিমার সূচনা হয় এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে তা আরব সহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ও ব্যাপকতা লাভ করে। এভাবেই মূর্তিপূজা প্রসারিত হয়।

লালন ভাস্কর্যঃ

দেশের প্রবেশ পথ জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সামনের চত্বরে বাউল ফকীর লালন শাহ এর ভাস্কর্য পুনঃস্থাপনের দাবী ওঠেছে একটি মহল থেকে। গত ১৫ অক্টোবর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার উক্ত ভাস্কর্যটি অপসারণ করার পর বস্তুবাদী ও ভোগবাদী জীবনে বিশ্বাসী এবং পশ্চিমা অপসংস্কৃতির সেবাদাস এই মহলটির গায়ে যেন আগুন ধরে যায়। ন্যাড়ার ফকীর বলে খ্যাত লালনকে এরা কুষ্টিয়ার অজপাড়াগাঁ থেকে টেনে রাজধানীর রাজপথে বসিয়ে সম্মানিত করতে চায়। অথচ লালনের দর্শন ছিল ইসলাম বিদ্বেষী ন্যক্কারজনক দর্শন। লালন ও তার ভক্তরা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন পার্থক্য করত না। তথাকথিত 'মানব ধর্ম' প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লালন নিজেকে মুসলিম বা হিন্দু কোন পরিচয়েই পরিচিত করতে পারে নি। নিম্নোক্ত আলোচনা থেকে যা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে-

লালন ও বাউল সাধনা :

লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) বাস্তবে মুসলমান বা হিন্দু কোন সম্প্রদায়েরই অনুসারী ছিল না। তার মতে ধর্মই মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে।[৪] লালনের অনুসারীদের একটি অংশ ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে কুষ্টিয়ার যেলা প্রশাসকের দপ্তরে একজন মুসলমান অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে, 'আমরা বাউল। আমাদের ধর্ম আলাদা। আমরা না মুসলমান, না হিন্দু। আমাদের নবী সাঁইজি লালন শাহ। তাঁর গান আমাদের ধর্মীয় শ্লোক। সাঁইজির মাজার আমাদের তীর্থভূমি।... আমাদের গুরুই আমাদের রাসূল।... ডক্টর সাহেব (অর্থাৎ উক্ত মুসলিম অধ্যাপক) আমাদের তীর্থ ভূমিতে ঢুকে আমাদের ধর্মের কাজে বাধা দেন। কোরআন তেলাওয়াত করেন, ইসলামের কথা বলেন।...এসবই আমাদের তীর্থভূমিতে আপত্তিকর'।[৫]

লালন আল্লাহ তা'আলার পৃথক সত্তায় বিশ্বাসী ছিল না। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করতেও সে অসম্মত ছিল। যা তার নিম্নোক্ত গানে ফুটে ওঠেছে-

'খোদা নাইক কোনখানে
জনম ভরে দেখলাম খুঁজে পাইনে কিছু মানুষ বিনে।
মক্কা আর মদিনাতে আজমীর আর বোগদাদে
সেখানে নাইক খোদা দেখেছি জেনে শুনে
কত লোক তার গিয়াছিল জিয়ারত কারণে
কত আল্লার শিরনী তৈয়ার হল খায়না মানুষ বিনে।...
অধীন জালাল চাঁদ বলে, দেখনা মন দলিল খুলে
খালাকা আদম ছুরাত লিখেছে কোরানে
মানুষ রূপে আল্লাহর বারাম, আলমে তা জানে
তারা নিজের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সত্য কথা বলবে কেনে'।[৬]

অনুরূপভাবে লালন আল্লাহ ও তার রাসূলের মধ্যেও কোন পার্থক্য করত না। যেমন-

'মুহাম্মদ নাম নূরেতে হয়, নবুয়তে নবী নাম কয়,
রসূলুল্লা ফানাফিল্লা, আল্লাতে মিলেছে॥
মুহাম্মদ হন সৃষ্টিকর্তা, নবী নামে ধর্মদাতা
শরিয়তের ভেদ ওতে রেখে, সরা বুলায়েছে॥[৭]

পুনরুত্থান দিবস ও মে'রাজ সম্পর্কেও লালনের মধ্যে ছিল সংশয় । যেমন-

'রোজ-কেয়ামত বলে সবাই
কেউ বলে না তারিখ নির্ণয়
হিসাব হবে কি হচ্ছেরে সদায়
কোন্ কথায় মন রাখি রাজি' ॥
মেয়ারাজের কথা শুধাবো কারে
আদম তন আর নিরূপ খোদা
নিরাকারে মিললো কি করে' ॥[৮]

৩. *ছহীহ বুখারী 'তাফসীর' অধ্যায় হা/৪৯২০।*

৪. *আলহাজ্জ মোহাম্মাদ এন্তাজ উদ্দিন, লালন পরিচিতি জীবন দর্শন সঙ্গীত (ঢাকা: পড়ূশী প্রকাশনী ২০০৪), পৃ: ১; আবুল আহসান চৌধুরী, লালনশাহ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৯০), পৃ: ৩।*

৫. *ইনকিলাব, ২২ নভেম্বর'০৮, পৃ: ১৪ প্রবন্ধ: বাউল ভাস্কর্য; কাদের সংস্কৃতি কাদের বিশ্বাস; গৃহীত: সুধীর চক্রবর্তী, ব্রাত্য লোকায়ত লালন।*

৬. *আহমদ শরীফ, বাউলতত্ত্ব (ঢাকাঃ পড়ুয়া ২০০৩), পৃ: ৯৩।*

৭. *বাউলতত্ত্ব, পৃ: ১২৪।*

৮. *লালন শাহ, পৃ: ৩৩।*

শিরক এবং ইসলাম নিষিদ্ধ গান ও বাদ্য-বাজনার মধ্যে সবসময়ই ডুবে থাকত লালন। এমনকি জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে অন্তিম শয়ানেও লালন তার ভক্ত অনুরক্তদের নিয়ে গানে মত্ত ছিল। আবুল আহসান চৌধুরী লিখেছেন, 'মরণের পূর্বের রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫টার সময় শিষ্যগণকে বলেন 'আমি চলিলাম'। ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাসরোধ হয়'।[৯]

লালন যেহেতু কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না সেহেতু মৃত্যুর পর তাকে কোন ধর্মীয় পদ্ধতিতে দাফন করা হয়নি। 'হিতকর' পত্রিকার বরাতে আবুল আহসান চৌধুরী উল্লেখ করেন, 'মৃত্যুকালে কোন সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাহার অন্তিম কার্য সম্পন্ন হওয়া তাহার অভিপ্রায় বা উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই।.. উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাহার সমাধি হইয়াছে'।[১০]

লালন তার পুরোটা জীবনই ব্যয় করেছে বাউল সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার পিছনে। যে সম্প্রদায়ের মূল শ্লোগানই হচ্ছে দেহতাত্ত্বিক সাধনা। অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, যৌনাচার-কামাচার ও মদ-গাঁজায় জমজমাট থাকত যাদের আসর, লালন তাদেরই পুরোধা। তাদেরই গুরু সাঁইজি।

উল্লেখ্য যে, বাউল সাধনায় গুরুশ্রেষ্ঠকে 'সাঁই' হিসাবে উল্লেখ করা হয়। সাধনসঙ্গিনীকেও গুরু নামে অভিহিত করা হয়। মূলতঃ সাধনসঙ্গিনীর সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না। তাই তাকে 'চেতন গুরু' বলা হয়। বাউলরা বিশ্বাস করে গুরুর কোন মৃত্যু নেই। তিনি কেবল দেহ রক্ষা করতে পারেন। তিনি চিরঞ্জীব। বাউলরা মন্দিরে বা মসজিদে যায় না। জুম'আর নামাজ, ঈদ এবং রোজাও পালন করে না। তারা তাদের সঙ্গিনীকে জায়নামাজ নামে অভিহিত করে। বাউলরা মৃতদেহকে পোড়ায় না। এদের জানাজাও হয় না। হিন্দু মুসলমান নামের সব বাউলদের মধ্যেই এই রীতি। এরা সামাজিক বিবাহ বন্ধনকেও অস্বীকার করে। নারী-পুরুষের একত্রে অবাধ মেলামেশা এবং বসবাসকে দর্শন হিসাবে অনুসরণ করে।[১১]

বাউল সাধনায় গুরুই হ'ল সার্বভৌম শক্তি। বাউলরা সৃষ্টিকর্তা ও গুরুকে অভিন্ন মনে করে। যা লালন শাহ এর গানেই ফুটে ওঠেছে-

'মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছেরে এ জগতে
মুরশিদের চরণ-সুধা
পান করিলে হরে ক্ষুধা
কোরো না দেলে দ্বিধা
যেহি মুরশিদ সেহি খোদা'।[১২]

৯. *লালনশাহ, পৃঃ ১৫।*
১০. *লালনশাহ, পৃঃ ১৬।*
১১. *ইনকিলাব, ২২ নভেম্বর '০৮, পৃঃ ১৪, গৃহীত: বাংলাদেশে বাউল, পৃঃ ১৫-১৭।*
১২. *লালন শাহ, পৃঃ ২৯।*

বাউল সাধনায় পরকীয়া প্রেম ও গাঁজা সেবন প্রচলিত। বাউলরা বিশ্বাস করে যে, কুমারী মেয়ের রজঃ পান করলে শরীরে রোগ প্রতিরোধক তৈরী হয়। তাই বাউলদের মধ্যে রজঃপান একটি সাধারণ ঘটনা। এছাড়া তারা রোগমুক্তির জন্য স্বীয় মূত্র ও স্তনদুগ্ধ পান করে। সর্বরোগ থেকে মুক্তির জন্য এরা মল, মূত্র, রজঃ ও বীর্য মিশ্রণে প্রেমভাজা নামক একপ্রকার পদার্থ তৈরী করে তা ভক্ষণ করে। একজন বাউলের একাধিক সেবাদাসী থাকে। এদের অধিকাংশই কমবয়সী মেয়ে।[১৩]

বাউলদের সাধনা সম্পর্কে আহমদ শরীফ বলেন, বাউলেরা বৈধি তথা বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য আচার বিরোধী এবং মৈথুনাত্মক পরকীয়া ও রাগানুগা সাধনার পক্ষপাতী। বাউল মতবাদ ভোগমোক্ষ মতবাদ।... গুরু, মৈথুন ও যোগ তিনটিই সমগুরুত্ব পেয়েছে বাউল মতে।... সৎগুরুর কাছে দীক্ষা না নিলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা অসম্ভব এবং বিন্দুধারণে সামর্থ্যই সিদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাউল মতে আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মার অংশ।... এরা মূলাধারের রজঃকে ফুল, শুক্রকে ক্ষীর এবং নিঃসৃত রজঃকে নীর বলে। এই রজো বীজে বা নীর ক্ষীরেই মিশে রয়েছে সহজ মানুষ।... এজন্যে তাদের পুরুষরা নারী রজঃ এবং নারী পুরুষের শুক্র পান করে।... এরা মল, মুত্র, রজঃ ও শুক্র এই চারটি ঘৃণ্য বস্তুকে চারিচন্দ্র বলে সম্বোধন করে।[১৪]

বাউলদের মতে দেহভিন্ন আত্মা বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই। সুতরাং আত্মার জন্য জান্নাত-জাহান্নাম এক অলীক কল্পনা। লালনের ভাষ্য হচ্ছে-

'কে জানে মলে জীব যাবে কোথায়?
হাতের কাছে পেলে যারে দেখো গো তায়।
দূরের অন্নের লোভেরে ভাই
কাছের চিঁড়ে হারালে তাই'।[১৫]

অতএব যে লালনের আক্বীদা-বিশ্বাস এত জঘন্য, যার আসল রূপ এত নোংরা ও এত ন্যক্কারজনক, যার সাধনা যুবচরিত্রকে অবাধ যৌনাচারের দিকে ধাবিত করে, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার দিকে প্রলুব্ধ করে, যাদের বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতা পশু-পাখীকেও হার মানায় যে লালনের ধর্ম-বর্ণের পরিচয়ও অস্পষ্ট এমন একজন ব্যক্তি কি করে একটি মুসলিম দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হ'তে পারে? কি করে রাজপথে তার ভাস্কর্য স্থাপনের দাবী ওঠতে পারে, তা ভাবতেই অবাগ লাগে। এটি আর কিছু নয়, মুসলিম সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার একটি গভীর নীল নকশা।

১৩. *ইনকিলাব, ঐ।*
১৪. *বাউলতত্ত্ব, পৃঃ ৪৩।*
১৫. *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, জুন ২০০৮ সংখ্যা, প্রবন্ধঃ লালন ও রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সমাজচিন্তা, পৃঃ ২০৬।*

Contents

মূর্তি ও ভাস্কর্যের পক্ষে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি ও জবাব:

দেশের আলেম-ওলামার দাবীর প্রেক্ষিত লালন ভাস্কর্যটি অপসারণের পর একটি মহল ভাস্কর্যটি পুনঃস্থাপন ও উক্ত চত্বরকে 'লালন চত্বর' নামকরণের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। এরা ইসলাম বিবর্জিত শিরকী আক্বীদাপুষ্ট বিকৃত বাউল সংস্কৃতিকে ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার রঙীন স্বপ্ন দেখে। সেকারণ এর পক্ষে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর কিছু যুক্তি ও দলীল উপস্থাপন করার অপপ্রয়াস চালায়। যেমন- শৈশবে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পুতুল নিয়ে খেলা করা, বিভিন্ন মুসলিম দেশের মূর্তি স্থাপন, এমনকি মক্কা বিজয়ের দিন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)ও নাকি কা'বা ঘরে মাদার মেরি বা মারইয়াম (আঃ) একটি তৈল চিত্র ধ্বংস না করে রেখে দিয়েছিলেন ইত্যাদি।

জবাব:

(১) মককা বিজয়ের দিন কা'বার আশপাশের সকল মূর্তি ও তৈলচিত্রই ধ্বংস করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেদিন কুরআন মাজীদের আয়াত جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا 'সত্য এসে গেছে, বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিঃসন্দহে বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই বিষয়' *(ইসরা ১৭/৮১)* আয়াত পাঠ করতে করতে তাঁর হাতের বর্শা দ্বারা কা'বা ঘরের আশপাশ ও ছাদের উপরে স্থাপিত মূর্তিগুলিকে আঘাত করলে মূর্তিগুলি ভূপতিত হয়।[১৬]

জাবের (রাঃ) বলেন, মককা বিজয়ের সময় যখন আমরা নিকটবর্তী 'বাত্বহা' উপত্যকায় ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন যেন কা'বা গৃহের সকল ছবি (মূর্তি) নিশ্চিহ্ন করে দেন। অতঃপর উক্ত ছবি সমূহ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন না'।[১৭] উসামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কা'বা গৃহে প্রবেশ করলাম। তিনি সেখানে ছবি সমূহ দেখে বালতিতে পানি আনার জন্য বললেন। আমি পানি নিয়ে এলে তিনি তা দিয়ে কাপড় ভিজিয়ে ঐগুলি মুছতে থাকলেন ও বললেন, قَاتَلَ اللهُ قَوْمًا يُصَوِّرُوْنَ مَا لاَ يَخْلُقُوْنَ– 'আল্লাহ ঐ জাতিকে ধ্বংস করুন, যারা ছবি তৈরী করে। অথচ সেগুলিকে তারা সৃষ্টি করতে পারে না'।[১৮] সুতরাং কা'বা ঘরে মূতি বা ছবি অবশিষ্ট রাখার প্রশ্নই আসে না। ইহুদী-খৃষ্টানদের রচিত মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্যে ভর্তি কোন বিকৃত ইতিহাস গ্রন্থকে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করে কখনো সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া যাবে না। যেমনটি চেষ্টা করেছিলেন কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমাদ দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত তার একটি প্রবন্ধে।

(২) হযরত আয়েশা (আঃ)-এর পতুলের বিষয়টি ছিল স্রেফ খেলনা। এখানে না ছিল সম্মান প্রদর্শন, আর না ছিল পূঁজা-অর্চনার বিষয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবুক অথবা খায়বার যুদ্ধ হ'তে বাড়ী ফেরেন। তখন বাড়ীর সম্মুখে দরজায় একটি পর্দা টাঙানো ছিল। বাতাসে তার একপাশ সামান্য সরে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আয়েশা! এসব কি? তিনি বলেন, এসব আমার মেয়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেলনাগুলির মাঝখানে একটি ঘোড়া দেখলেন, যার দু'টি নকশাওয়ালা ডানা রয়েছে এবং বললেন, এদের মাঝে এটা কি দেখছি? আয়েশা বললেন, ঘোড়া। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এর উপরে এ দু'টি কি? তিনি বললেন, ডানা। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঘোড়ার আবার দু'টি ডানা? তিনি বললেন, আপনি কি শোনেননি যে, সুলায়মান (আঃ)-এর একটি ঘোড়া ছিল, যার অনেকগুলি ডানা ছিল? আয়েশা (রাঃ) বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেসে ফেলেন, তাতে আমি তাঁর মাড়ি দাঁত সমূহ দেখতে পেলাম'।[১৯] অতএব হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এই খেলনা পুতুলের উপর ভিত্তি করে মূর্তি ও ভাস্কর্য স্থাপনের দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।

(৩) বিভিন্ন মুসলিম দেশে স্থাপিত মূর্তি কশ্মিনকালেও মুসলমানদের জন্য দলীল নয়। মুসলমানদের দলীল হ'ল একমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। অতএব ছবি, মূতি ও ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে কুরআন-হাদীছের কঠোর নিষেধাজ্ঞার পর কোন মুসলমানের পক্ষেই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। হারামকে হালাল করার জন্য অন্যের কর্মকে দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখানো আরেক মূর্খতা। কেননা কুরআন-হাদীছের সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর আর কোন যুক্তি-তর্ক বা উদাহরণের সুযোগ থাকে না।

ছবি, মূর্তি ও ভাস্কর্য সম্পর্কে ইসলামের সতর্কবাণীঃ

এ বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত পরিস্কার। ইসলাম ছবি ও মূর্তিকে নিষিদ্ধ করেছে। ছবি-মূর্তি নির্মাণকারীদের জন্য ঘোষিত হয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ বিষয়ে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল বনু আদমকে শুনিয়ে দিয়েছেন চূড়ান্ত সাবধান বাণী। ছবি ও মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়ে তিনি আলী (রাঃ)-কে বলেন, لاَ تَدَعْ تِمْثَالاً اِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا اِلاَّ سَوَّيْتَهُ 'যখনই কোন মূর্তি দেখবে, তা ভেঙ্গে টুকরো না করে ছাড়বে না, আর কোন উঁচু কবর মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া ব্যতীত ছাড়বে না।[২০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছবি অংকন বা প্রস্তুতকারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন।[২১]

১৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/২৪৭৮ ও ৪২৮৭; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২৭২।*
১৭. *ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৫০২ 'ছবিসমূহ' অনুচ্ছেদ।*
১৮. *মুসনাদে আবুদাউদ ত্বায়ালেসী, হাফেয ইবনু হাজার বলেন, বর্ণনাটির সনদ 'জাইয়িদ' বা উত্তম; আব্দুল আযীয বিন আব্দুল আব্দুল্লাহ বিন বায, ফী হুকমিত তাছবীর (রিয়াদঃ ৪র্থ সংস্করণ ১৪০১/১৯৮১) পৃঃ ৮; আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর ২০০২ দরসে হাদীছ 'ছবি ও মূর্তি' দ্রঃ।*
১৯. *ছহীহ আবুদাউদ হা/৪১২৩ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়।*
২০. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৬।*
২১. *বুখারী, মিশকাত হা/২৭৬৫ 'ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/২৬৪৫, ৬/৬ পৃঃ।*

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِنَّ اَصْحَابَ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ-

'যে সমস্ত লোক এইসব ছবি তৈরী করে, তারা ক্বিয়ামতের দিন আযাব প্রাপ্ত হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে তা জীবিত কর'।[২২] মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় গৃহে প্রাণীর ছবিযুক্ত কোন জিনিসই রাখতেন না। দেখলেই ভেঙ্গে চূর্ণ করে ফেলতেন।[২৩] আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন, একবার তিনি একটি গদি বা আসন খরিদ করলেন, যাতে প্রাণীর ছবি ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গৃহে প্রবেশের সময় দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করলেন না। (আয়েশা বলেন) আমি তাঁর চেহারার অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করলাম এবং বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট তওবা করছি। হে রাসূল! আমি কি গুনাহ করেছি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই গদিটি কেন? আমি বললাম, আপনার বসার জন্য ও বিছানা হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আমি এটি খরিদ করেছি। তখন তিনি বললেন, এই সমস্ত ছবি যারা তৈরী করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের আযাব দেওয়া হবে ও তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা বানিয়েছ তাতে জীবন দাও। অতঃপর তিনি বললেন, ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি থাকে।[২৪] অতঃপর আয়েশা (রাঃ) উক্ত গদিটি কেটে দু'টুকরা করে ছোট বালিশ ও ঘরের ব্যবহার্য অন্যান্য কাজে লাগালেন।[২৫]

ছবি ও মূর্তিকে কেন নিরুৎসাহিত করা হয়েছে?

মূর্তি নির্মাণ ও একে সম্মান বা উপাসনা করা জঘন্যতম শিরক। আর শিরকের পাপ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরকের পাপ ক্ষমা করেন না। এ ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন' *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। লোক্বমান হাকিম তাঁর সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'হে বৎস! তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না। নিশ্চয়ই শিরক বড় যুলম' *(লোক্বমান ৩১/১৩)*। বিগত যুগে মানুষ মৃত সৎ ও নেককার লোকদের মূর্তি তৈরী করে তা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা লোকালয়ে স্থাপন করত। তাদেরকে অসীলা মানত এবং তাদের মাধ্যমে কল্যাণ প্রার্থনা করত। কাঠ, মাটি বা পাথরের তৈরী এইসব মূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত। তাদের এই জঘন্য কর্ম থেকে নবীগণও রেহাই পাননি। নবীদের কবরকেও এরা মসজিদে রূপান্তরিত করেছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আশঙ্কাবোধ করলেন যে, তাঁর উম্মতের ক্ষেত্রেও এমনটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তিনি চাননি যে, পূর্ব জাতির ন্যায় তাঁর উম্মতও ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক। সেকারণ তিনি এর বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা জানিয়ে দিলেন। মৃত্যুর মাত্র পাঁচদিন পূর্বে অন্তিম শয়ানে স্বীয় উম্মতকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন,

أَلاَ وَ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَ صَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّىْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَالِكَ-

'শুনে রেখো! তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবর সমূহকে সিজদা বা উপাসনার স্থল হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সাবধান! তোমরা কবর সমূহকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করবে না। আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে চূড়ান্তভাবে নিষেধ করে যাচ্ছি'।[২৬] তিনি নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ وَثَنًا يُّعْبَدُ.. 'তোমরা আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত কর না, যাকে পূজা করা হয়'।[২৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا 'তোমরা আমার কবরকে তীর্থকেন্দ্রে পরিণত কর না'।[২৮]

দুর্ভাগ্য যে, বিগত যুগের মূর্তি পূজারীদের ন্যায় বর্তমান যুগের নামধারী মুসলমানরাও মূর্তি বা মৃত ব্যক্তির স্মরণে নির্মিত পিলারকে সম্মান করে, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, যা আরো জঘন্য। ঐ সকল মুশরিক ও এই সকল মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? অতএব সাবধান!

মূর্তি-ভাস্কর্য নির্মাণের ফলাফল ও পরিণতি

গৃহে ফেরেশতা প্রবেশের অন্তরায়:

রহমতের ফেরেশতারা বান্দার গৃহে প্রবেশ করে তাদের জন্য রহমত, বরকত ও মাগফেরাতের দো'আ করতে থাকে। কিন্তু মূর্তি, প্রতিকৃতি ও ছবিযুক্ত গৃহবাসীর কতইনা দুর্ভাগ্য যে, রহমতের আবহ সৃষ্টিকারী এইসব ফেরেশতাগণ তাদের গৃহে প্রবেশ করেন না। আসমানের অধিবাসীদের শুভাকাংখা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَّلاَ تَصَاوِيْرُ-

'ঐ ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর থাকে বা (প্রাণীর) ছবি থাকে'।[২৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, একদিন জিবরীল (আঃ) আমার নিকট এসে বলেন,

---

২২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৩, ৮/২৫৪ পৃঃ।*
২৩. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৯১; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯২।*
২৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৩।*
২৫. *মুসলিম হা/২১০৭; পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়।*
২৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৬৬০।*
২৭. *মুওয়াত্তা, আহমাদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৭৫০ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৬৯৪, ২/৩১০ পৃঃ।*
২৮. *নাসাঈ, মিশকাত হা/৯২৬ 'নবীর উপরে দরূদ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৭৯৬।*
২৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৮৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯০।*

আমি গত রাতে আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে আপনার গৃহদ্বারের ছবিগুলো আমাকে বিরত রেখেছিল। কেননা ঘরের দরজায় একটি পাতলা পর্দা ঝুলানো ছিল, যাতে প্রাণীর অনেকগুলো ছবি ছিল। তাছাড়া ঘরে একটি কুকুর ছিল। অতএব আপনি ঐ ছবিগুলোর মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিন, যা ঘরের দরজার পর্দায় ঝুলানো রয়েছে। ফলে তা গাছ-গাছড়ার আকৃতি হয়ে যাবে। আর পর্দাটি সম্বন্ধে নির্দেশ দিন, যেন সেটি কেটে ফেলে দু'টি বালিশ বা বিছানা বানিয়ে নেওয়া হয়, যা পড়ে থাকবে ও পায়ে দলিত হবে। আর কুকুর সম্বন্ধে নির্দেশ দিন, যেন তা বের করে দেওয়া হয়'।[৩০]

মূর্তি নির্মাণকারী যালেম:

হাদীছে কুদসীতে রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِىْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً اَوْلِيَخْلُقُوْا حَبَّةً اَوْ شَعِيْرَةً–

'আমার সৃষ্টির মত করে যে ব্যক্তি (কোন প্রাণী) সৃষ্টি করতে চায়, তার চাইতে বড় যালিম আর কে আছে? পারলে তারা একটি পিঁপড়া বা শস্যদানা বা একটি যব সৃষ্টি করুক তো দেখি'।[৩১] আবু যুর'আ বলেন, আমি একদা আবূ হুরায়রা (রাঃ) -এর সাথে মদীনার একটি বাড়ীতে গেলাম। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, বাড়ীর উপরিভাগে জনৈক শিল্পী ছবি অংকন করছেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালেম আর কে আছে, যে আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। তাহ'লে সৃষ্টি করুক তো দেখি একটি শস্যদানা বা একটি পিপীলিকা'।[৩২]

মূর্তি নির্মাণকারী জাহান্নামী:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

اَشَدُّ النَّاس عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ–

'ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাব ভোগ করবে ঐ সকল লোক, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করে'।[৩৩] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَشَدُّ النَّاس عَذَابًا عِنْدَ اللهِ الْمُصَوِّرُوْنَ 'আল্লাহ্‌র নিকটে সবচাইতে কঠিন আযাব হবে ছবি প্রস্তুতকারীদের'।[৩৪] ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে,

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَة صَوَّرَهَا نَفْسًا فَيُعَذِّبُهُ فِىْ جَهَنَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ رُوْحَ فِيْهِ–

'প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী। সে যতগুলি ছবি তৈরী করেছে (ক্বিয়ামতের দিন) সেগুলির মধ্যে প্রাণ দান করা হবে এবং জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যদি তোমাকে একান্তই ছবি তৈরী করতে হয়, তবে গাছ-গাছড়া এবং এমন জিনিসের ছবি তৈরী কর, যার মধ্যে প্রাণ নেই'।[৩৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, '...যে ব্যক্তি (কোন প্রাণীর) ছবি তৈরী করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং ঐগুলিতে প্রাণ দান করার জন্য বাধ্য করা হবে, অথচ সে কিছুতেই প্রাণ ফুঁকতে পারবে না'।[৩৬]

উপসংহার:

ছবি, মূর্তি ও ভাস্কর্য নিমার্ণ, স্থাপন, সংরক্ষণ ও সম্মান প্রদর্শন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যা সুস্পষ্ট শিরক। আর শিরককারীদের জন্য জান্নাত হারাম। আল্লাহ বলেন, مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপন করে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দেন, তার আবাসস্থল হচ্ছে জাহান্নাম। বস্তুতঃ যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। যারা মূর্তি ও ভাস্কর্যকে পৃথক ব্যাখ্যা করেন এবং উপাসনার জন্য নির্মিত না হ'লে দোষণীয় নয় বলার চেষ্টা করেন, তারা হয় মূর্খতার মধ্যে নিপতিত, নয়তো জ্ঞানপাপী। কেননা এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখনিংসৃত বাণী এবং ছবি-মূর্তির মর্মান্তিক পরিণতির বিবরণই জ্ঞানী মহলের জন্য যথেষ্ট। সেই সাথে মুসলমানদের গৃহগুলিকেও ছবি-মূর্তি থেকে নিরাপদ রাখতে হবে। দুর্ভাগ্য যে, আজ মুসলমানদের শো-কেসগুলি মূর্তি প্রদর্শনের কেস এ পরিণত হয়েছে। মুসলমানদের ঘরের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে ছবি-মূর্তি বা বিভিন্ন প্রাণীর তৈলচিত্র। যা পরিহার করা অত্যাবশ্যক। তবে প্রদর্শন বা সংরক্ষণের জন্য নয় বরং যরূরী অফিসিয়াল বা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বাধ্যগত অবস্থায় ছবি উঠানো যায়। অতএব আসুন! ছবি, মূর্তি ও ভাস্কর্যের ব্যাপারে আমরা সাবধান হই। পরিশেষে আমরা সরকারের নিকট দাবী জানাই দেশের অন্যতম প্রবেশ পথ জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সম্মুখস্থ গোল চত্বর থেকে অপসারিত লালন ভাস্কর্য যেন পুনরায় স্থাপন করা না হয়। বরং তদস্থলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত কোন দৃশ্যের চিত্র দ্বারা উক্ত চত্বরকে সুশোভিত করা হয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

---

৩০. *তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫০১; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৩০২।*

৩১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৬; 'পোষাক' অধ্যায় 'ছবিসমূহ' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৭, ৮/২৫৬ পৃঃ।*

৩২. *ফাৎহুল বারী 'পোষাক' অধ্যায় 'ছবি বিনষ্ট করা' অনুচ্ছেদ ১০/৩৯৮ পৃ:।*

৩৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৫; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৬ 'ছবি' অনুচ্ছেদ ৮/২৫৫ পৃঃ।*

৩৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৮ 'ছবি' অনুচ্ছেদ ৮/২৫৬ পৃঃ।*

৩৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৮; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৯ 'ছবি' অনুচ্ছেদ ৮/২৫৬ পৃঃ।*

৩৬. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৯৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৩০০, ৮/২৫৭ পৃঃ।*

আমলনামা

*রফীক আহমাদ**

আমলনামা শব্দের দ্বারা সম্পত্তি অধিকারের হুকুমনামা, সম্পত্তি ভোগ দখল করার জন্য মালিকের আদেশপত্র, মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাবপত্র ইত্যাদি বুঝায়। অবশ্য এখানে মানবজাতির সারা জীবনের পাপ-পুণ্যসহ যাবতীয় কর্মের হিসাব সংরক্ষণ বহিকে বুঝানো হয়েছে। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণকারী প্রতিটি নর-নারীর জন্য পৃথক পৃথক একটি করে আমলনামা নির্দিষ্ট আছে। কোন আমলনামায় এক সঙ্গে দু'জনের কর্মের হিসাব লিপিবদ্ধ হবে না। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, দুই বন্ধুর ঐকমত্যে সংঘটিত কার্যকলাপ বা ধর্ম পালনের কোন বিষয় এক সঙ্গে এক আমলনামায় লিখা হবে না। প্রত্যেকের আমলনামা পৃথক ও সুনির্দিষ্ট। এখানে কোন মানুষের একটি কর্মও বাদ পড়বে না এবং কোন একটি মূল্যহীন ছোট কথাও অতিরিক্ত লিপিবদ্ধ করা হবে না। কারণ এটা আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণে সম্পাদিত ও ত্রুটিমুক্ত দলীল। আমলনামার সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে একটা অতি বাস্তবধর্মী গ্রন্থ। পৃথিবীর বুকে অনেক নবী-রাসূল, বড় বড় ধার্মিক, মনীষী, পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক প্রভৃতি সম্মানী ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ নিয়ে বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। লেখকবৃন্দ তাদের জীবনাদর্শ রচনা করতে গিয়ে নিজের ভাষার দ্বারা উক্ত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সমূহ লিপিবদ্ধ করে থাকেন। যার জীবনী লিখা হয় তার কর্ম ও উক্তির যৎসামান্যই উল্লিখিত হয় সে গ্রন্থে। কিন্তু আমলনামায় বর্ণিত জীবনালেখ্য শুধু যার আমলনামা তার কর্ম ও উক্তির দ্বারাই পরিপূর্ণ করা হয়। এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করা মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আমলনামা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসেই আলোচ্য প্রবন্ধ প্রণীত হয়েছে।

সাধারণভাবে আমলনামা সংরক্ষণ

মহান আল্লাহ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল অতঃপর মানব সৃষ্টি করেন এবং সমস্ত সৃষ্টির কিয়দংশকে তার অধীনে করে তাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। আল্লাহ্র এই মহাশক্তিকে অনুধাবন করার মত ক্ষমতা মানুষ ছাড়া আর কেউ রাখে না। তাই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব।

একমাত্র মানুষই পৃথিবীর বুকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, কল্পনীয়-অকল্পনীয়, জানা-অজানা বহু বিষয়ের উপর সমীক্ষা চালাতে সক্ষম। আল্লাহ পাক এ ক্ষমতা মানুষকে দান করেছেন। তাঁর আনুগত্য ও আদেশ-নিষেধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিচালনার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানিয়েছেন। অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারের মালিক আল্লাহ তা'আলা জানেন মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। মানুষ কখনই অসীম জ্ঞানের অধিকারী নয় এবং এরূপ দাবীও সে করে না। যাহোক সবাই আল্লাহ্র প্রিয় মানুষ। এমনকি অন্ধ-খঞ্জ, পঙ্গু-বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধীরাও আল্লাহ্র প্রিয় মানুষ, একটি মানুষও আল্লাহ্র অপ্রিয় নয়। মানুষকে পরীক্ষা করান জন্য। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, ভাগ্যবান-দুর্ভাগ্যবান, সুন্দর-কুৎসিত, পূর্ণাঙ্গ-অপূর্ণাঙ্গ, রুচিশীল-অরুচিশীল আরও কত অবয়বে সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবীর বড় পণ্ডিতগণ, কোন ধর্মের বড় বড় ধর্মগ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করে থাকেন। কুরআনও পড়েছেন অনেকে, জ্ঞান লাভের জন্য ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। তাঁরা অবশ্যই জেনেছেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার ধন-সম্পত্তি, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, আচার-ব্যবহার, মানবতা, উদারতা, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি সার্বজনীন বিষয়গুলো দ্বারা পরীক্ষা করবেন। এজন্য তিনি আমলনামার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের পৃথক পৃথক হিসাব সংগ্রহ করেন। এতে বহুমুখী জ্ঞানের ব্যবহার হবে। যা মানুষ কখনও কল্পনাও করতে পারবে না। তবে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সব বিষয়গুলো খোলাখুলি বলে দিয়েছেন। যাতে মানুষ কোনদিন বলতে না পারে যে তারা দুনিয়ায় কোন কিছু জানত না।

বিশ্বের মানুষকে অবগত করানোর জন্যই মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَاتُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ- إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ- مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে' *(ক্বাফ ৫০/১৬-১৮)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ- كِرَامًا كَاتِبِيْنَ- يَعْلَمُوْنَ مَاتَفْعَلُوْنَ.

'অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে, সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। তারা জানে, যা তোমরা কর' *(ইনফিত্বার ৮২/১০-১২)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন,

أَمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّا لاَنَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ.

* *শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

Contents

‘তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনি না? হ্যা শুনি। আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকট থেকে লিপিবদ্ধ করে’ *(যুখরূফ ৪৩/৮০)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা মানুষের নিকট হ’তে হিসাব গ্রহণের বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষের ভাল-মন্দ কাজ যে কোন ফেরেশতা কর্তৃক লিপিবদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি উক্ত ভাল-মন্দ বিষয়গুলো মানুষের পরিকল্পনার পূর্বেই জানেন এবং দু’জন ফেরেশতা দ্বারা তা লিপিবদ্ধ করান। বান্দা ভাল কাজের সংকল্প করলে সাথে সাথে তা লিপিবদ্ধ করা হয় কিন্তু মন্দ কাজ লেখা হয় তা সম্পন্ন করার পর।

মানুষের হিসাব গ্রহণের বিষয়টি মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বর্ণনা যে কোন দুর্বল ও সবল ঈমানদার বান্দার হৃদয়পটে গভীর রেখাপাত করে। আল্লাহ তা‘আলা এসব কারণেই হিসাব গ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, সব আল্লাহ্‌রই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে, যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থ সমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা আপনার নিকট ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৪-২৮৫)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ করেননি। যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে’ *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, ‘তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলা কর, তা জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সমুত্থিত করেন যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়। অনন্তর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমাদেরকে বলে দিবেন, যা কিছু তোমরা করছিলে। তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী। এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে, তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্ত গত করে নেয়। অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছান হবে। শুনে রাখ, ফায়ছালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন’ *(আন‘আম ৬/৬০-৬২)*।

মানুষ এ পার্থিব জগতের বিশাল ভূ-ভাগের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রাংশে কিছুদিন বসবাস করার সুযোগ পায়। এখানে যারা অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞানসম্পন্ন তারা ভাল ও মন্দ কাজের চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন, এটা আমরা সবাই কমবেশী জানি। মানুষের বাধাহীন এই উচ্চাকাঙ্খা বা আশা ভরসাকে সংযত ও সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াসেই আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের অন্তরে যা আছে প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। মূলতঃ অন্তরের বা হৃদয়ের প্ররোচনা হ’তেই মানুষ যে কোন ভাল বা মন্দ কাজ করতে সক্ষম, মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ তা বেশী জানে না। তাই উপরোক্ত বাক্য দ্বারা তিনি মানবজাতিকে এরূপ কাজ হ’তে বিরত থাকার জন্য সাবধান করে দিয়েছেন।

বস্তুতঃ মানুষ কখনই তার চিন্তাধারা স্বাধীনভাবে বাস্তবায়ন করার অধিকারী নয়। তাকে মহান স্রষ্টা নির্দেশিত পথে চলতে হবে এবং তাঁর দেয়া বিধান ও আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও আইনের বিরুদ্ধে কেউ কোন কাজ করতে পারবে না। এরূপ করলে সে কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হবে এবং শেষ বিচারের দিন ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ্‌র এই আইনের সূত্র ধরেই মানুষ পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এমনকি সামরিক বাহিনীর শক্তিশালী সেনা কর্মকর্তারাও তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ ছাড়া স্বাধীনভাবে কিছুই করতে পারে না। আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় প্রসিদ্ধ ওহোদ যুদ্ধে নেতার আদেশ অমান্য করে একদল তীরন্দাজ সৈনিক যে ক্ষতিসাধন করেছিল ইতিহাসের পাতায় তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

মানুষ স্বাধীন চিন্তা করতে পারে এবং সে চিন্তা করার অধিকারও আছে, সে চিন্তার মধ্যে ভুলও হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তা কাজে বাস্তবায়ন না করলে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দা কোন গুনাহের কাজ

Contents

করার ইচ্ছা করলে, তা না করা পর্যন্ত তার জন্য কোন গুনাহ লিখ না। তবে সে যদি উক্ত গুনাহর কাজটি করে ফেলে, তাহ'লে কাজটির অনুপাতে তার গুনাহ লিখ। আর যদি আমার কারণে তা পরিত্যাগ করে তাহ'লে তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। আর সে যদি কোন নেকীর কাজ করতে ইচ্ছা করে কিন্তু এখনো তা করেনি তাহ'লেও তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। আর যদি তা করে তাহ'লে কাজটি অনুপাতে তার জন্য দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত নেকী লিপিবদ্ধ কর *(বুখারী)*।

অপর একটি হাদীছে এসেছে, সাফওয়ান ইবনু মুহরিয থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর ঈমানদার বান্দার নির্জনে কথাবার্তা সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কী বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, তোমাদের কেউ তার রবের কাছে গেলে তিনি তাঁর উপর পর্দা দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এসব কাজ কি তুমি করেছ? সে বলবে হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহ তা'আলা আবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি এ কাজ আর একাজ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ এভাবে তার স্বীকৃতি নেবেন। তারপর বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার এসব কাজ গোপন করে রেখেছিলাম, আর আজকে তা মাফ করে দিলাম' *(বুখারী)*।

উপরে বর্ণিত হাদীছ দু'টি দ্বারা গোপন পাপ ও পুণ্যের বিষয় বোঝান হয়েছে। আসলে কোন ভাল কাজ নিয়ে গবেষণা করা নিঃসন্দেহে ভাল এবং তা বাস্তবায়ন করা আরও উত্তম। পক্ষান্তরে কোন মন্দ বা পাপ নিয়ে চিন্তা বা কল্পনা করা একটা মারাত্মক অপরাধ এবং তার বাস্তবায়ন সন্দেহাতীতভাবেই ভয়াবহ। কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করে যদি চরম মুহূর্তেও সরে আসা যায় তবে নিস্কৃতির পথ খোলা আছে। উপরের হাদীছ দ্বারা সে বিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে। শেষোক্ত হাদীছে কিছু গোপন পাপ গোপন রাখার উত্তম ফলাফলের বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং আন্তরিক চিন্তা ও গোপন পাপের ক্ষেত্রে আল্লাহভীতির উপকারিতা অনস্বীকার্য।

অবশ্য হিসাব গ্রহণের বিভিন্ন অধ্যায়ে অনেক আশা-ভরসা ও ভয়-ভীতির সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তার সকল বান্দাকে এক ধর্মাবলম্বী করতে পারবেন, কিন্তু তা করেননি। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য মানুষকে পরীক্ষা করা। তিনি যাঁচাই করতে চান যে, কারা প্রকৃত স্মরণ অবগত হয়ে তা সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করে এবং কারা নিজস্ব কিছু মতামত বা পৈতৃক কু-সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে থেকে আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত না করে মিশ্রিত ধর্ম পালন করে। সুতরাং আল্লাহর আদেশের প্রতি অবহেলা অতঃপর তা অমান্য করা অমার্জনীয় অপরাধ।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহভীতি, দাসত্ব, আনুগত্য ও অনুসরণকেই ইবাদত বলা হয়। এ দাসত্ব ও আনুগত্য আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণে সুপ্রতিষ্ঠিত। কেবল ঈমান, ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশের পরিপূর্ণ আনুগত্যই ইবাদত।

যেকোন ধর্মীয় কাজ বাস্তবায়নের একটা নিয়ম রয়েছে, যে নিয়ম-রীতির পরিবর্তনের কোন উপায় নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই এরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মযবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব। এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়' *(দাহর ৭৬/২৭-৩০)*।

পূর্বেই বলেছি মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন চিন্তা-চেতনার অধিকারী। যারা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নিয়ে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, তারা সাফল্যের পানে এগিয়ে যায়। অপরদিকে যারা জাগতিক উন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করে, তারা জাগতিক সাফল্য লাভ করে। পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। এজগতে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কিছু করতে পারে না, এমনকি কোন বান্দার হেদায়াত লাভও তাঁর ইচ্ছার অধীন। এজন্য যখন কোন বান্দা আল্লাহ্‌র নাম নেওয়ার ও ইবাদত-বন্দেগী করার তাওফীক্ব লাভ করে তখন একাজের জন্য গর্ব বা অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোকর করাই উচিত। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগূল হয়ে যায় আল্লাহ তা'আলা এই পরিশ্রমের বোঝাও তার জন্য সহজ ও হালকা করে দেন। আর যারা পার্থিব জগতের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করে, শয়তান তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। অতঃপর বান্দার সমস্ত কাজই ধারাবাহিকভাবে আমলনামার নেটওয়ার্কের আওতায় এসে যায়। একটি কাজও বাদ যায় না।

মহান আল্লাহ বলেন, 'যে লোক সৎ কাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্য সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। তোমাদের যদি কেউ দো'আ করে, তাহ'লে তোমরাও তার জন্য দো'আ কর, তার চেয়ে উত্তম দো'আ অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী' *(নিসা ৪/৮৫-৮৬)*।

বিশেষভাবে আমলনামা সংরক্ষণ :

মহান আল্লাহ বলেন, 'তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র বা শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না, কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে *(আন'আম ৬/৫৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বস্তুতঃ যেকোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যেকোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যেকোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও যমীনের না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে। না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই' *(ইউনুস ১০/৬১)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, '(লোকমান হাকিম স্বীয় সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেন) হে বৎস কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন' *(লোক্বমান ৩১/১৬)*।

সমগ্র দৃশ্য-অদৃশ্য সৃষ্ট জগতের অগণিত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বস্তু সমূহের উপর আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র বা নিরংকুশ ক্ষমতা ও আধিপত্যের বিষয় আমরা অনেক পূর্বেই জেনেছি। উপরের আয়াত কয়টিতে মানবজাতির জানা-অজানা, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয়, সম্ভব-অসম্ভব ও আরও অন্যান্য বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। এতে আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের জানার, বোঝার ও শেখার কোন শেষ নেই, মনের অজান্তেই অনেক শিক্ষণীয় বিষয় এসে যায় এবং আমরা যথেষ্ট উপকৃত হই। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতাও হয়।

মানুষের আমলনামা সংরক্ষণের বিষয়টি অনুরূপ একটি অকল্পনীয় বিষয়। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাজ্ঞানের এক বিশেষ প্রতিভাশক্তি দ্বারা সমস্ত মানুষের আমল সংরক্ষণ করছেন। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ৬৭০ কোটি লোক বাস করছে। অতীত হয়ে গেছে কত শত বা সহস্র কোটি তার হিসাব দেওয়া মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। আবার আগামী বছরগুলিতে যে কত শত কোটি বা হাযার কোটি লোক পৃথিবীতে আসবে তার হিসাব রাখা আরও অসম্ভব। সবচাইতে বিস্ময়কর বিষয় হ'ল আল্লাহ তা'আলা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানব সংখ্যা ক্রমানুসারে হিসাব রেখেছেন বা রাখবেন। অতঃপর সমস্ত মানুষের হিসাবের খাতা বা আমলনামা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত সযত্নে সংরক্ষিত রাখবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّانَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِيْ إِمَامٍ مُّبِيْنٍ.

'আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি' *(ইয়াসীন ৩৬/১২)*।

আমলনামা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাবাদীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা করতে, অদ্য তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম' *(জাছিয়া ৪৫/২৭-২৯)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ আরও বলেন,

إِنَّهُمْ كَانُوْا لاَ يَرْجُوْنَ حِسَابًا, وَّكَذَّبُوْا بِآيَتِنَا كِذَّابًا, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَبًا.

'নিশ্চয়ই তারা (অবিশ্বাসীরা) হিসাব নিকাশ আশা করত না এবং আমার আয়াত সমূহে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত। আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি' *(নাবা ৭৮/২৭-২৯)*।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট সকল বস্তুর উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখেন এবং সকল বস্তুর উপর তাঁর সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান। তাঁর সাহায্যে নিয়োজিত ফেরেশতা মণ্ডলী তাঁর হুকুম পালনের দাস মাত্র, তাঁরা শুধু আল্লাহ্‌র হুকুমের অপেক্ষায় সদাপ্রস্তুত থাকে। তাদের কোন বিষয়ে ক্ষমতা নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 'আকাশ ও পৃথিবী আর তাদের মাঝে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আর আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(মায়েদাহ ৫/১৭)*।

মানবজীবনে মৃত্যুর পরপরই আমলনামা অনুযায়ী পরজগতের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। এমনকি মৃত্যুর মুহূর্তেই মৃত ব্যক্তির উপর আমলনামার প্রভাব প্রতিফলিত হয়, সেটা ভাল হোক অথবা মন্দ হোক। মৃত্যুর আদেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমলনামা লিখা বন্ধ হয়ে যায় এবং মৃত্যুর মুহূর্তেই আমলনামা অনুযায়ী প্রাথমিক সফলতা বা বিফলতা পরিলক্ষিত হয়। যাদের আমলনামা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানকারী সৎ আমলে পূর্ণ তাদের মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'পরহেযগারদের বলা হয়, তোমাদের পালনকর্তা কী নাযিল করেছেন? তারা বলে, মহাকল্যাণ! যারা এ জগতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে এবং পরকালের গৃহ আরও উত্তম।

পরহেযগারদের গৃহ কী চমৎকার? সর্বদা বসবাসের উদ্যান, তারা যাতে প্রবেশ করবে। এর পাদদেশ দিয়ে স্রোতধারা প্রবাহিত হয়। তাদের জন্য তাতে তাই রয়েছে, যা তারা চায়। এমনিভাবে প্রতিদান দেবেন আল্লাহ পরহেযগারদেরকে, ফেরেশতারা যাদের জান কবয করেন তাদের পবিত্র থাকা অবস্থায় ফেরেশতারা বলেন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর' *(নাহল ১৬/৩০-৩২)*।

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পরিপন্থী আমলকারীদের মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে, 'ফেরেশতারা তাদের জান এমতাবস্থায় কবয করেন যে, তারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে। তখন তারা আনুগত্য পোষণ করবে যে, আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম না! হ্যাঁ নিশ্চয়ই আল্লাহ সবিশেষ অবগত আছেন, যা তোমরা করতে। অতএব জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, এতেই অনন্তকাল বাস কর। আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট' *(নাহল ১৬/২৮-২৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবেন, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে? এটা এজন্য যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে অপসন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৭-২৯)*।

মানুষ যাতে আমলনামার প্রভাব-প্রতিপত্তি জানতে পারে, অধ্যয়ন করার সুযোগ পায়, বোঝার চেষ্টা করে, অতঃপর ভীত-শঙ্কিত হয়ে সংশোধিত হয়, সেজন্যে করুণাময় আল্লাহ তা'আলা উপরের আয়াত সমূহে মৃত্যুকালীর সময়ের প্রকৃত অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

আমলনামা নিঃসন্দেহে মানবজাতির প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ খবরদারী। এর প্রতি মানুষের ভীতির উদ্রেক হ'লে জীবনের কর্মকাণ্ডে নমনীয়তা সৃষ্টি হবে। ফলে আশানুরূপ আমলনামা তৈরীর পথ সুগম হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আসলে প্রত্যেকের নিজ নিজ আমলনামার বর্ণনা তো শুধু নিজেরই কথাবার্তা, আলোচনা-সমালোচনা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের সঞ্চিত ভাণ্ডার। যে কথা পাঠ করলে বা স্মরণ করলে অনেকে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, অনেকে শিউরে উঠবে, কেউ চিন্তিত হবে, কেউ আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَكُلَّ إِنْسَان أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِىْ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَبًا يَّلْقَهُ مَنْشُوْرًا، اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.

'আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। ক্বিয়ামতের দিন দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব, আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট' *(বানী ইসরাঈল ১৭/১৩-১৪)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র প্রত্যাদেশ হয়েছে, 'ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎ কর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম। যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব, অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না। তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে, তোমরা আমার কাছে এসে গেছ যেমন তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে, তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এযে ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি, সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি যুলুম করবেন না' *(কাহফ ১৮/৪৬-৪৯)*।

আমলনামা প্রত্যক্ষ করার অপর এক মুহূর্তের বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, 'যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে এবং মানুষ বলবে, এর কি হ'ল? সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/১-৮)*।

অন্যত্র এসেছে, 'নিশ্চয়ই অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। যেদিন তাদেরকে মুখ হিঁচড়ে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবে, অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর? আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মত। আমি তোমাদের সমমনা লোকদেরকে ধ্বংস করেছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে। ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ। আল্লাহভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে, যোগ্য আসনে সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে' *(ক্বামার ৫৪/৪৭-৫৫)*।

মহিমাময় আল্লাহ্র ইচ্ছায় সে বিচারের দিন কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারবে না, সবাই সঠিক ও সত্য কথা বলবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'সেদিন রূহ ও ফেরেশতারা সারি বেঁধে দাঁড়াবে। করুণাময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া অন্য কেউ কথা বলবে না, আর সে ঠিক

কথা বলবে। এদিন যে আসবে তা সুনিশ্চিত, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক। আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম। যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম (আমলনামা) প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফের বলবে হায় আফসোস আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম'? *(নাবা ৭৮/৩৮-৪০)*।

আমলনামা সম্পর্কিত এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা হ'তে জানা যায় যে, উহা আত্মজীবনীর মত বা একটি জীবন ইতিহাসমূলক রচনা। উহা সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত। কিন্তু মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার নিকট তা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার এবং অত্যন্ত সাধারণভাবে ও সরল-সহজ ভাষায় তিনি মানবজাতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

আমলনামার প্রতি অসচেতন, অবজ্ঞাকারী, অবহেলাকারী এবং অমান্যকারীদের জ্ঞাতার্থে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন, যাতে মানুষ খুব শিগরিরই জানতে পারে, বুঝতে পারে এবং ইচ্ছা করলে সংশোধনও হ'তে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে জাহান্নামের উপর দাঁড় করান হবে, তারা বলবে, কতই না ভাল হ'ত, যদি আমরা পুনঃ প্রেরিত হ'তাম। তাহ'লে আমরা স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শন সমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। তারা ইতিপূর্বে যা গোপন করত, তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যদি তারা পুনঃ প্রেরিত হয়, তবুও তাই করবে, যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। তারা বলে, আমাদের এই পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না। আর যদি আপনি দেখেন, যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম! তিনি বলবেন, অতএব স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন কর। নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহ্র সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছে। এমনকি যখন ক্বিয়ামত তাদের কাছে আকস্মাৎ এসে যাবে, তারা বলবে হায় আফসোস এ ব্যাপারে আমরা কতই না ক্রটি করেছি। তারা স্বীয় বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করবে। শুনে রাখ, তারা যে বোঝা বহন করবে তা নিকৃষ্টতম বোঝা' *(আন'আম ৬/২৭-৩১)*।

পথভ্রষ্টদের সম্বন্ধে এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّيَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّيُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ.

'আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হ'ল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।

পরিশেষে সন্দেহ পোষণকারী অবিশ্বাসী বান্দাদের অবগতির জন্য মহান আল্লাহ বলেন, 'বস্তুতঃ যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াত সমূহকে এবং আখেরাতের সাক্ষাতকে, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমন বদলাই সে পাবে যেমন আমল করত' *(আ'রাফ ৭/১৪৭)*।

আমরা অনেক আগেই জেনেছি, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং অস্থায়ী পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তবে সে পরীক্ষা আমাদের শিক্ষাজীবনের পরীক্ষার মত নয়। এখানে জাগতিক স্বার্থে বহু বিষয়ে বহু বই-পুস্তক অধ্যয়ন করতে হয় এবং বহু পরীক্ষাও দিতে হয়। যারা পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় তারা দুনিয়ায় সাফল্য লাভ করে। কিন্তু কেউ অকৃতকার্য হ'লে তাকে কোন শাস্তি দেয়া হয় না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র পরীক্ষা খুব সুদীর্ঘ অর্থাৎ সমস্ত জীবনই বা জীবনের কার্যাবলীর সবই পরীক্ষা। এ পরীক্ষার পাঠ্যসূচীও সুদীর্ঘ। তবে পরীক্ষার (আমলনামার) মাধ্যমে কৃতকার্য হওয়ার জন্য সময় বেশ সংক্ষিপ্ত। মানুষ একটু আন্তরিক হ'লে, পৃথিবীতে বহু বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপযোগী আমলনামা তৈরীর কাজ করে যেতে সক্ষম হবে। এখানে সবচাইতে বড় কাজ হ'ল আল্লাহ ও আল্লাহ্র বিধানের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস, ক্বিয়ামতের ভীতি ও ইহকাল হ'তে পরকালকে অধিক ভালবাসা। একটি সুন্দর আমলনামা তৈরীর জন্য এগুলো অতীব সহায়ক। আল্লাহ আমাদের সকলকে নিজ নিজ আমলনামা ভাল-সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার তাওফীক্ব দান করুন। - আমীন!!

শুধুই কি কুরআনের অনুসরণ করব?

*যহূর বিন ওছমান**

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে দুনিয়াতে পাঠানোর পর তাদের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। রাসূলগণের প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ গ্রন্থে আল্লাহ্র আনুগত্যের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ أَطِيْعُواْ اللّهَ وَأَطِيْعُواْ الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণ শাসক বা আমীর তাদেরও' *(নিসা ৪/৫৯)*।

এখানে আল্লাহ্র আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে পবিত্র কুরআনের অনুসরণ। আর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ অর্থ ছহীহ হাদীছের অনুসরণ। নেতা বা আমীরের অনুসরণ হচ্ছে যে বা যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা মোতাবেক কথা বলেন এবং নির্দেশ দেন, তাঁদের নির্দেশ পালন করা। অতএব শুধু কুরআন মানতে হবে এরূপ দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'হে রাসূল! আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তাহ'লে আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ সমূহ মার্জনা করে দিবেন। আর আল্লাহ হ'লেন মহা ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

সম্মানিত পাঠক! উপরের আয়াত প্রমাণ করে যে, যারা হাদীছকে অবহেলা করে কিংবা বলে বেড়ায় যে, কুরআন হচ্ছে নির্ভুল আল্লাহ্র কিতাব, কিন্তু হাদীছের বেলায় সমস্যা আছে। কারণ হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের বিষয়। অতএব তোমরা শুধু কুরআন ধর (নাঊযুবিল্লাহ)। ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ অবশ্যই তাদের মুখে আগুনের বেড়ী লাগাবেন, যেহেতু আল্লাহ স্বয়ং কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন যে, রাসূলকে ভালবাসা মানেই আল্লাহকে ভালবাসা। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছকে ভাল না বাসলে এবং সে অনুযায়ী জীবন না গড়লে সে মুসলিম বলে দাবী করতে পারে না।

* আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ.

'যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল, আর যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করল, সে আল্লাহ্রই বিরুদ্ধাচরণ করল'।[১]

উপরের হাদীছ প্রমাণ করে যে, যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার পক্ষপাতী নয়, তারা কখনই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভালবাসে না। আল্লাহকে ভালবাসার তো কোন প্রশ্নই আসে না। অতএব শুধু কুরআন মানার দাবী সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। তাছাড়া শুধুমাত্র কুরআন মানব কিভাবে? কারণ কুরআন মানতে হ'লে, বুঝতে হ'লে ছহীহ হাদীছ দ্বারাই বুঝতে হবে। অতএব কেবল কুরআন মানার দাবীদার লোকদের ঐরূপ দাবী কখনই যথার্থ নয়। এদেশে ইসলামের দাবীদার একশ্রেণীর লোক পথে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে বলে থাকে যে, 'ইসলামের আলো, ঘরে ঘরে জ্বালো'। অথচ তারাই যথাযথভাবে কুরআন মানে না। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর পক্ষ হ'তে হুঁশিয়ারী হচ্ছে-

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ

'তারা বলে, আমরা অনুগত কিন্তু যখন তারা তোমার নিকট হ'তে বের হয়ে যায়, তখন তাদের একদল তুমি যা বল তার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে এবং তারা যা পরামর্শ করে আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করেন' *(নিসা ৪/৮১)*।

উক্ত আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আসলে তারা বাহ্যিকভাবে আনুগত্য স্বীকার করেছে। কিন্তু যখনই তারা দৃষ্টির আড়ালে যাচ্ছে তখনই তাদের আসল রূপ প্রকাশিত হচ্ছে।[২] মূলতঃ মুখেই তাদের কুরআন-হাদীছের সুর, বাস্তবে তাদের সমস্ত কাজকর্ম মানুষের তৈরী ফিক্বহের বিধানমতে গড়া। আহলেহাদীছ ঘরের অনেক সন্তান না বুঝে তাদের সাথে যোগ দিয়ে দেশে কতিথ ইসলামী শাসন কায়েমের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنَ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না, যতদিন ঐ দু'টি বস্তুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে। তাহ'ল আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর

১. *ছহীহ মুসলিম, 'ইমারত' অধ্যায়, হা/৩৪১৭।*
২. *তাফসীর ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ ডক্টর মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান ৪র্থ খণ্ড, ৪৯৩ পৃঃ।*

নবীর সুন্নাত'।[৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সর্বশেষ অছিয়ত করলেন, 'তোমরা দু'টি বস্তুকে শক্ত করে ধর', আর একশ্রেণীর মুসলিম বলছে, 'শুধুই কুরআনের অনুসরণ কর'। এটা কি রাসূল (ছাঃ)-এর কথার স্পষ্ট বিরোধিতা নয়? খাঁটি মুসলিমের উচিত হবে ঐ সব বাতিল ফের্কার নামধারী মুসলিমদের থেকে দূরে থাকা এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজেদের জীবন গঠন করা এবং তাদেরকে বুঝানো। মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

'যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন এই বিষয়ে সতর্ক হয় যে, তাদেরকে হয় বিপর্যয় স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি গ্রাস করবে' *(নূর ২৪/৬৩)*।

অর্থাৎ তোমরা যখনই রাসূলের বিরোধিতা করবে, তখনই (মনে করবে এর দ্বারা তোমরা) তোমাদের আমল বাতিল করে দিলে।[৪]

মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا.

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

অন্যত্র বলা হয়েছে, وَإِن تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا 'যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য কর, তবে তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে' *(নূর ২৪/৫৪)*।

وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ 'যদি তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, তবেই তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে' *(আ'রাফ ৭/১৫৮)*।

এখানে একটি বিষয় না বললেই নয়, তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অনুসরণ করা, তাঁর আনুগত্য করা কিংবা তাঁর আদর্শ গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয় কি বাস্তবে সম্ভব? কারণ তিনি তো আর আমাদের মাঝে নেই। প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তবে কি করে আমরা তাঁর অনুসরণ করব? অথচ মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনে অসংখ্যবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। মূলতঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে অনুসরণ করলে বা তার উপর আমল করলেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে অনুসরণ করা হবে। অতএব কোন বিবেকবান মুসলমান বলতে পারে না যে, হাদীছের বেলায় নানা সমস্যা আছে, অতএব 'শুধু কুরআনের অনুসরণ কর'। কুরআন সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান যাদের নেই, তাদের মুখ দিয়ে কুরআন মানার আহ্বান বড়ই বেমানান। যারা কুরআন-হাদীছের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানকে যথাযথভাবে মানে না, ইসলামী শরী'আতের হুকুম-আহকাম নিজের জীবনে বাস্তবায়নে আন্তরিক ও তৎপর নয়। তাদের মুখে ইসলাম কায়েমের আহ্বান হাস্যকর বৈকি? মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক' *(ছফ ৬১/২-৩)*।

আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, যারা এমন কথা বলে, যা নিজেরা করে না এবং ওয়াদা করার পর তা পূর্ণ করে না। ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, উক্ত আয়াত দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা মুসলমানদেরকে সাহায্য করার ওয়াদা করত কিন্তু প্রয়োজনের সময় সাহায্য করত না।[৫]

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী কোন মুসলিমের উচিত হবে না উক্ত দ্বিমুখী চরিত্রের অধিকারী হওয়া। যারা ঐরূপ কাজ করে তাদের দল ত্যাগ করে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে ফিরে আসতে হবে। নইলে জাহান্নাম অবধারিত। আর দুনিয়ার জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা তো আছেই।

যারা একদিকে বলে, কুরআন-হাদীছের আলো, ঘরে ঘরে জ্বালো, আবার অন্যত্র গিয়ে বলে শুধুই কুরআন ধরতে হবে, এর অর্থ হচ্ছে- সহজ-সরল মুসলমানদেরকে কুরআন-হাদীছের লোভ দেখিয়ে তাদের দল ভারি করা এবং ভোট ব্যাংকের ভোট বৃদ্ধি করা। তারপর ক্ষমতার মসনদে বসে বৈধ-অবৈধ পন্থায় অর্থ-সম্পদ যোগাড় করে দলের শক্তি বৃদ্ধি করা। আর শুধু কুরআন ধর এ আহ্বানের মধ্যে প্রকাশ পায় বাতিল আক্বীদা ও বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদের সকলকে উক্ত দ্বিমুখী চরিত্রের লোকদের থেকে হেফাযত করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে চলার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

---

৩. *মুয়াত্ত্বা মালেক, 'তাক্বদীর' অধ্যায়, আলবানী, মিশকাত হা/১৮৬, সনদ হাসান।*

৪. *তাফসীরে কুরতুবী, ১৬/২৫৫ পৃঃ।*

৫. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৬ খণ্ড, ৪৭০ পৃঃ।*

আশূরায়ে মুহাররম

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফযীলতঃ

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ, 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত।[১]

২. হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, .. و صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ، 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল্লাহ্‌র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে'।[২]

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'জাহেলী যুগে কুরায়েশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তা পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর তা পরিত্যাগ কর'।[৩]

৪. মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে খুৎবা দানকালে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ و أَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ و مَنْ شَآءَ فَلْيُفْطِرْ– 'আজ আশূরার দিন। এদিনের ছিয়াম তোমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেননি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা কর ছিয়াম পালন কর, যে ইচ্ছা কর পরিত্যাগ কর'।[৪]

৫. (ক) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, 'এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরা'আউন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেছেন। অতএব আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)।[৫]

(খ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরার দিনকে ইহুদীরা ঈদের দিন হিসাবে মান্য করত। এ দিন তারা তাদের স্ত্রীদের অলংকার ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করাতো'।[৬]

(গ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহুদী ও নাছারাগণ ১০ই মুহাররম আশূরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[৭]

৬. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَ خَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا– 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[৮]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

(১) আশূরার ছিয়াম ফের'আউনের কবল থেকে নাজাতে মূসার (আঃ) শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) এই ছিয়াম মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য পালিত নিয়মিত ছিয়াম হিসাবে গণ্য হ'ত।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন।

(৫) এই ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই।

(৬) আশূরার ছিয়ামের সাথে হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর

১. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।
২. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।
৩. বুখারী ফাৎহুল বারী সহ (কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭), হা/২০০২ 'ছওম' অধ্যায়।
৪. বুখারী, ফাৎহসহ হা/২০০৩; মুসলিম, হা/১১২৯ 'ছিয়াম' অধ্যায়।
৫. মুসলিম হা/১১৩০।
৬. মুসলিম হা/১১৩১; বুখারী ফাৎহ সহ হা/২০০৪।
৭. মুসলিম হা/১১৩৪।
৮. বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড ২৮৭ পৃঃ। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মরফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ'। দ্রঃ হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। অতএব ৯, ১০ বা ১০, ১১ দু'দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯, ১০ দু'দিন রাখাই সর্বোত্তম।

মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়।[৯] মোট কথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

আশূরার বিদ'আত সমূহঃ

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শোকের মাস হিসাবে আগমন করে। শী'আ, সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হুসায়েনের ভূয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভূয়া কবরে হুসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বল্লম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হুসায়েনের নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হুসায়েনের নামে 'মোরগ' পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে যুবক-যুবতীরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো পোষাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় ইত্যাদি। এমনকি অনেকে শোকের মাস ভেবে এই মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐ দিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুর দুধ পান করানোকেও অন্যায় ভাবেন।

অপরদিকে উগ্র শী'আরা কোন কোন ইমাম বাড়া'তে আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠিপেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আশেয়া (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকারণ আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। ওমর, ওছমান, মু'আবিয়া, মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল ক্বদর ছাহাবীকে এ সময় বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়। এ ছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল বিষয় হ'ল শাহাদাতে হুসায়েন (রাঃ) বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে 'হক্ব ও বাতিলের' লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে 'মা'ছূম' ও ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

৯. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল-ইস্তী'আব সহ (কায়রোঃ মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৯/১৯৬৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮, ২৫৩।

আশূরা উপলক্ষ্যে প্রচলিত উপরোক্ত বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির কোন অস্তিত্ব এবং অশুদ্ধ আক্বীদা সমূহের কোন প্রমাণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা যেমন হারাম, তা'যিয়ার নামে ভূয়া কবর যেয়ারত করাও তেমনি মুর্তিপূজার শামিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ زَارَ قَبْرًا بِلاَ مَقْبُوْرٍ كَأَنَّمَا عَبَدَ الصَّنَمَ، 'যে ব্যক্তি লাশ ছাড়াই ভূয়া কবর যেয়ারত করল, সে যেন মুর্তিকে পূজা করল'।[১০]

এতদ্ব্যতীত কোনরূপ শোকগাথা বা মর্সিয়া অনুষ্ঠান বা শোক মিছিল ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কোন কবর বা সমাধিসৌধ, শহীদ মিনার বা স্মৃতি সৌধ, শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করাও একই পর্যায়ে পড়ে।

অনুরূপভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হ'ল ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَتَسُبُّوا أَصْحَابِىْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَنَصِيْفَهُ، 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। কেননা (তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাঁদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ অর্থাৎ সিকি ছা' বা তার অর্ধেক পরিমাণ (যব খরচ)-এর সমান ছওয়াব পর্যন্ত পৌছতে পারবে না'।[১১]

শোকের নামে দিবস পালন করা, বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে'।[১২]

অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়িত্ব মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও কাপড় ছিঁড়ে'।[১৩]

অধিকন্তু ঐসব শোক সভা বা শোক মিছিলে বাড়াবাড়ি করে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে হুসায়েনের কবরে রূহের আগমন কল্পনা করা, সেখানে সিজদা করা, মাথা ঝুঁকানো, প্রার্থনা নিবেদন করা ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে শিরক। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

১০. *বায়হাক্বী, ত্ববারাণী; গৃহীতঃ আওলাদ হাসান কান্নৌজী 'রিসালাতু তাম্বীহিয যা-ল্লীন' বরাতেঃ ছালাহুদ্দীন ইউসুফ 'মাহে মুহাররম ও মউজূদাহ মুসলমান' (লাহোরঃ ১৪০৬ হিঃ), পৃঃ ১৫।*
১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৮ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৫৪।*
১২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযা' অধ্যায়।*
১৩. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৬।*

Contents

মুম্বাই সন্ত্রাস ভারতের ৯/১১: পেছনে কারা?

*মাইকেল চসুদোভস্কি**

ইউরোপ ও আমেরিকার গণমাধ্যমের বিশ্বাস, মুসলিম মৌলবাদীরাই মুম্বাইয়ে সন্ত্রাস ঘটিয়েছে। 'সভ্যতার সংঘর্ষ' তত্ত্বের দর্পণ দিয়ে তারা এটাকে দেখছে 'সভ্যতার বিরুদ্ধে জঙ্গী ইসলামের যুদ্ধ হিসাবে'। বহুসংখ্যক মানুষের নাটকীয় মৃত্যু পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম-বিরোধিতাকে আরও জোরদার করেছে।

গণমাধ্যমের ভাষ্য অনুযায়ী, 'রহস্যময়' আল-কায়েদাই প্রধান শত্রু। সে মোতাবেক 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধ' দিয়ে আল-কায়েদা দমনে একতরফাভাবে যেকোন কিছু করার অধিকার আমেরিকার রয়েছে। সুতরাং মুম্বাইয়ের 'মানবিক ক্ষতির' জবাবে পাকিস্তানের গ্রামগুলোয় বোমা বর্ষণ করা সংগত; এই হ'ল মার্কিনি চাল।

গণমাধ্যমে নিরলসভাবে মুম্বাই হামলার দৃশ্য ভীতি ছড়াচ্ছে। বলা হচ্ছে, এ ঘটনা আমেরিকার ৯/১১ থেকে আলাদা নয়। এসবই আমেরিকায় নতুন আরেকটি সন্ত্রাসী হামলার আলামত। মার্কিন সরকারী ভাষ্য হচ্ছে, ৯/১১, মুম্বাই এবং আমেরিকায় নতুন করে হামলার পরিকল্পনাকারীরা আসলে একই শক্তি।

আইএসআই, আমেকির ট্রয়ের ঘোড়া : মুম্বাইয়ের ঘটনার পেছনে পাকিস্তানের আইএসআইকে অভিযোগ করতে গিয়ে ভুলে যাওয়া হচ্ছে যে, সিআইএর সম্মতি ছাড়া আইএসআই কিছু করে না। আইএসআই আমেরিকার ট্রয়ের ঘোড়া। আশির দশক থেকেই তারা মার্কিন-ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের হয়েই তারা সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে তালেবান বাহিনী গঠন করে দিয়েছিল। ৯/১১-এর পরে আফগানিস্তান আক্রমণের বেলায়ও মার্কিনিদের ডান হাত হিসাবে কাজ করেছিল আইএসআই, এখনো সেটাই করছে।

আইএসআইয়ের প্রধান নিয়োগে সিআইএর ভূমিকাও সুবিদিত। গত সেপ্টেম্বরে আমেরিকার চাপে আইএসআইয়ের প্রধান জেনারেল নাদীম তাজ ও তাঁর দুই সহকারীকে সরানো হয়। সেপ্টেম্বরের শেষদিকে প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি নিউইয়র্কে সিআইএর পরিচালক মাইকেল হেইডেনের সঙ্গে বৈঠক করেন। এর কয়েক দিন পরই আইএসআইয়ের পরিচালক হিসাবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমাদ সুজা পাশাকে নিয়োগ দিতে বলে যুক্তরাষ্ট্র। সেটাই করা হয়। একই সঙ্গে পাকিস্তান পার্লামেন্টে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে এই সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাটিকে বেসামরিক কর্তৃত্বে তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনার চেষ্টারও বিরোধিতা করে ওয়াশিংটন।

লক্ষণীয় যে, পাকিস্তান সরকার সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনকারী মার্কিন বিমান হামলার বিরোধিতা করলেও সেনাবাহিনী ও আইএসআই তা মেনে নিয়েছে। আইএসআইয়ের নতুন প্রধান হিসাবে সুজা পাশার নিয়োগের ক্ষণটি তাই মনোযোগ দাবী করে। এর মানে হচ্ছে, এ ধরনের হামলা চলতেই থাকবে। ক্ষমতা নিয়েই জেনারেল সুজা আইএসআইয়ের বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক কমান্ডারকে সরিয়ে নতুন লোক বসান। অক্টোবরের শেষদিকে তাঁকে দেখা যায় পেন্টাগন এবং ল্যাংলিতে অবস্থিত সিআইএর সদর দফতরে বৈঠক করতে। ওয়াশিংটন পোস্ট বলে, 'পাকিস্তান প্রকাশ্যভাবে বিমান হামলার বিরোধিতা করলেও জেনারেল সুজা পাশার সঙ্গে মার্কিন সামরিক ও গোয়েন্দা প্রধানদের বৈঠকটি বেশ হাসিখুশীর মধ্যেই হয়েছে'। *(ওয়াশিংটন পোস্ট, ৪ নভেম্বর, ২০০৮)*।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং এর বাহু আইএসআইয়ের উপর নির্বাচিত বেসামরিক সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এমনকি পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতিও সরকার ঠিক করতে পারে না।

মুম্বাই হামলার বিশেষ মুহূর্ত : লাগাতার বিমান হামলার তীব্র মার্কিনবিরোধী জনমত গড়ে উঠেছে পাকিস্তানে। এই জনমতই আবার ভারত-পাকিস্তান মৈত্রীর পক্ষেও চাপ দিচ্ছে। মার্কিন-পাকিস্তান সম্পর্ক সর্বকালের সর্বনিম্ন অবস্থায় থাকলেও মুম্বাই হামলার আগের দিনগুলোতে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক সর্বোচ্চ ভাল অবস্থায় আসে। হামলার এক সপ্তাহ আগে প্রেসিডেন্ট জারদারি কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানে প্রকাশ্য বিতর্ক আয়োজন এবং জনগণের হাতেই এর সমাধানের ভার তুলে দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি উভয় দেশের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করতে নতুন একটি অর্থনৈতিক জোট গঠনেরও প্রস্তাব তোলেন।

ভাগ করো শাসন করো : এই আক্রমণের ফায়দা কী? ওয়াশিংটন চাইছে মুম্বাই হামলাকে ব্যবহার করে; ১. ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্ব ও বাণিজ্যিক ঐক্যে ফাটল ধরানো। ২. ভারত ও পাকিস্তানের ভেতরের সামাজিক, জাতিগত ও আঞ্চলিক বিভেদকে আরও বাড়ানো। ৩. আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে পাকিস্তানে সামরিক অভিযান চালানো এবং নিরীহ জনসাধারণ হত্যাকে যুক্তিযুক্ত করা। ৪. ভারতীয় উপমহাদেশে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' চালু করার ক্ষেত্র তৈরী করা।

২০০৬ সালেই পেন্টাগনের দলীলে প্রকাশ পায়, ৯/১১ ধরনের আরেকটি ব্যাপক সন্ত্রাসী হামলা হ'লে পরিচিত শত্রুদের বিরুদ্ধে চলতি আক্রমণগুলোকে যেমন জায়েয করা যাবে, তেমনই চালানো যাবে নতুন সামরিক অভিযান। বর্তমানে সেসবের যৌক্তিকতার অভাব ঘটেছে। সব মিলিয়ে

* *অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা।*

পরিস্থিতির উত্তেজনা এই অঞ্চলে মার্কিন ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের পরিবেশ তৈরী করছে।

তদন্তে মার্কিন হস্তক্ষেপ : অন্যদিকে ওয়াশিংটন ভারতের পুলিশি তদন্তে সরাসরি হস্তক্ষেপ শুরু করে দিয়েছে। 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র এক খবরে বলা হচ্ছে, তদন্তকাজে ভারত, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ইসরাঈলের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে এক অদৃষ্টপূর্ব যোগাযোগ দেখা যাচ্ছে। দিল্লীতে মার্কিন এফবিআই এবং ব্রিটিশ এমআই ১৬-এর দফতর আছে। ইতিমধ্যে ওয়াশিংটন মুম্বাই হামলা তদন্তে পুলিশ, সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষজ্ঞ, ফরেনসিক বিজ্ঞানীদের মাঠে নামিয়েছে; যেহেতু মার্কিন নাগরিকেরাও ঐ হামলার শিকার হয়েছে। পরিষ্কারভাবে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য ইসরাঈলী কর্মকর্তাদের ভূমিকা হবে ভারতীয় পুলিশের তদন্তকে প্রভাবিত করা।

বালি ২০০২ বনাম মুম্বাই ২০০৮ : মুম্বাইয়ের সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে ২০০২ সালের বালি দ্বীপের হামলার কিছু বিশেষ মিল রয়েছে। দু'টি ঘটনাতেই পশ্চিমা পর্যটকেরা আক্রান্ত হয়েছিল। দীর্ঘ বিচারকাজের পর দোষীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় মাত্র গত ৯ নভেম্বরে। কিন্তু এই ঘটনার রাজনৈতিক হোতাদের টিকিটিও ধরা হয়নি। অথচ ঐ বালির ঘটনার সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার গোয়েন্দাপ্রধান জেনারেল এ এম হেন্দ্রোপ্রিয়নো এবং সিআইএ জড়িত। ইন্দোনেশিয়ার জেমাহ ইসলামিয়ার সঙ্গে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থার সম্পর্কের বিষয়টি অস্ট্রেলিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সরকারী তদন্তে কখনোই আলোচিত হয়নি। বালির ঘটনার পরে অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ড বলেন, 'বালি বোমা সম্পর্কে আমরা আগেই জানলেও কোন হুঁশিয়ারী না দেওয়াই ঠিক মনে করেছিলাম'। ২০০২ সালের বালি বোমায় ইন্দোনেশিয়ার পুলিশ ও সেনাবাহিনীর জড়িত থাকা বিষয়ে দেশটির দু'জন সাবেক প্রেসিডেন্টও অভিযোগ তোলেন। কিন্তু আদালত তাঁদের কথাকে আমলে নেননি। প্রেসিডেন্ট মেঘবতী সুকর্ণপুত্রীও যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত থাকার অভিযোগ করেন। আরেক সাবেক প্রেসিডেন্ট ওয়াহিদ আবদুর রহমানও অস্ট্রেলীয় এসবিএস টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ঐ ঘটনায় ইন্দোনেশীয় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর জড়িত থাকার কথা বলেন।

পুনশ্চ : গত কয়েক মাসে ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার (র) প্রধান অশোক চতুর্বেদী রাজনৈতিক নিশানায় পরিণত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তাঁকে সরিয়ে অন্য একজনকে ঐ দায়িত্বে বসাতে চান। এখনো পরিষ্কার নয়, সাম্প্রতিক পুলিশি ও গোয়েন্দা তদন্তে চতুর্বেদী যুক্ত রয়েছেন কি না।

॥সংকলিত॥

নবীনদের পাতা

সময়ের অপব্যবহার হ'তে সাবধান!

*মুহাম্মাদ আসাদুযযামান**

'সময়' এমন এক অমূল্য সম্পদ, যার তুলনা এই নশ্বর পৃথিবীর অন্য কোন সম্পদের সাথে করা যায় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'সময়' নামক এই নে'মতকে সৃষ্টি করেছেন এজন্য যে, বনু আদম যেন একে যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পরকালীন জীবনে সাফল্যের সন্ধান পেতে পারে। সময়ের এই গতিময়তাকে স্বীয় জীবনে সংশ্লিষ্ট করে সময়ের সদ্ব্যবহার করাটাই প্রকৃত সফলতা। মানুষের সমগ্র জীবনই নানা রকম দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তি, উত্থান-পতন, সফলতা-ব্যর্থতার সমাহার। শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও কেবলমাত্র তিনিই সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে সক্ষম হবেন, যিনি সময়ের সদ্ব্যবহার তথা যথাযথ মূল্যায়ণ করবেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যামানা বা সময় সংকুচিত না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। তার মানে একটি বছর হবে একটি মাসের সমান। মাস হবে সপ্তাহের সমান। সপ্তাহ হবে এক দিনের সমান, আর একদিন হবে এক ঘণ্টা, আর ঘণ্টা হবে আগুনের একটা শিখা উঠার পরিমাণ'।[১]

সুতরাং শেষ যামানার এই সন্ধিক্ষণে সময় যে কতটা মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। আর এটা যে আমাদের জীবনে এত মূল্যবান তার অন্যতম কারণ এই যে, We are losing it every minute[২] 'প্রতিক্ষণেই আমরা এটা হারাচ্ছি'। আমাদের হাতে ঘড়ির কাটার টিক টিক শব্দে ক্রমাগত সেকেন্ড পার হচ্ছে, তারপর মিনিট, ঘন্টা, দিন, মাস, বছর...। আর এভাবেই ক্রমে ক্রমে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি জীবনের ক্রান্তিলগ্নে।

ইসলাম আদম সন্তানকে শিখিয়েছে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার কথা, শিখিয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে জামা'আতের সাথে সুশৃংখলভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের কথা। চির শান্তির ধর্ম ইসলাম ব্যতীত এই পৃথিবীর বুকে অন্য কোন ধর্ম-দর্শন, মতবাদ বা থিওরী (Theory) আমাদেরকে সময়ের কল্যাণকর ব্যবহারের কথা শিক্ষা দেয় না।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেন, وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ. 'মহাকালের শপথ। নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত' *(আছর ১০৩/১-২)*।

মহাকাল বা সময়ের অর্থ হচ্ছে রাত্রি ও দিনের আবর্তন এবং তাদের পর্যায়ক্রমিক গতিময়তা। আবার অন্যভাবে বলা যেতে পারে রাত বড় হয় তো দিন ছোট হয়, দিন বড় হয় তো রাত ছোট হয়। আর মানুষের সমস্ত কাজ-কর্ম, গতিবিধি এই সময়ের আবর্তনের মধ্যেই সংঘটিত হয়ে থাকে।[৩] চিন্তা করলে দেখা যায় আয়ুষ্কালের সাল, মাস, সপ্তাহ, দিবা-রাত্রি এবং ঘণ্টা ও মিনিটই (অর্থাৎ সময়ই) মানুষের একমাত্র পুঁজি, যার সাহায্যে সে ইহকালে ও পরকালে বিরাট ও বিস্ময়কর মুনাফাও অর্জন করতে পারে। আর ভ্রান্ত পথে চললে এটাই মানুষের জন্য বিপজ্জনকও হয়ে যেতে পারে'।[৪]

والعصر (আছর) কালের শপথ! এখানে মহাকালের শপথ এজন্যই করা হয়েছে যে, কালের ত্রি-সীমানার মধ্যেই বান্দার ভাল-মন্দ সকল কর্ম সম্পাদিত হয়। বিগত যুগে বা বর্তমান সময়ে কিংবা আগামীতে যত কাজ হবে, সবই কালের সীমানার মধ্যেই হবে। বনু আদমের সকল কর্মের নীরব সাক্ষী হ'ল মহাকাল। অথবা আছর অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, সময় যেমন দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে, মানুষের আয়ুষ্কাল তেমনি দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একজন পরীক্ষার্থীর জন্য তিন ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়ে থাকে, এই সময়টুকু যদি সে ছাত্রটি খাতায় না লেখে অন্য খেয়ালে সময়টুকু ব্যয় করে, তাহ'লে সে ছাত্রটি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ঠিক তেমনি দুনিয়ার এই পরীক্ষা ক্ষেত্রে অজানা অচেনা সময়সীমার মধ্যে মানুষ যদি তার স্বীয় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে এবং জীবনের মহামূল্যবান সময়কে চরম অলসতায় কাটিয়ে দেয়, তাহ'লে আমরাও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। দুনিয়ায় ভাল কিছু অর্জন করতে পারব না ও পরকালে কল্যাণ তথা জান্নাত পেতে ব্যর্থ হব।

ইমাম রাযী (রহঃ) একজন মনীষীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি জনৈক বরফ বিক্রেতার উক্তি থেকেই 'ওয়াল আছর'-এর ব্যাখ্যা জেনেছেন। উক্ত বরফ বিক্রেতা বাজারে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃ স্বরে লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলছিল, 'তোমরা দয়া কর সেই ব্যক্তির উপরে, যার মূলধন প্রতি মুহূর্তে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে'। এই চিৎকার শুনে উক্ত মনীষী বলে ওঠেন والعصر -এর প্রকৃত অর্থ তো এটাই। 'বরফ' যেমন গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে ঠিক তেমনি আমাদের পার্থিব জীবনের মুলধন সময়ও প্রতি মুহূর্তে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।[৫]

** হলদিয়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।*

১. *তিরমিযী, মিশকাত (ঢাকাঃ এমদাদিয়া পুস্তকালয়, অক্টোবর ১৯৯৮), ১০ম খণ্ড, হা/৫২১৪।*

২. *Essays on Islamic topics, Page-47.*

৩. *হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ), তাফসীর ইবনে কাছীর, অনুবাদ ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (ঢাকাঃ তাফসীর পাবলিকেন্স কমিটি, জুলাই ১৯৯৯) ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৭২।*

৪. *মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মুহিউদ্দীন খান (সঊদী আরবঃ খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিঃ) পৃঃ ১৪৭৪।*

৫. *মাসিক আত-তাহরীক, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (অক্টোবর ১৯৯৭) 'দরসে কুরআন' মহাকালের শিক্ষা, ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃঃ ৪ ও ৫।*

আপনি কি সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখেছেন? পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) সবেমাত্র ৬৩ বছর চার দিন দুনিয়ার বুকে অবস্থান করেছিলেন।[৬] উম্মাতে মুহাম্মাদীকে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত স্বল্প আয়ু বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। তারপরেও জীবনের এই স্বল্প আয়ুষ্কালের কতটুকুইবা আমরা কাজে লাগাতে পারি! যদি আল্লাহ্র ইচ্ছায় কোন ব্যক্তি ৭০ বছর জীবন লাভ করেন আর তিনি যদি দৈনিক গড়ে ৮ ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকেন তাহ'লে তার জীবনের ২৩টি বছর সম্পূর্ণরূপে চক্ষু মুদিত অবস্থায় কাটবে। বাকী ৪৭ বছরের বেশীরভাগ সময়ই কেটে যাবে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত জীবনের কিছু আবশ্যিক প্রয়োজনে। যেমন- খাওয়া-দাওয়া, সাজ-সজ্জা, লেখা-পড়া, সফর-ভ্রমণ, কাজ-কর্ম বা অসুস্থতায়। আমাদের আত্মিক পরিশুদ্ধি ও আত্মিক উন্নতি কল্পে মহান আল্লাহ্র পানে গভীরভাবে মনোনিবেশ করার মত খুব কম সময়ই আমরা পেয়ে থাকি।[৭] তারপরেও এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, লক্ষ লক্ষ মুসলিম ভাই এই মহামুল্যবান সময়কে ব্যয় করছে অনর্থক কথা-বার্তায়। অথচ এটা এখন সময়ের দাবী যে, মুসলিম মিল্লাত তাদের মুল্যবান সময় ব্যয় করবে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-পর্যালোচনায়, ধর্ম-সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়াবলীর উপর মূল্যবান গবেষণায়। জনৈক দার্শনিক বলেছিলেন- 'Nothing really belongs to us but time. Which even he has who has nothing else'. অর্থাৎ 'সত্যিকার অর্থে কিছুই আমাদের অধিকারভুক্ত নয়, সময় ব্যতীত। এটা শুধুমাত্র তারই দখলে আছে যার অন্য কিছুই নেই। অর্থাৎ সময় ছাড়া সমস্ত কিছুই তার নিকট মূল্যহীন। শুধু সময়ের সদ্ব্যবহারই তার জীবনের পরম লক্ষ্য। যদি সময়ের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামা হয়, অবশ্যই সময় জয়লাভ করবে। সময় যেন এমন কিছু, যাকে মানুষ সর্বদা খুন করতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সময়ই মানুষকে খুন করে ফেলে।[৮]

প্রকৃতপক্ষে নিবেদিতপ্রাণ কর্মঠ ব্যক্তিরাই নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্যে সদা ব্যস্ত থাকেন এবং তারাই সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। অন্যদিকে অলস-কর্মবিমুখ ব্যক্তিরা বলে থাকে, তাদের কোন সময় নেই। সারকথা হ'ল সময়ের সদ্ব্যবহার করার মাধ্যমেই মানব জীবনের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা আসতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ 'দুইটি নে'মতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। আর তা হচ্ছে স্বাস্থ্য ও অবসর সময়'।[৯] অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষই প্রবৃত্তির তাড়নায় নানাবিধ অনর্থক-অশ্লীল কর্মে লিপ্ত থেকে অবসর সময়কে কাটিয়ে দেয় চরম অবহেলায়। অথচ নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'সময়ের অপব্যবহার করো না'।

সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হ'ল আমরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের অর্জিত গৌরবকে হারিয়ে আজ অত্যন্ত নিগৃহীতরূপে মেরুদণ্ডহীন জাতির মত সর্বত্র অমুসলিমদের দ্বারা নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছি। তারা আমাদেরকে নিয়ে যেন ফুটবল খেলছে। তারপরেও আমাদের হুঁশ ফিরছে না। আমরা যেন মরণ ঘুমে নির্জীব হয়ে পড়েছি। কোন কিছুই যেন আমাদেরকে জাগাতে পারছে না। অথচ আমাদের নফসকে যদি আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ অহীর সামনে সমর্পণ না করে নিজেদের খেয়াল খুশিমত সময়ের অপব্যবহার করি, তাহ'লে আমাদের মত দুর্বল কাঙ্গাল, অসহায়-অক্ষম জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি থাকবে না। এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী ছেড়ে অনন্তকালের মহাজগতে প্রবেশের পাথেয় সঞ্চয়ে আমরা সময়কে কিভাবে কাজে লাগাতে পারছি। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ আগামীকালের জন্য সে কি প্রেরণ করে তা নিয়ে চিন্তা করা। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন' *(হাশর ১৮)*।

পরিশেষে বলা যায়, আর একটু পরেই আমাদের চোখ মুদিত হয়ে যাবে আর আমরা ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার সম্মুখীন হয়ে যাব। সেই দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমরা এক পাও নড়াতে পারব না। তারমধ্যে অন্যতম দু'টি হচ্ছে 'আমাদের জীবনের সময়কাল আমরা কিভাবে ব্যয় করেছি এবং আমাদের যৌবনকে আমরা কিভাবে কোথায় ক্ষয় করেছি'।

অতএব আসুন! সময়কে আর অপচয়-অবহেলায় না কাটিয়ে সময়ের সদ্ব্যবহারের নিমিত্তে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ি ইলমী ময়দানে। জীবনের প্রতি ফোটা রক্তকে, জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে জয় করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

---

৬. *ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, অনুবাদঃ আব্দুল খালেক রাহমানী (ভারতঃ ২য় প্রকাশ ২০০৪), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮০।*
৭. *সময় এক অমুল্য সম্পদ, শেখ মাহদী হাসান, মাসিক আত-তাহরীক, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, (এপ্রিল ২০০৩), পৃঃ ১৩।*
৮. *ঐ, মাসিক আত-তাহরীক পৃঃ ১৩।*
৯. *বুখারী, মিশকাত হা/৫১৫৫; ঐ বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯২৮।*

Contents

চিকিৎসা জগত

মৃগী রোগের কারণ ও চিকিৎসা

মৃগী রোগ মস্তিষ্কের এক ধরনের রোগ। কয়েক কোটি স্নায়ুকোষ দিয়ে আমাদের মস্তিষ্ক তৈরী। স্নায়ু কোষগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে। কোন কারণে মস্তিষ্কের একগুচ্ছ কোষ হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের উত্তেজিত হয়ে উঠলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়। ফলে খিঁচুনি বা ফিট হয়। সহজ কথায় এটাই মৃগী রোগ।

মৃগী রোগের সাধারণ লক্ষণ:

মৃগী রোগ বিভিন্ন ধরনের হয়। ধরন অনুযায়ী এদের লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন। সাধারণভাবে বেশী দেখা যায় এমন লক্ষণগুলো হচ্ছে- রোগী জ্ঞান হারিয়ে হঠাৎ মাটিতে পড়ে যায়। তারপর প্রথমে সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে যায়, কয়েক সেকেন্ড পর সারা শরীরে তীব্র খিঁচুনি হ'তে থাকে। রোগীর মুখ দিয়ে ফেনা বের হ'তে থাকে, কখনো কখনো জিভ কেটে রক্ত বের হয়। প্রস্রাব-পায়খানা হয়ে যায়। খিঁচুনি মাত্র কয়েক মিনিট থাকে। এরপর রোগী আধা ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। জেগে উঠে রোগী খিঁচুনি সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না।

মৃগী রোগের কারণ:

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃগী রোগের কারণ নির্ণয় করা যায় না। তবে কিছু কিছু বিষয় মৃগী রোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে, যেমন- প্রসবকালে মাথায় আঘাত পেলে, প্রসব হ'তে দীর্ঘ সময় লাগলে, প্রসবের পরপরই বাচ্চা না কাঁদলে, মস্তিষ্কের প্রদাহ বা মেনিনজাইটিস হ'লে, মাথায় আঘাত পেলে, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হ'লে।

মৃগী রোগের চিকিৎসা:

মৃগী রোগের চিকিৎসার জন্য খুব ভালো ওষুধ এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। নিয়মিতভাবে সঠিক মাত্রায় ওষুধ সেবন করলে অধিকাংশ মৃগী রোগীর পক্ষে ফিটমুক্ত স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব। ব্যবহৃত ওষুধগুলোর মধ্যে রয়েছে কার্বামাজেপিন, সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট, অক্সকার্বামাজিপিন ইত্যাদি।

মৃগী রোগীদের চলাফেরা ও কাজ-কর্মে বিধিনিষেধ:

রোগীকে আগুন ও পানি থেকে সাবধান থাকতে হবে। কারণ আগুন ও পানির সামনে খিঁচুনি হ'লে রোগীর প্রাণনাশ হ'তে পারে। পুকুরে বা নদীতে গোসল করা, পানিতে নেমে মাছ ধরা, ঘরের চালে উঠে কিংবা মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করা, গাছে চড়া, রেলিংবিহীন ছাদের পাশে দাঁড়ানো প্রভৃতি থেকে বিরত থাকতে হবে। মেশিনারিজের কাজ না করাই ভালো। একান্তই করতে হ'লে মেশিন এমনভাবে ঢেকে নিতে হবে যেন ফিট হয়ে মেশিনের উপর পড়লে আঘাত না পায়। রাস্তার ডানপাশ ধরে হাঁটতে হবে যেন সামনের দিক থেকে আসা যানবাহন সহজেই দেখতে পায় এবং প্রয়োজনের সময় নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারে। যদি শুধু দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ফিট হয়, তবে সে সময় নিরাপদ স্থানে থাকবে।

ফিটের সময় বা ফিটের পর রোগীর আশপাশের লোকদের করণীয়:

রোগীর ফিটের সময় আশপাশের লোকজনকে শান্ত থাকতে হবে। রোগীকে আগুন, পানি, মেশিনারি, রাস্তা থেকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে একপাশে কাত করে শুইয়ে দিতে হবে। এক টুকরো কাপড়, চাদর, শার্ট ভাঁজ করে পাতলা বালিশের মতো করে রোগীর মাথার নীচে দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। রোগী চেতন ফিরে পাওয়ার পর তার কী হয়েছিল তা বলে তাকে আশ্বস্ত করতে হবে এবং সান্ত্বনা দিতে হবে। রোগীকে আরো বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিতে হবে। ফিটের সময় কিছু কাজ কখনোই করতে নেই, যেমন- খিঁচুনি বন্ধ করার জন্য রোগীকে চেপে ধরা, কাঠি, চামচ, আঙ্গুল বা অন্য কিছু দিয়ে রোগীর দাঁত কপাটি খোলার চেষ্টা করা। এতে রোগীর দাঁত ভেঙ্গে যেতে পারে। খিঁচুনি শেষে আপনিতেই রোগীর দাঁত কপাটি খুলে যাবে। রোগীকে তৎক্ষণাৎ কোন খাদ্য বা ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করা যাবে না।

পান-সুপারির ক্ষতিকর দিক

পানের সঙ্গে যে চুন বা চুনা খাওয়া হয়, সেটি হ'ল ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা ক্যালসিয়াম হাইড্রো-অক্সাইড। চুনে রয়েছে প্যারা অ্যালোন ফেনল যা মুখে আলসার সৃষ্টি করতে পারে। সুপারি চুনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে এরিকোলিন নামে একটি নারকোটিক এলকালয়েড উৎপন্ন করে। আবার অনেকের মতে, সুপারিতে এমনিতেই এরিকোলিন এলকালয়েড বিদ্যমান থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায়, এরিকোলিন প্যালাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এ কারণেই চোখের মণি সঙ্কুচিত হয় এবং লালার নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, চোখে পর্যন্ত পানি আসতে পারে। তবে এক খিলি পান-সুপারিতে এসব পরিবর্তন দেখা নাও যেতে পারে। কাঁচা সুপারি উত্তেজক হিসাবে কাজ করে। সুপারিতে রয়েছে উচ্চমাত্রার সাইকো অ্যাকটিভ এলকালয়েড। এ কারণেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কাঁচা সুপারি চিবালে শরীরে গরম অনুভূত হয়, এমনকি শরীর ঘেমে যেতে পারে। সুপারিতে রয়েছে এরিকেন ও এরিকোলিন এলকালয়েড যা উত্তেজনার দিক থেকে নিকোটিনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অন্য এলকালয়েডগুলোর মধ্যে রয়েছে এরিকাইডিন, এরিকোলিডিন, গুরাসিন বা গুয়াসিন, গুভকোলিন ইত্যাদি। সুপারি খেলে তাৎক্ষণিক যেসব সমস্যা দেখা যায়, সেগুলো হ'ল-

* অ্যাজমা বেড়ে যেতে পারে।

* হাইপারটেনশন বা রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে।

* টেকিকার্ডিয়া বা নাড়ির স্পন্দনের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে অস্থিরতা অনুভূত হওয়া।

দীর্ঘ মেয়াদে সুপারি সেবন করলে ওরাল সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস হ'তে পারে। ক্যান্সারের পূর্বাবস্থা বা স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা হ'তে পারে। মূলতঃ আমাদের দেশে মুখের ক্যান্সারের মধ্যে স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা বেশী দেখা যায়।

আমাদের দেশে পানের সঙ্গে সাদাপাতা বা জর্দা ব্যাপকভাবে গৃহীত হচ্ছে। ক্যান্সার গবেষণায় আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএআরসির মতে, যারা পানের সঙ্গে তামাক জাতীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করেন, ওরাল ক্যান্সারের রোগী হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সাধারণের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশী সম্ভাবনা থাকে। পানের সঙ্গে যে ধরনের তামাক সামগ্রী গ্রহণ করা হয়, তা খুবই বিপজ্জনক। তুলনামূলকভাবে এরিকোলিন এলকালয়েডের চেয়ে তামাক সামগ্রীর এলকালয়েড ও নিকোটিনের অধিক মাত্রায় নেশা ও বিষাক্ত ধর্ম থাকে। তাই জর্দা যত সুগন্ধি মিশ্রিত হোক না কেন, তা জীবনের সৌরভ ধীরে ধীরে বিলীন করে দেয়।

পানের সঙ্গে যে খয়ের খাওয়া হয়, তা লাল রঙের বলে পান খেলে খুব কম সময়ের মধ্যে মুখ লাল হয়ে যায়। খয়ের তৈরী করা হয় অ্যাকাসিয়া ক্যাটেচু নামক বৃক্ষের কাঠ থেকে। খয়ের এসট্রিনজেন্ট হিসাবে কাজ করে মুখের অভ্যন্তরের মিউকাস মেমব্রেনকে সঙ্কুচিত করে। অনেকেই বিচিত্র পদ্ধতিতে পান সেবন করে থাকেন। কেউ কেউ পানের ছোবড়া ও রস পর্যন্ত খেয়ে ফেলেন। পান খাওয়ার এক পর্যায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ পানের কিছু অংশ গালের এক পাশে রেখে আবার কিছুক্ষণ পর খেতে দেখা যায় অনেকটা জাবর কাটার মতো। অনেকেই এভাবে পান গালের একপাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। এদের ক্ষেত্রে গালের একপাশে আলসারসহ ক্যান্সার পর্যন্ত দেখা দিতে পারে।

পানের নেশা থেকে মুক্তি লাভের আশায় অনেকেই প্যাকেটজাত পান-মসলা কিনে চিবাতে থাকেন। এটাও সম্পূর্ণ ভুল। পান-মসলাতেও ক্ষতিকর উপাদান বিদ্যমান, যা মুখে আলসার সৃষ্টি করে থাকে। পান-মসলার সঙ্গে মেনথল মিশিয়ে মুখের অভ্যন্তরে ঠাণ্ডা অনুভূতির সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে। পানের নেশা ছাড়ানোর জন্য কিছু কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে যা ব্যক্তিবিশেষে কখনোই একই ধরনের হয় না। পরিশেষে বলা যায়, সব ধরনের নেশা থেকে মুক্তি পেতে আমাদেরকে সুন্দর জীবনবোধের অধিকারী হ'তে হবে। সুন্দর জীবনবোধের মাধ্যমে সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

[সংকলিত]]

Contents

কবিতা

ভোট প্রসঙ্গ

-ডাঃ আব্দুল খালেক
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

ভোটে নেতা হয়
নীতি হারিয়ে যায়।
ঐক্য বিনষ্ট হয়
শক্তি উবে যায়।
ক্ষমতা বড় হয়
অন্তর ছোট হয়।
শাসক দুর্বল হয়
শোষকরা প্রবল হয়।
বাকপটুতার জয় হয়
বিবেকের পরাজয় হয়।
মাথা গণনা হয়
জ্ঞানী কদর হারায়।
অজ্ঞ-বিজ্ঞে প্রভেদ নেই
ইলিশ-পুটিতে ফারাক নেই।
মূর্খদের মনগড়া আইন হয়
আল্লাহ্‌র বিধান মার খায়।
মানুষ মানুষের দাস হয়
আল্লাহ্‌র দাসত্ব লোপ পায়।
ভোট কেবল একটাতেই হবে
ইসলামী খেলাফত যদি ইস্যু হয়॥

***

নির্বাচন

-মুর্তযা কামাল বাবুল
খয়েরসুতি, দোগাছি, পাবনা।

সামনে এখন নির্বাচন বেঁধেছে সবাই জোট
জনগণের ভীষণ চিন্তা দেবে কাকে ভোট।
দোকানপাটে রাস্তা-ঘাটে বইছে ভোটের হাওয়া
ভ্যারাইটিজ দলের কর্মীরা তাই করছে আসা যাওয়া।
মন্ত্রী হওয়ার আগেই তারা কথায় করে দান
বাকী আছে কী আর এমন এই মুহূর্তেই চান।
মন্ত্রী একবার হ'লে তারা যায় যে মোদের ভুলে
ভাল কাজের কথা বললে লাগায় তুলা কানে।
ভোটের আগে মনভুলানো বক্তৃতা দেয় যারা
কাজের কথা ভুলে গিয়ে লুট করে খায় তারা।
জাতীতে আমরা বাঙালী, বড়ই ভুলা মন
২/৪ সের গম ছিটিয়ে মারবে হাযার টন।
ফুলের মত পবিত্র হয়ে আসছে নতুন মুখ
ভোটের পর জনগণ তাই ভোগ করবে সুখ।
'নির্বাচিত' হওয়ার পরে ঢুকবে সংসদের ভিতর
বলবে সবাই তখন তাদের মস্তবড় ইতর।

***

অহি-র পথে

-মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন
খয়েরসুতি, পাবনা।

আমাদের পিছনে দুশমন, সম্মুখে দুশমন, শত্রু ডানে বামে
অহি-র পথে চলেছি আমরা আল্লাহ তা'আলার নামে॥
লাঞ্ছিত মোরা এই সমাজে অহি-র পথে চলে
সুসময়ের বন্ধুরা ভাই যাচ্ছে এখন চলে
চারিদিক হ'তে শত্রুর ধ্বনি ত্রাস এনে দেয় মনে
তবু অহি-র পথে চলছি মোরা আল্লাহ তা'আলার নামে॥
শত্রুর দলে মোদের সারির আমাদের কত ভাই
ধোঁকা দিয়ে ওরে ভ্রান্ত করেছে ওরা অহি বোঝে নাই
ওদের মাথায় খুন চড়েছে অহি-র এই আহ্বানে
তবু অহি-র পথে চলেছি মোরা আল্লাহ তা'আলার নামে॥
সবাইকে নিয়ে যেতে চাই মোরা জান্নাতী পথে চলে
জেল-যুলুমের শিকল মোদের সামনে এসে ঝোলে
কত যে বিপদ কত মুছীবত অহি-র এই আহ্বানে
তবু অহি-র পথে চলব আল্লাহ তা'আলা নামে।
মরণপন এই যাত্রা মোদের কেউ কি তা জানে
মিথ্যা মামলার শিকলে বেঁধে বন্দীশালায় টানে, ওরা বন্দীশালায় টানে॥

***

হায়রে মুসলিম

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
৭৫, মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

চকচকে হচ্ছে মসজিদগুলো
মুছল্লী হচ্ছে মলিন,
হায়রে কপাল এই মুসলিমের
কী হাল হয়েছে দ্বীন।
মসজিদ ছিল খেজুর পাতার
মুসল্লী ছিল বীর,
গাফেল ছিল না ছালাত ও ছিয়ামে
ছিল দ্বীন কায়েমে অধীর।
ইহুদী-খ্রীষ্টান করত সমীহ
চাইত না চোখ তুলে,
দ্বীনের ঝান্ডা রাখতে উড্ডীন
নিত জিহাদের মালা গলে।
ধন-প্রাণ দিত আল্লাহ্‌র রাহে
সুখ-লোভ দলিত পায়,
এ ধরা তাঁর লুটাত চরণে
ভয়ের ছিল না ঠাঁই।
আজ মুসলিম পোষাকে চোস্ত
নাহি তার ঈমানী জোঁশ,
ধন-প্রাণের মায়ায় সুশীল সেজেছে
হয়েছে মুনাফিক, নাই তার হুঁশ।
সুন্দর মসজিদের মুছল্লী তুমি
নখ-দাঁত হীন জীব,
ইহুদী-খ্রীষ্টান-মুশরেকেও খুশী
আজ মুসলমান হয়েছে ক্লীব।

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শব্দ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। 'সিলমুন' ধাতু হ'তে, যার অর্থ শান্তি।
২। 'আমান' ক্রিয়ামূল হ'তে, যার অর্থ নিরাপত্তা।
৩। 'জুহদ' ক্রিয়ামূল হ'তে, যার অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।
৪। 'হিজরাতুন' ধাতু হ'তে, যার অর্থ পরিত্যাগ করা।
৫। 'কুফরুন' ধাতু হ'তে, যার অর্থ গোপন করা।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (সৌরজগৎ)-এর সঠিক উত্তর

১। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি মহাকর্ষ শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারিদিকে পরিভ্রমণের মাধ্যমে যে বিরাট জগৎ গড়ে তোলে তাকে সৌরজগৎ বলে।
২। ১২ টি। ৩। ৪৯ টি। ৪। বৃহস্পতি। ৫। বুধ।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১। বাংলাদেশের বৃহত্তম বিভাগ কোনটি?
২। বাংলাদেশের বৃহত্তম যেলা কোনটি?
৩। বাংলাদেশের বৃহত্তম বাঁধ কোনটি?
৪। বাংলাদেশের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর কোনটি?
৫। বাংলাদেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোনটি?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (সৌরজগৎ)

১। সূর্যের নিকটতম গ্রহ কোনটি?
২। কোথায় দিন-রাত্রি সর্বদা সমান?
৩। পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ কোনটি?
৪। সূর্য পৃষ্ঠের উত্তাপ কত?
৫। পৃথিবী হ'তে চাঁদের দূরত্ব গড়ে কত মাইল?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

ব্রজনাথপুর, পাবনা ১০ নভেম্বর সোমবার: অদ্য বাদ আছর ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি পাবনা যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব মিনহাজুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন পাবনা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার আহমাদ।

বৃ-কুষ্টিয়া, শাহজাহানপুর, বগুড়া ১১ নভেম্বর মঙ্গলবার: অদ্য বাদ যোহর বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়াহ হাফেযিয়া মাদরাসায় সোনামণি শাখা গঠন উপলক্ষ্যে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক জনাব হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন অত্র মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল হামীদ।

মেন্দীপুর, গাবতলী, বগুড়া ১২ নভেম্বর বুধবার: অদ্য বাদ ফজর মেন্দীপুর সালাফিয়াহ হাফেযিয়া মাদরাসায় সোনামণি শাখা গঠন উপলক্ষ্যে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার সভাপতি জনাব আব্দুস সালাম।

নশীপুর, বগুড়া ১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার: অদ্য বাদ যোহর আল-মারকাযুল ইসলামী নশীপুরে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার পরিচালক শেকুল মাহমূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন অত্র মারকাযের শিক্ষক ও অত্র শাখার উপদেষ্টা জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

কালাইহাটা, গাবতলী, বগুড়া ১৫ নভেম্বর শনিবার: অদ্য বাদ ফজর কালাইহাটা পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম জনাব ফেরদাউস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

বড়কুড়া, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ ২১ নভেম্বর শুক্রবার: অদ্য সকাল ১০-টায় বড়কুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব আলতাফ হুসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযা, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান প্রমুখ।

একই দিন বাদ জুম'আ অত্র মসজিদে সোনামণি সিরাজগঞ্জ যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

আন্ধারিয়াপাড়া, মান্দা, নওগাঁ ২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার: অদ্য বাদ যোহর আন্ধারিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু নু'মান। সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আনীছুর রহমান মাস্টার।

বংশাল, ঢাকা ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার: অদ্য বাদ এশা সোনামণি বংশাল এলাকার উদ্যোগে ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ' কার্যালয়ে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি ঢাকা যেলা পরিচালক হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক্ব, দফতর সম্পাদক মুহসিন আকন্দ, ঢাকা যেলা সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের আযীমুদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ প্রমুখ।

বংশাল, ঢাকা ৩ ডিসেম্বর শুক্রবার: অদ্য বাদ এশা ঢাকা সদর থানার সোনামণি পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বশীলদেরকে নিয়ে বংশালস্থ যেলা 'যুবসংঘ'-এর কার্যালয়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি ঢাকা যেলা পরিচালক হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক্ব, দফতর সম্পাদক মুহসিন আকন্দ, সোনামণি ঢাকা যেলার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের, আযীমুদ্দীন, মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, মুহাম্মাদ হারুনুর রশীদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে হাফেয মুহাম্মাদ ইবরাহীম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ মুনীরুদ্দীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা যেলা সোনামণি সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ নূরুল আলম।

Contents

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

পাবনা ও সিরাজগঞ্জে নকল তরল দুধ তৈরী হচ্ছে

পাবনার বিভিন্ন এলাকা এবং সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর ও উল্লাপাড়ায় নকল তরল দুধ তৈরী হচ্ছে। জানা গেছে, গ্রামগঞ্জ থেকে প্রতিদিন দুধ কিনে আনে ঘোষেরা। সেই]

দুধ থেকে প্রথমে ননি আলাদা করা হয়। এরপর ঐ দুধ থেকে ছানা তৈরী হয়। ছানা তুলে নিলে যে পানি থাকে, তা হ'ল নকল দুধের মূল উপাদান। ছানার পানিতে প্রথমে লোহা কাটার জন্য ব্যবহৃত কাটিং ওয়েল প্রতি লিটারে দুই ফোঁটা হারে মিশানো হয়। এতে ছানার পানি পুরোপুরি সাদা রং ধারণ করে। সেই সাদা পানিতে নামমাত্র ননি, গুঁড়োদুধ, চিনি, লবণ, খাবার সোডা (সোডিয়াম কার্বনেট) ও দুধের কৃত্রিম সুগন্ধি (অ্যাসেন্স) মিশিয়ে তৈরী করা হয় নকল দুধ। এই দুধ বেশী সময় ভাল রাখতে এতে মেশানো হয় পার-অক্সাইড ও ফরমালিন। পাবনার সুজানগর, ফরিদপুর, ভাঙ্গুড়া, সাঁথিয়া, চাটমোহর প্রভৃতি উপযেলায় পালিত গাভীর দুধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বাঘাবাড়ী মিল্ক ভিটাসহ বিভিন্ন কোম্পানীর দুধের ব্যবসা। সম্প্রতি সুজানগর উপযেলা কর্মকর্তা সেখানকার প্রাণ ডেইরি, আকিজ ডেইরি এবং ব্র্যাকের আড়ং দুধে ভেজাল প্রমাণিত হওয়ায় সাড়ে ৭ হাযার টাকা জরিমানা করেছে। এর কিছুদিন আগে ফরিদপুর উপযেলার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা একই অপরাধে প্রাণ ডেইরিকে ১৫ হাযার, আড়ং দুধকে ১০ হাযার, আকিজ ডেইরিকে ১০ হাযার, এহসান ডেইরিকে ১০ হাযার এবং সুনীল ঘোষসহ স্থানীয় তিন দুধ ব্যবসায়ীকে মোট ২৪ হাযার টাকা জরিমানা করেছেন।

[দুধে ফরমালিন মিশানোর পাশাপাশি এটি আরেক সংযোজন। এ সকল অসাধু ব্যবসায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না করলে এবং ভেজাল দুধের এ ব্যবসা অব্যাহত থাকলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তা ডেকে আনবে মর্মান্তিক পরিণতি। আর এ সকল অসৎ ব্যবসায়ীদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অতএব সাবধান হে ব্যবসায়ীরা, সাবধান সরকার ও জনগণ!- সম্পাদক]

দেশের প্রতি এক হাযার শিশুর মধ্যে ৮ জন জন্মগতভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত

বাংলাদেশের প্রতি এক হাযার শিশুর মধ্যে আটজন শিশু জন্মগতভাবে হৃদরোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। বিশ্বে প্রতি বছর শতকরা ৫০ ভাগের বেশী মৃত্যু এবং শারীরিক অক্ষমতার কারণ হৃদরোগ এবং স্ট্রোক। গত ১ ডিসেম্বর মিরপুরের ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে হৃদরোগের জাতীয় কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সর্বশেষ এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ শতকরা ২০ থেকে ২৫ জনের। করোনারি বা ইস্কিমিক হৃদরোগ শতকরা ১০ জনের। প্রতি এক হাযারে ১.৩ জনের বাতজ্বরজনিত হৃদরোগ রয়েছে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুমোদন

গত ২৪ নভেম্বর উপদেষ্টা পরিষদ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ২০০৮ চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে। অনুমোদিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ মতে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদের জন্য প্রার্থীর ১ম শ্রেণী বা সমমানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং ২০ বছরের উচ্চতর শিক্ষকতা বা গবেষণা বা প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা যার মধ্যে ন্যূনতম ১০ বছরের উচ্চতর শিক্ষকতা বা গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। উল্লেখ্য যে, সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নামে ক্যাম্পাস বা কোর্স পরিচালনা করা যাবে না।

বাংলাদেশে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৯৫ জন

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত এক হাযার ৪৯৫ জন এইচআইভি পজিটিভ বা এইডসের জীবাণু বহনকারীকে শনাক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত এইডস রোগী পাওয়া গেছে ৪৭৬ জন এবং এইডসে মারা গেছে ১৬৫ জন। বাংলাদেশে যাদের দেহে এইচআইভি পাওয়া গেছে, তাদের ৮০ শতাংশই বিদেশ থেকে ফিরে আসা শ্রমিক বা তাদের স্ত্রী।

বিকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্টেম সেল প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে পুরোপুরি সুস্থ হওয়া সম্ভব

মানব মস্তিষ্ক ব্যতীত শরীরের সব বিকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে 'স্টেম সেল' প্রতিস্থাপন করে মানুষকে পুরোপুরি সুস্থ করা যেতে পারে। কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রে ট্রান্সপ্লান্ট ও ডায়ালসিস না করে বিকল কিডনির মৃত সেলগুলোতে স্টেম সেল প্রতিস্থাপন করলে মৃত সেল বা কোষগুলো পূর্বের ন্যায় কর্মক্ষমতা ফিরে পেতে পারে। বহুল আলোচিত এ স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা চলছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। ভারতে স্বতন্ত্র স্টেম সেল রিজেনারেটিভ ইনস্টিটিউট পর্যন্ত রয়েছে; যেখানে মাস্টার্স লেভেল ডিগ্রী পর্যন্ত অর্জন করা যায়। অথচ বাংলাদেশে এখনো এ বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়নি। তাই এখনই এ বিষয়ে বাংলাদেশে গবেষণা হওয়া উচিত। গত ২৫ নভেম্বর কিডনি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকার চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ৪র্থ জাতীয় সম্মেলন ও বৈজ্ঞানিক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন।

নবজাতকের মৃত্যুহারে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম

মা ও নবজাতক একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মায়ের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সন্তানের স্বাস্থ্যের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা একই আঙ্গিকে হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য, নবজাতকের মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি শিশু জন্মের পরপরই মাতৃমৃত্যুর হারও কমছে না। নবজাতকের মৃত্যুর দিক থেকে বাংলাদেশ ৫ম অবস্থানে রয়েছে। ভারত ১ম স্থানে এবং পাকিস্তান ৩য় অবস্থানে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, মাতৃমৃত্যুর কারণ হিসাবে সন্তান ডেলিভারির আগে ২০ শতাংশ, ডেলিভারির পর ৭০ শতাংশ এবং ডেলিভারির সময় ১০ শতাংশ মায়ের মৃত্যু হয়। ইনফেকশনের কারণে শিশু মৃত্যুর হার ৫০ শতাংশ।

Contents

পীরের নির্দেশে ভোলায় কুরবানীর নামে ছেলেকে জবাই

ভোলার বোরহানুদ্দীন গঙ্গাপুর ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গাযী বাড়ীতে এক রিকশাচালক পিতা কুরবানীর নামে এক বছর বয়সী ছেলেকে জবাই করে হত্যা করেছে। পীরের আদেশে রিকশাচালক সেলিম ওরফে সিডু (৩৫) গত ৪ ডিসেম্বর গভীর রাতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। সেলিমের স্ত্রী নিলু বেগম জানান, তার স্বামী ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকায় রিকশা চালাত। ঐ সময় পীরবাগ এলাকার এক পীরের আস্তানায় প্রায়ই সে যাতায়াত করত। ঈদ উপলক্ষ্যে চারদিন আগে ঢাকা থেকে বাড়ী আসে সে। বাড়ীতে এসে সেলিম জানায়, ঈগের আগেই পীর সাহেব তাকে কুরবানী দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নিলু জানান, ঐদিন রাতে ছেলে রবীউলকে নিয়ে প্রতিদিনের মতো সে ঘুমিয়ে পড়ে। এ সুযোগে সেলিম শিশু রবীউলকে তুলে নিয়ে জবাই করে হত্যা করে। পরে সে পালিয়ে যায়।

[কুরআন-হাদীছের মর্মার্থ অনুধাবনে ব্যর্থ, শিরকী আক্বীদা পুষ্ট এই সকল মূর্খ ভণ্ডপীরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছি। কেননা এরা মুসলমানদের তাওহীদী আক্বীদা ও আমল বিনষ্ট করে শিরকী তন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে সরল-সিধা মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করছে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে এই দরিদ্র রিক্সাচালক সেলিম।- সম্পাদক]

প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে পাচার হচ্ছে ১৫ হাযার নারী ও শিশু

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৫ হাযার মানুষ পাচার হচ্ছে। এর বেশিরভাগই নারী ও শিশু। দেশের ২০ যেলার ৯৩টি পয়েন্ট দিয়ে মানুষ পাচার করা হয়। গত ১০ বছরে পাচার হয়েছে প্রায় এক লাখ মানুষ। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত পাচার হয়েছে ১০ লাখের বেশী। পাচার হওয়া ৪ লাখ নারী আটকে আছে ভারতের পতিতালয়ে। পাকিস্তানের পতিতালয়ে রয়েছে ১০ হাযারেরও বেশী নারী।

[এই যদি হয় স্বাধীন বাংলাদেশের নারী ও শিশু পাচারের হালচিত্র, তবে সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত বিডিআর তাদের দায়িত্ব পালনে কতটুক সচেতন তা সহজেই অনুমেয়। তবে কি বেড়া নিজেই ক্ষেত খাচ্ছে? এ প্রশ্নও এখন যৌক্তিক কারণেই দেখা দিয়েছে। আমরা সরকার ও প্রশাসনের নিকট নারী ও শিশু পাচার রোধে দৃঢ় ও কঠোর হস্তক্ষেপ কামনা করছি।- সম্পাদক]

এক যুগ ধরে একজনের সাজা খাটছে আরেকজন

প্রায় এক যুগ ধরে অন্যের সাজা খাটছে পাবনার নয়নামতি গ্রামের ইয়াসীন। মূল অপরাধী তপন কুমার দেব ইয়াসীনকে ফুঁসলিয়ে ভুয়া তপন কুমার দেব বানিয়ে কোর্টে সোপর্দ করে সটকে পড়ে। সেই থেকে ইয়াসীন তপন কুমার দেব হিসাবেই জেলের ঘানি টানছে। সে কোথায় আছে পরিবার তার কোন খোঁজ পায়নি। কেউ তার যামিনের তদ্বিরও করেনি। পাবনা পুলিশ সুপারের এক রিপোর্টকে ভিত্তি করে যামিন চাওয়া হ'লে গত ১ ডিসেম্বর বিচারপতি শিকদার মকবুল হক এবং বিচারপতি মুহাম্মাদ ফযলুর রহমানের ডিভিশন বেঞ্চ ইয়াসীনের যামিন মঞ্জুর করেন। অবশ্য আদালত তার যামিন মঞ্জুর করলেও ইয়াসীনের পরিবার জানে না সে বর্তমানে কোন কারাগারে রয়েছে। যামিন আবেদন থেকে জানা যায়, পাবনা যেলার রাধানগর মুন্সিপাড়া গ্রামের মুকুল কুমার দেবের পুত্র তপন কুমার দেব। সে মাদক ব্যবসা করত। ১৯৯৪ সালে রাজশাহীর বাঘাবাড়ী থানায় একবার হেরোইনসহ ধরা পড়ে তপন এবং অন্য একজন। এ ঘটনায় মামলা হয়। কিছুদিন হাজত খাটার পর তপন যামিনে বেরিয়ে আসে। তপনের সঙ্গে পরিচয় ছিল পাবনা যেলার নয়নামতির (চেক পৈলানপুর উত্তরপাড়া) জয়নাল আবেদীনের পুত্র মুহাম্মাদ ইয়াসীনের। তপন ইয়াসীনকে পরে যামিনে ছাড়িয়ে আনার প্রতিশ্রুতিসহ নানা প্রলোভন দেখিয়ে 'তপন কুমার দেব' সাজতে রাযী করায়। রুজুকৃত মামলার আসামী হিসাবে ১৯৯৭ সালের ২৭ এপ্রিল রাজশাহী আদালতে হাজির করে। আদালত ইয়াসীনকে নাম জিজ্ঞেস করলে সে নিজেকে তপন কুমার দেব, পিতা-মৃত মুকুল চন্দ্র দেব, সাং-রাধানগর যুগিপাড়া, যেলা- পাবনা বলে পরিচয় দেয়। এ প্রেক্ষিতে আদালত ইয়াসীনকে তপন কুমার দেব হিসাবে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। এদিকে প্রকৃত আসামী তপন নিরাপদে সটকে পড়ে এবং ফেরার হয়ে যায়। ইয়াসীনকে ছাড়ানোর কোন উদ্যোগই নেয়নি সে গত ১১ বছরে। বর্তমানে সে ভারতে রয়েছে বলে জানায় তপনের বড় ভাই দেবেন্দ্রনাথ দেব।

ঢাকা শহরে এক কোটি ৩০ লাখ লোকের বাস

ঢাকা শহরে এখন এক কোটি ৩০ লাখ লোকের বাস। এই শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ। এই হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে ২০২০ সালে ঢাকা জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শহরে পরিণত হবে। গত ৪ ডিসেম্বর রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে 'নগরায়ণ এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানানো হয়। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মূল প্রবন্ধে বলেন, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৪ শতাংশ। দেশের শহরগুলোতে এই হার ৩ দশমিক ৫ এবং ঢাকায় ৫ শতাংশ।

যরূরী অবস্থা প্রত্যাহার

২৩ মাস পাঁচ দিন পর গত ১৭ ডিসেম্বর দেশের যরূরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হ'ল। ফলে এ আইনের অধীনে দায়ের করা কোন মামলার অনিষ্পন্ন অংশ প্রচলিত আইনে নিষ্পত্তি হবে। একই সঙ্গে গুরুতর অপরাধ ও দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটিও বিলুপ্ত হয়েছে। তবে এর প্রশাসনিক কাজ ১ জানুয়ারী পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

গত ১৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে যরূরী আইনে নেওয়া সব ব্যবস্থার দায়মুক্তি দিয়ে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারী বলবৎ করা যরূরী অবস্থা প্রত্যাহার করে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। রাষ্ট্রপতি যরূরী ক্ষমতা অধ্যাদেশের ১ নম্বর অধ্যাদেশ রহিত করার পর যরূরী অবস্থা প্রত্যাহার সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। একই সঙ্গে যরূরী আইনের অধীনে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি বিলুপ্ত করে আলাদা প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়।

যরূরী আইন রহিত করে জারী করা অধ্যাদেশের ধারা ৩ উপধারা (১) অনুযায়ী, বিধিমালার অধীন অনিষ্পন্ন সব অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচার, আপিল প্রভৃতি যে স্তরে রয়েছে, সে পর্যন্ত বিষয়গুলো যরূরী আইনের অধীন বলে বিবেচিত হবে।

Contents

মুম্বাইয়ে স্মরণকালের ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা

গত ২৬ নভেম্বর রাতে ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইয়ের ৪০০ রুম বিশিষ্ট বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেল তাজমহল, হোটেল ওবেরয়, লিওপোল্ড রেস্তোরাঁ, ছত্রপতি শিবাজি রেলস্টেশন, নরিম্যান হাউস, মেট্রো সিনেমা হ'ল, কামা হাসপাতাল প্রভৃতি স্থানে ১০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। স্মরণকালের ভয়াবহ এ সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয়েছে ২০০ জন এবং আহত হয়েছে তিন শতাধিক। নিহতদের মধ্যে ২৯ জন বিদেশী নাগরিক রয়েছেন। এতে মুম্বাইয়ের সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়ার্ডের প্রধান হেমন্ত কারাকারে সহ ১০ জন নিরাপত্তা সদস্যও নিহত হয়েছেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি মালেগাঁওয়ে বোমা বিস্ফোরণের সাথে জড়িত সন্দেহে একজন সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে হেমন্ত কারাকার কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া এ ঘটনায় ৯ জন সন্ত্রাসীও নিহত হয়েছে। ১০ জন সন্ত্রাসীর মধ্যে একমাত্র জীবিত ধরা পড়েছে মুহাম্মাদ আজমল আমীর কাসাব। সে নিজেকে পাকিস্তানী নাগরিক বলে পরিচয় দিয়েছে মর্মে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ জানান। সন্ত্রাসীদের সিম সরবরাহকারী সন্দেহভাজন হিসাবে কলকাতা থেকে তৌফিক রহমান ও শেখ মুখতার নামে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জানা গেছে, ঘটনার দিন রাত ৯-টা ২০ মিনিটে সন্ত্রাসীরা নৌকাযোগে মুম্বাইয়ে এসে প্রথমতঃ ১৩৭ বছরের পুরনো ক্যাফে লিওপোল্ডে আক্রমণ করে। তাদের সঙ্গে ছিল একে-ফোরটি সেভেন বন্ধুক ও গ্রেনেড। রাত ৯-৪০ মিনিটে ইহূদী অধ্যুষিত শাবাদ সেন্টার সংলগ্ন পেট্রোল স্টেশনে, ৯-৪৫ মিনিটে ছত্রপতি শিবাজি স্টেশনে, রাত ১০-টায় মেট্রো সিনেমা হলে, রাত ১২-টায় ১০৫ বছরের পুরনো তাজমহল হোটেলে, রাত সোয়া ১২-টায় ওবেরয় ট্রাইডেন্ট হোটেলে আক্রমণ চালায়। এরপর ভারতের কমান্ডো বাহিনীর সাথে সন্ত্রাসীদের চলতে থাকে সংঘর্ষ। ঘন ঘন বিস্ফোরণ, প্রচণ্ড গোলাগুলীর শব্দ আর আগুনের লেলিহান শিখায় হোটেলগুলোতে সৃষ্টি হয় নারকীয় পরিবেশ। মুম্বাই নগরীতে রক্তের বন্যা বয়ে যায়। আতংকে লোকজন দিক্বিদিক ছুটোছুটি করে। হোটেলে আটকেপড়া নারী-পুরুষের নির্ঘুম রজনী কাটে। মৃত্যু বিভীষিকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। দু'দিনের টানা লড়াইয়ের পর ২৮ নভেম্বর দুপুরের দিকে ওবেরয় দখলে নিতে সক্ষম হয় ভারতীয় বাহিনী। এরপর লড়াই চলতে থাকে হোটেল তাজমহলে। ২৯ নভেম্বর সেখানে তিনজন সন্ত্রাসী নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয় টানা ৬০ ঘণ্টার 'ব্ল্যাক সাইক্লোন' অভিযান।

হামলার নেপথ্যে: কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক মাইকেল চসুদোভস্কি বলেন, ওয়াশিংটন চাইছে মুম্বাই হামলাকে ব্যবহার করে ১. ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্ব ও বাণিজ্যিক ঐক্যে ফাটল ধরাত। ২. ভারত ও পাকিস্তানের ভেতরের সামাজিক, জাতিগত ও আঞ্চলিক বিভেদকে আরও বাড়াত ৩. আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে পাকিস্তানে সামরিক অভিযান চালাত এবং নিরীহ জনসাধারণ হত্যাকে যুক্তিযুক্ত করতে ৪. ভারতীয় উপমহাদেশে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' চালু করার ক্ষেত্র তৈরী করতে।

গোয়েন্দা ব্যর্থতা : মুম্বাই হামলার ব্যাপারে ভারতকে কমপক্ষে এক মাস আগে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সতর্ক করেছিল। তারা বলেছিল, সন্ত্রাসীরা সাগর পথে এসে এ ধরনের হামলা চালাতে পারে। মার্কিন সরকারের একটি সূত্র জানায়, যুক্তরাষ্ট্র হামলার সম্ভাব্য যেসব স্থান সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে তাতে তাজমহল হোটেলের নামও ছিল। ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে এ হুঁশিয়ারীর সত্যতা স্বীকার করা হয়েছে। দু'বার হুঁশিয়ার করার বিষয়টিও তারা স্বীকার করে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম ব্যর্থতা স্বীকার করে বলেন, জঙ্গী হামলার সময় ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাদ : মুম্বাইয়ে রক্তাক্ত হামলা রোধে ব্যর্থতার দায় মাথায় নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল পদত্যাগ করেন। নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পি. চিদাম্বরমকে। তাছাড়া একই কারণে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বিলাসরাও দেশমুখ এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আর আর পাতিলও পদত্যাগ করেন।

ভারতে গত ৫ বছরে (২০৩-২০০৮) সংঘটিত ১৪টি বড় সন্ত্রাসী হামলা:

১৩ মার্চ ২০০৩ : মুম্বাইয়ে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনে বোমা হামলায় নিহত ১১।

২৫ আগষ্ট ২০০৩ : মুম্বাইয়ে দু'টি গাড়ীবোমা হামলায় নিহত ৬০।

১৫ আগষ্ট ২০০৪ : আসামে বোমা হামলায় ১৬ জন নিহত। এর মধ্যে বেশিরভাগই স্কুলছাত্র। ১২ জনেরও বেশী আহত।

২৯ অক্টোবর ২০০৫ : নয়াদিল্লীর কয়েকটি বাজারে তিন দফা হামলায় ৬৬ জনের মৃত্যু।

৭ মার্চ ২০০৬ : বারানসিতে (বেনারস) তিনটি বোমা হামলা। নিহত ১৫, আহত ৬০।

১১ জুলাই ২০০৬ : মুম্বাইয়ের রেলওয়ে স্টেশনে এবং ট্রেনে ৭ দফা বোমা হামলা। মৃতের সংখ্যা ১৮০'রও বেশী।

৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ : মুম্বাই থেকে ১৬০ মাইল দূরে একটি শহরে সিরিজ বোমা হামলায় ৩২ জন নিহত।

১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ : ভারত থেকে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা একটি ট্রেনে বোমা হামলা। কমপক্ষে ৬৬ যাত্রী জীবন্ত দগ্ধ। এদের অধিকাংশই পাকিস্তানী নাগরিক।

১৮ মে ২০০৭ : হায়দারাবাদে একটি মসজিদে শুক্রবারে মুছল্লীদের উপর হামলা। ১১ মুছল্লী নিহত। এর পরপরই হামলার প্রতিবাদে জড়ো হওয়া মুসলমানদের উপর পুলিশ গুলী চালালে ৫ বিক্ষোভকারী নিহত।

২৫ আগষ্ট ২০০৭ : হায়দারাবাদের একটি পার্কে ও রাস্তার পাশের চায়ের দোকানে হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ৪০ জনকে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা।

১৩ মে ২০০৮ : জয়পুরের জনাকীর্ণ রাস্তায় ৭টি বোমা বিস্ফোরণ বাজার ও মন্দিরের বাইরে হামলায় নিহত কমপক্ষে ৬৩ জন।

২৫ জুলাই ২০০৮ : ব্যাঙ্গালোরে বোমা হামলা। নিহত ১, আহত ১৫।

২৬ জুলাই ২০০৮ : আহমদাবাদে বোমা হামলা। নিহত ৪৫, আহত ১৬১।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ : রাজধানী নয়াদিল্লীর প্রাণকেন্দ্রে ৫টি বোমা হামলা। মৃতের সংখ্যা ১৮।

জিম্বাবুয়ে কলেরায় ১২শ' লোকের মৃত্যু

জিম্বাবুয়ে কলেরার প্রাদুর্ভাবে এক হাযার ১২৩ জন লোকের প্রাণহানি ঘটেছে এবং আক্রান্ত হয়েছে প্রায় বিশ হাযার ৮৯৬ জন লোক। আক্রান্ত শত শত লোক চিকিৎসার জন্য সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পাশ্ববর্তী দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে গেছেন। কেননা আর্থিক সংকটের কারণে দেশটির বেশীরভাগ হাসপাতাল বন্ধ রয়েছে। উপরন্তু হাসপাতালগুলোতে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য ওষুধ ও যন্ত্রপাতি নেই এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের বেতন পরিশোধ ও পানি সরবরাহ বিশুদ্ধ রাখার জন্য অর্থের অভাব দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জিম্বাবুয়ে সরকার সেদেশে যরূরী অবস্থা জারী করেছে এবং আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। এদিকে দেশটিতে কলেরার প্রাদুর্ভাবের জন্য তথ্যমন্ত্রী সিখানিয়ামো নিদেভূ ব্রিটেনকে দায়ী করে বলেছে, ব্রিটেন জিম্বাবুয়ের জনগণের বিরুদ্ধে গণহত্যা সংঘটনের অভিপ্রায়ে মারাত্মক জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে। কেননা তারা এখনও জিম্বাবুয়েকে আবারো কলোনী বানানোর চেষ্টা করছে এবং এজন্য তারা তাদের মিত্রদের ব্যবহার করছে।

২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বে মার্কিন আধিপত্যের অবসান ঘটবে; গণতন্ত্রেরও কবর রচিত হ'তে পারে

আগামী দুই দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি খর্ব হবে। ২০২৫ সালের মধ্যেই বর্তমান একমেরু বিশ্ব ব্যবস্থার অবসান হবে। যুক্তরাষ্ট্র বৃহৎ শক্তি হিসাবে থাকলেও বহুমেরু বিশ্বে তার অবস্থান থাকবে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর 'একটি' হিসাবে। নিজের ইচ্ছেমতো একা একা কোন কাজ করা বা কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে না। 'প্রভাব কমে যাওয়ায়' অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি হিসাবে তার অবস্থান ক্ষীণ হয়ে আসবে। উদীয়মান শক্তি চীন ও ভারত মার্কিন প্রভাবের জন্য ক্রমশ হুমকি হয়ে উঠবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত শীর্ষস্থানীয় গোয়েন্দা সংগঠন 'ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স কাউন্সিলে'র (এনআইসি) এক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, পশ্চিমা ধাঁচের পুঁজিবাদী গণতন্ত্র আগামী দশকগুলোতে গ্রহণযোগ্যতা হারাতে পারে। সেই সঙ্গে বিশ্বের প্রধান মুদ্রা হিসাবে ডলারও তার স্থান হারাবে। এছাড়া ২০২৫ সাল নাগাদ বিশ্বজুড়ে পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার বাড়বে বলে প্রতিবেদনে আশংকা করা হয়। এনআইসি'র বিশ্লেষকদের তৈরী 'বৈশ্বিক ধারা ২০২৫: পরিবর্তিত পৃথিবী' শীর্ষক ১২১ পৃষ্ঠার ঐ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, আগামী ২০ বছরে বিশ্বে একক দেশ হিসাবে চীনের প্রভাব বেশ বাড়বে। ভারতও বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হবে।

৭ বছরে আমেরিকায় ক্ষুধার্ত শিশুর সংখ্যা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি

প্রায় সাত লাখ মার্কিন শিশু গত বছর কোনও না কোন সময় অনাহারে কাটিয়েছে। ২০০৬ থেকে সংখ্যাটা আড়াই লাখ বেশী। এছাড়া ২০০৭ সালে ১২.৫ শতাংশ পূর্ণবয়স্ক মার্কিনীকে অন্ন সংস্থানের জন্য আগের থেকে অনেক বেশী কষ্ট করতে হয়েছে। এই পরিসংখ্যান মার্কিন কৃষি দফতরের। ২০০০ সালে আমেরিকায় ক্ষুধার্তের সংখ্যা যত ছিল, তা সাত বছরে ৪০ শতাংশ বেড়েছে।

বুশের অনুশোচনা!

যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এক টিভি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে বলে গোয়েন্দাদের ভুল তথ্য দেয়া ছিল তার শাসনামলের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা। গত ১ ডিসেম্বর এবিসি নিউজ চ্যানেলে প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা স্বীকার করেন তিনি। তবে তার ভাষায় আদর্শিক দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্রকে নিরাপদ করাই তার আমলের অর্জন বলে মনে করেন বুশ।

ভারতে প্রতি ঘণ্টায় দু'টি ধর্ষণ

ভারতে প্রতি ৬০ মিনিটে দু'জন ধর্ষিত হয় বলে জানিয়েছে দেশটির ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরডি)। সংস্থার নতুন রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, ২০০৭ সালে ১৩৩ জন বয়স্ক নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। সূত্র মতে, গত বছর ভারতে ২০ হাযার ৭৩৭ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। আগের বছরের তুলনায় যা ৭.২ শতাংশ বেশী। ধর্ষণের দিক থেকে শীর্ষে আছে মধ্যপ্রদেশ। রাজ্যটিকে ভারতের 'ধর্ষণ রাজধানী' বলা হচ্ছে। সেখানে ধর্ষিতা হয় ৩,০১০ জন নারী। তারপরেই আছে পশ্চিমবঙ্গ। সেখানে ২ হাযার ১০৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।

মাইকেল জ্যাকসনের ইসলাম গ্রহণ

পপ গায়ক মাইকেল জ্যাকসন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তার নতুন নাম মিকাইল। দ্য সান পত্রিকা বলেছে, লস এঞ্জেলসে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে গান রেকডিংয়ের সময় তিনি মুসলমান হন। সেখানে তিনি ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের অঙ্গীকার করেন। পত্রিকাটি বলেছে, জ্যাকসনের গীতিকার বন্ধু ডেভিড ওয়ার্নসবি ও ফিলিপ বুকলের জীবনাদর্শে প্রভাবিত হয়েই তিনি ধর্ম ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। ডেভিড ও ফিলিপ দু'জনেই এর আগে খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এই দুই বন্ধু সব সময়ই ধর্ম ত্যাগের পর কিভাবে তারা ভাল মানুষে পরিণত হয়েছে এবং তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে মাইকেল জ্যাকসনকে শোনাত।

যুক্তরাষ্ট্রে আরো এক কোটি লোকের দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যাওয়ার আশংকা

আর্থিক পরিস্থিতির উন্নয়ন না ঘটলে আগামী ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে আমেরিকার আরো ৭৫ লাখ থেকে এক কোটি লোক চরম দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হবে। উল্লেখ্য, আশির দশকে মন্দার সময়ও ৮০ থেকে ৯০ লাখ আমেরিকান দুর্দশায় নিপতিত হয়েছিলেন। এদিকে পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী গত বছর ৩ কোটি ৭৩ লাখ আমেরিকান অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ১২.৫% দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন।

ইরাক যুদ্ধে এ পর্যন্ত ৪২০০ মার্কিন সেনা নিহত

ইরাক যুদ্ধে এ পর্যন্ত মার্কিন সেনাবাহিনীর ৪ হাযার ২ শত সদস্য নিহত হয়েছে। এসোসিয়েট প্রেস পরিচালিত জরিপে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। জরিপে দেখা যায়, ২০০৩ সালের মার্চ মাসে শুরু হওয়া এ যুদ্ধে ১৮ নভেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত মার্কিন বাহিনীর নিহত হয়েছে আট আধা সামরিক ও ৩ হাযার ৩৯২ জন সামরিক সদস্য। তবে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা আরো দু'জন বেশী। এছাড়া ১৭৬ বৃটিশ সেনা, ৩৩ ইটালিয়ান, ২১ স্পেনীয়, ৭ ডেনিস, এল সালভাদোরের ৫, স্লোভাকিয়ান ৪, লাটভিয়া ও জর্জিয়া প্রতিটিরই ৩, এস্তোনিয়া, নেদারল্যান্ডস, থাইল্যান্ড ও রোমানিয়ার ২ এবং অস্ট্রেলিয়া, হাঙ্গেরি, কাজাখস্তান ও দক্ষিণ কোরিয়ার ১ জন করে নিহত হয়েছেন।

অর্থনৈতিকভাবে শক্তিধর হয়ে ওঠা দেশগুলোই বিভিন্ন দেশে ঘুষের বিস্তার ঘটাচ্ছে

অর্থনৈতিকভাবে শক্তিধর হয়ে উঠছে এমন দেশের কোম্পানীগুলোই বিদেশে ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশী ঘুষ দিয়ে থাকে। ঘুষ দুর্নীতি বিষয়ে ঐসব দেশ থেকে উচ্চবাচ্য শোনা গেলেও তাদের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোই বিদেশের মাটিতে গিয়ে এসবের বিস্তার ঘটাচ্ছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) আন্তর্জাতিক ঘুষ প্রদানকারী সূচক (বিপিআই)-২০০৮ থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। বিশ্বের ২২টি প্রধান বিনিয়োগকারী ও রফতানীকারক দেশের কোম্পানীসমূহের উপর পরিচালিত জরিপের ফলাফলের আলোকে গত ৯ ডিসেম্বর সারাবিশ্বে একযোগে বিপিআই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ঘুষ প্রদানকারী সূচকে দেখা গেছে, বিদেশের ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে সর্বাধিক ঘুষ দিচ্ছে রাশিয়ান কোম্পানীসমূহ। রাশিয়া সবচেয়ে কম ৫ দশমিক ৯ স্কোর পয়েন্ট পেয়ে সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত কোম্পানীর দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এর পরই অর্থাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে আছে যথাক্রমে চীন, মেক্সিকো এবং ভারতের বিদেশে বিনিয়োগকারী ও রফতানীকারক কোম্পানীগুলো।

টিআই রিপোর্ট অনুসারে বিদেশের মাটিতে নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট, তেল ও গ্যাস খাতে বিনিয়োগকারী কোম্পানীগুলোই বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত চিহ্নিত হয়েছে। অন্যদিকে সবচেয়ে কম দুর্নীতির খাত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি, মৎস্য এবং ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স। উল্লেখ্য, যে ২২টি দেশের উপর টিআই জরিপটি চালানো হয় সারাবিশ্বের রফতানী, বৈদেশিক বিনিয়োগের ৭৫ শতাংশ তাদের দখলে রয়েছে। মোট ২৬টি উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের ২ হাযার ৭৪২ জন সিনিয়র বিজনেস এক্সিকিউটিভের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামতের প্রেক্ষিতেই জরিপ রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়।

মুসলিম জাহান

ইরাকে বুশের উপর জুতা নিক্ষেপ

ইরাকে আকস্মিক সফরে গিয়ে অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের ভাগ্যে আগ্রাসন চালানোর জন্য উপযুক্ত বিদায়ী উপহারই জুটেছে। ১৪ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নূরী আল-মালিকিকে পাশে নিয়ে রাজধানী বাগদাদে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কথা বলার সময় ক্ষুব্ধ এক টিভি সাংবাদিক পায়ের দু'পাটি জুতা খুলে বুশকে লক্ষ্য করে পরপর দু'বার ছুঁড়ে মারেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল হ'লেও আত্মরক্ষায় সজাগ ছিলেন বুশ। তাই মাথা নামিয়ে ফেলায় সামান্যের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ক্রুদ্ধ ইরাকীর জুতোর আঘাত। আল-বাগদাদিয়া টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক মুন্তাযের আয-যায়দী প্রথম জুতাটি ছুঁড়ে মারার সময় বুশকে 'তুই একটা কুত্তা' বলে সম্বোধন করে বলেন, 'এটা তোকে বিদায়ী চুমু'। এরপর দ্রুত দ্বিতীয় জুতা নিক্ষেপের সময় ঐ সাংবাদিক রাগান্বিত কণ্ঠে বলেন, 'ইরাকে নিহত ব্যক্তিবর্গ, তাদের বিধবা স্ত্রীগণ এবং ইয়াতীম সন্তানদের পক্ষ থেকে এটি তোর জন্য শেষ উপহার'। অবশ্য তৎক্ষণাৎ ঐ সাংবাদিককে নিরাপত্তারক্ষীরা টেনে-হিঁচড়ে কক্ষের বাইরে নিয়ে যায়। পরে তাকে বেদম প্রহার করা হয়। এতে তার হাত ও পাঁজর ভেঙ্গে গেছে। তিনি চোখেও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। মারপিটের কারণে তার শরীরের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধেছে।

প্রতাপশালী মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কঠোর নিরাপত্তার ভেতরে জুতা ছুঁড়ে মেরে সারাবিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন। আটক মুন্তাযেরের বড় ভাই উদাই আয-যায়দী এ ঘটনার প্রেক্ষিতে বলেন, এতে করে সব ইরাকীর হৃদয় গর্বে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, অসংখ্য ইরাকী মনেপ্রাণে চেয়েছেন আমার ভাইয়ের মতো একটি ঘটনা ঘটাতে। সঊদী আরবের একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বলেছেন, এ ঘটনা মধ্যপ্রাচ্যে বুশের প্রভাবের সর্বশেষ প্রতিক্রিয়া। বিশ্লেষকরা বলছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ যেভাবে মিথ্যা ও বানোয়াট অজুহাতে অভিযান চালিয়ে তেলসমৃদ্ধ দেশ ইরাক দখল করে নেন এবং ইরাকী জনগণকে নির্বিচারে হত্যার নির্দেশ দেন, তাতে নিরীহ ইরাকী জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও চরম ঘৃণার জন্ম হয়েছে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক। এর মধ্য দিয়ে মার্কিন যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট বুশের প্রতি গোটা ইরাকী জাতির ক্রোধ ও ঘৃণারই প্রতিফলন ঘটেছে। এটা ছিল ইরাকী জাতির পক্ষ থেকে এক প্রতিকী আক্রমণ।

বুশের প্রতি যায়দীর নিক্ষিপ্ত জুতা সঊদী আরবের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ মাখাফা এক কোটি ডলার দিয়ে কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আশা পূরণ হয়নি। কারণ ইরাকী নিরাপত্তা কর্মীরা জুতা দু'টি ধ্বংস করে ফেলেছেন। এদিকে যায়দীর পক্ষে আইনী লড়াই চালানোর জন্য সাদ্দাম হোসেনের আইনজীবী খলীল আদ-দুলায়মী প্রায় ২শ' জন আইনজীবীর একটি টিম গঠন করেছেন, যে টিমে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য দেশের আইনজীবীরাও রয়েছেন। যায়দীর মুক্তির জন্য ইরাকসহ অন্যান্য দেশে হাযার হাযার লোক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অবিলম্বে তার মুক্তি দাবী করেছেন। অন্যদিকে যায়দী এ ঘটনার জন্য ইরাকী প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন বলে এক সরকারী সূত্রে জানা যায়।

দুই দশকের সহিংসতায় জম্মু-কাশ্মীরে মারা গেছে ৪৭ হাযার লোক

ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মীরে গত দুই দশকের সহিংসতায় ৪৭ হাযারের বেশী লোক মারা গেছে। এর মধ্যে ২০ হাযার বেসামরিক লোক, ১ হাযার পুলিশ ও স্পেশাল ফোর্সের সদস্য রয়েছে। রাজ্যের মুখ্য সচিব এসএস কাপুর এ তথ্য জানান ২০ নভেম্বর '০৮।

মিসরে ৪৩০০ বছরের পুরনো আরেক পিরামিডের সন্ধান

মিসরের রাজধানী কায়রোর কাছাকাছি এলাকা সাক্কারায় প্রত্নতত্ত্ববিদরা ৪ হাযার ৩০০ বছরের পুরনো একটি পিরামিড খুঁজে পেয়েছেন। এ নিয়ে দেশটিতে ১১৮টি পিরামিডের সন্ধান পাওয়া গেল। এবারেরটি মিসরের ষষ্ঠ রাজবংশের রাণীর বলে ধারণা করা হচ্ছে। দেশটির প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান জাহি হাওয়াস জানিয়েছেন, সাক্কারায় বালুর গভীর তলদেশে চাপা পড়ে আছে অনাবিস্কৃত বিশাল এলাকা। ঐ এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি পিরামিড আবিস্কৃত হয়েছে। এলাকাটি বিখ্যাত গিজা পিরামিড থেকে ১৯ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এ আবিষ্কারটি বিশাল প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রের একটি বলে ধারণা করা হচ্ছে। সেখানে মিসরের প্রাচীন রাজধানী মেমফিসের শাসকদের আরো পিরামিড থাকতে পারে। খননে বর্গাকার ১৬ ফুট লম্বা একটি স্থাপনা পাওয়া গেছে, সেটি বালুর ৬৫ ফুট নীচে চাপা পড়েছিল।

মরণোত্তর জাতিসংঘ মানবাধিকার পুরস্কার পেলেন বেনজির

মরণোত্তর জাতিসংঘ মানবাধিকার পুরস্কার পেলেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো। ১০ ডিসেম্বর বেনজিরের পক্ষ থেকে এ পুরস্কার নেন তাঁর ছেলে বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি। মানবাধিকার রক্ষায় বেনজির যথাসম্ভব সবকিছু করতেন বলে জানান বিলাওয়াল ভুট্টো। ২০০৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানে আত্মঘাতী হামলায় নিহত হন বেনজির। মানবাধিকার বিষয়ক বিশ্বজনীন ঘোষণার ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মনোনীত ছয় ব্যক্তি ও এক সংগঠনের তালিকায় স্থান পায় বেনজিরের নাম।

পাকিস্তানের ৬০ ভাগ মানুষ প্রেসিডেন্ট হিসাবে নওয়াজ শরীফকে পসন্দ করেন

পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ প্রেসিডেন্ট হিসাবে আসিফ আলী জারদারির চেয়ে নওয়াজ শরীফকে বেশী পসন্দ করেন। তারা মনে করেন, দেশ এখন একটি ভুল পথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এক জরিপে দেখা গেছে পাকিস্তানের শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ মনে করেন, পাকিস্তান মুসলিম লীগের (পিএমএল) প্রধান নওয়াজ শরীফ প্রেসিডেন্ট জারদারির চেয়ে ভালভাবে দেশ পরিচালনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনষ্টিটিউশন' (আইআরআই) পরিচালিত এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ৮৮ ভাগ মানুষ বলেছেন, পাকিস্তান ভুল দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এদিকে শতকরা ৭৩ ভাগ মানুষ মনে করেন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে আরো খারাপ হয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

হৃদযন্ত্র ছাড়াই ১১৮ দিন!

হৃদযন্ত্র ছাড়াই কৃত্রিম রক্ত সঞ্চালন যন্ত্রের সাহায্যে এক মার্কিন কিশোরী ১১৮ দিন জীবিত ছিল। এরপর তার দেহে নতুন হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন করা হয়। এখন সে ধীরে ধীরে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। কিশোর বয়সে কোন রোগীর এভাবে হৃদযন্ত্র ছাড়াই বেঁচে থাকার ঘটনা এটিই প্রথম বলে চিকিৎসকেরা দাবী করেছেন। গত ১৯ নভেম্বর তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। সফল চিকিৎসা ও তাকে ছেড়ে দেওয়া উপলক্ষ্যে ঐদিন ডি ঝানা সিমন্স নামের ঐ কিশোরীকে নিয়ে চিকিৎসকেরা এক সংবাদ সম্মেলনে হাযির হন। তারা জানান, গত ২ জুলাই মিয়ামির হোলজ শিশু পাসপাতালে সিমন্সের শরীরে প্রথম হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন করা হয়। কিন্তু নতুন হৃদযন্ত্রটি ঠিকমতো কাজ না করায় তা দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর রক্তের প্রবাহ ঠিক রাখতে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি প্রতিষ্ঠানের তৈরী দু'টি কৃত্রিম রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র তার শরীরে স্থাপন করা হয়। আর গত ২৯ অক্টোবর তার শরীরে নতুন একটি হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন করা হয়।

খরা ঠেকাবে ধান গাছ, ফলন বেড়ে হবে দ্বিগুণ

খরাপ্রবণ অঞ্চলে ধান উৎপাদনে দারুণ সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। ধানে এমন কিছু জিনের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার মাধ্যমে সেঁচ ছাড়াই ধানের উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব হবে। যুক্তরাষ্ট্রের আলবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পিএইচ.ডি গবেষক ব্যাপক নিরীক্ষা চালিয়ে জিনগুলো শনাক্ত করেন। পরীক্ষামূলকভাবে এসব জীনের বৈশিষ্ট্য কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবিত জাতের ধানে দ্বিগুণ ফলন পাওয়া গেছে।

আলবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী জেরোমি বারনিয়ের চার বছর আগে মূলত উঁচু জমির ধান নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি গবেষণায় দেখতে পান, ধানে এমন কিছু জিন আছে, যেগুলো ধান গাছের মূলকে মাটির আরো গভীরে বাড়তে সাহায্য করে। এর ফলে ধানগাছ মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পানি ধরে রাখতে পারে। এই নতুন জাতের ধানের চাষ করে উৎপাদন হেক্টরপ্রতি ছয় টন পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মৃদু স্রোতেই উৎপাদিত হবে বিদ্যুৎ

পানিবিদ্যুৎ তৈরী করতে আর প্রচণ্ড স্রোতের দরকার পড়বে না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৌশলীরা এমন এক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন যা দিয়ে সামান্য স্রোতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। এতে খরচও পড়বে তুলনামূলক কম। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রকৌশলী বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর 'ভাইবেক' নামের এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট নদীতে প্রযুক্তির কার্যক্ষমতাও যাচাই করা হয়েছে। প্রযুক্তিটি উদ্ভাবনে মাছের বিচরণ-প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। তাই 'ভাইবেক'কে 'মৎস্য প্রযুক্তি'ও বলা হয়।

ভাইবেকের জন্য নিয়মিত জোয়ার-ভাটা কিংবা বাঁধ তৈরীর প্রয়োজন পড়বে না। এ পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ তৈরীর জন্য বেশ কিছু সিলিন্ডার পানির নীচে রাখা হয়। স্রোতের সংস্পর্শে এলে এগুলোর চারপাশে তীব্র ঘূর্ণাবর্ত তৈরী হয়। প্রচণ্ড গতি ও শক্তির এ ঘূর্ণাবর্তকে এক পর্যায়ে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এজন্যই প্রযুক্তিটির নাম দেয়া হয়েছে 'ভোরটেক্স ইনডিউসড ভাইব্রেশনস ফর এ্যাকুয়িটিক ক্লিন এনার্জি'-ভাইবেক তথা ঘূর্ণাবর্ত-সৃষ্ট কম্পাঙ্ক।

গবেষকরা বলেন, পানিতে স্রোতের গতি ঘণ্টায় দুই মাইল হ'লেই ভাইবেক বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। তাই বিশ্বের বেশির ভাগ মহাসাগর ও নদীর স্রোতেই এটি কাজ করবে। তারা জানান, বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত টারবাইনের চাকা ঘোরাতে ঘণ্টায় ছয় থেকে আট মাইল গতির স্রোত লাগে। এ বিবেচনায় ভাইবেককেই অধিক উপযোগী মনে করা হচ্ছে।

ত্বক ক্যান্সারের টিকা আবিষ্কারের পথে বিজ্ঞানীরা

পাঁচ থেকে ১০ বছরের মধ্যে ত্বকের ক্যান্সার নিয়ে সবার দুশ্চিন্তা দূর হ'তে পারে। তখন বাজারে সহজলভ্য হ'তে পারে এই ক্যান্সারের টিকা। অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানী অধ্যাপক ইয়ান ফ্রেজারের গবেষণা এই টিকা উদ্ভাবনের দ্বার খুলে দিয়েছে। ফ্রেজার বলেন, প্রাণীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে এ টিকার সুফল পাওয়া গেছে। আগামী বছর মানবদেহে এ টিকার পরীক্ষা চালানো হ'তে পারে। এ টিকা ত্বকের ক্যান্সার প্রতিরোধে ১০ থেকে ১২ বছরের শিশুদের শরীরে প্রয়োগ করা হবে। ফ্রেজারের এ টিকা প্যাপিলোমা ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করবে। এর সংক্রমণ থেকেই সাধারণত ত্বকের ক্যান্সার দেখা দেয়।

ডায়াবেটিস প্রতিষেধক আবিষ্কার

ডায়াবেটিস নিরাময়ে দেশে দেশে চলছে নিত্যনতুন গবেষণা। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ক্যান্সারের ওষুধের মধ্যে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিক প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন। গবেষণাগারে এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, ক্যান্সারের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত গ্লিভেক এবং সুটেন্ট টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সক্ষম। ইঁদুরের উপর চালানো পরীক্ষায় দেখা গেছে, গ্লিভেক এবং সুটেন্ট ইঁদুরের শরীরে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস ছড়াতে বাধা দেয় এবং ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে তা ডায়াবেটিস কমাতেও সাহায্য করে।

মাশরুম ক্যান্সার প্রতিরোধী ভিটামিন ডি'র উৎস

মানুষের খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে সাম্প্রতিককালে। সে পরিবর্তনের ধারায় যুক্ত হয়েছে মাশরুম। মাশরুমে প্রচুর ভিটামিন ডি রয়েছে এবং এই ভিটামিন আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সূর্যের তাপ মানবদেহে ক্যান্সার সৃষ্টি এবং কখনো কখনো হিটস্ট্রোকের কারণ হয়ে দাঁড়ালেও অতিরিক্ত সূর্যরশ্মি মাশরুমের মধ্যে ভিটামিন ডি-এর উৎস তৈরী করে। সে কারণে মাশরুম খেয়ে শরীরের ভিটামিন ডি'র চাহিদা মেটানো সম্ভব। ভিটামিন ডি মানুষের হৃৎপিণ্ড এবং হাড় পুনর্গঠনে সহায়তা এবং সেই সঙ্গে অ্যাজমা ও বেশ কয়েক প্রকার ক্যান্সার ও ডায়াবেটিকস রোগ প্রতিরোধ করে থাকে।

ইন্টেলিজেন্ট পিল

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এবার আবিষ্কার করেছেন ইন্টেলিজেন্ট পিল বা আই পিল নামে একটি ক্যাপসুল। এ পিলের নির্মাতা ফিলিপস। এ ক্যাপসুলের ভেতরে রয়েছে একটি মাইক্রোপ্রসেসর, ব্যাটারি, ওয়ারলেস রেডিও, পাম্প ও ড্রাগ রিজার্ভার। এটা শরীরের যে স্থানে প্রয়োজন ঠিক সেখানেই নির্দিষ্ট পরিমাণ মেডিসিন সরবরাহ করবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী সভা

রাজশাহী ২ নভেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব নওদাপাড়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওদাপাড়া শাখার যৌথ উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার দায়িত্বশীল মাওলানা আব্দুল হান্নান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান প্রমুখ।

রাজশাহী ৩ নভেম্বর সোমবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব কাশিমপুর (নওদাপাড়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ ছিয়ামুদ্দীন মাষ্টার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণির কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা সাঈদুর রহমান, মুহাম্মাদ আশীকুর রহমান ও অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা বোরহানুদ্দীন প্রমুখ।

রাজশাহী ৪ নভেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব বায়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আব্দুল বাছীর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

রাজশাহী ৫ নভেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব ভূগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণির কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী যেলা সোনামণির সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু নো'মান প্রমুখ।

পাবনা ৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পাবনা শহর শাখার উদ্যোগে স্থানীয় চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি মাওলানা আব্দুল কাদের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শিরীন বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন, যেলা কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ আফতাবুদ্দীন প্রমুখ।

জয়পুরহাট ৭ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে কালাই মূলগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন মাঠে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম নায়েবে আমীর ড. মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খলীলুর রহমান, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য মাওলানা ইবরাহীম বিন রইসুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি ও কালাই মসজিদ কমপ্লেক্স-এর পেশ ইমাম মাওলানা সেলিমুল্লাহ প্রমুখ।

নওগাঁ ৮ নভেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর নওগাঁ যেলার উদ্যোগে পাঁজরভাঙ্গা বাজার সংলগ্ন মাঠে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান মাষ্টার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ১৩ নং কশব ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এস. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহবায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ, , মুহাম্মাদ নিযামুল হক্ব, মুহাম্মাদ এনামুল হক প্রমুখ।

ইসলামী সম্মেলন

খানপুর, রাজশাহী ১৬ নভেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খানপুর এলাকার যৌথ উদ্যোগে

খানপুর প্রাইমারী স্কুল মাঠে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ধুরইল কামিল মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খানপুর মসজিদের ইমাম মাওলানা নযরুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুর ১৭ ডিসেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার গাংনী থানা সদরের গাংনী হাইস্কুল ফুটবল মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার যৌথ উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা হারদি কলেজের সহকারী অধ্যাপক জনাব আহমাদ শরীফ। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জের জামতৈল ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাওলানা আলমগীর হোসাইন। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া, মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ও কাযীপুর দাখিল মাদরাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট মাওলানা আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ। সম্মেলনে মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া (পশ্চিম) যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ, আহলেহাদীছ আইনজীবী পরিষদ মেহেরপুর যেলার আহ্বায়ক জনাব ফিরোজ আহমাদ, যেলা আহলেহাদীছ বণিক সমিতির আহ্বায়ক জনাব আব্দুল আলীম ও যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব হাসান সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন সাহারবাটি শাখা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা। যেলার বিভিন্ন এলাকা সহ পার্শ্ববর্তী যেলা চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী সম্মেলনে যোগদান করেন।

যুবসংঘ

কমিটি গঠন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ নভেম্বর বুধবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ২০০৮-০৯ শেসনের 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাবি 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি আব্দুল হালীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাবেক সভাপতি জনাব শামসুল আলম ও আতাউর রহমান প্রমুখ। প্রধান অতিথি আরবী বিভাগের এম.এ শেষ বর্ষের ছাত্র ইমামুদ্দীনকে সভাপতি ও একই বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র আব্দুর রশীদকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট রাবি 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করেন।

বিশ্বনাথপুর চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ২১ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার উদ্যোগে বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইমামুদ্দীন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ সহ কর্মপরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। কেন্দ্রীয় সভাপতি যেলা 'আন্দোলন'-এর উপস্থিত কর্মী ও দায়িত্বশীলদের সাথে পরামর্শ ক্রমে মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ মুখতারুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করেন।

মতবিনিময় সভা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৪ নভেম্বর সোমবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর উদ্যোগে দারুল ইমারত নওদাপাড়ায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর কর্মীদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাবি সভাপতি ইমামুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে আমীরে জামা'আত বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর নেতা ও কর্মীরা যেন মহাসমুদ্রে বৃষ্টি বিন্দুর মত হারিয়ে না গিয়ে মুক্তা বিন্দুর মত ভেসে থাকে। অর্থাৎ অন্য সংগঠনের দুনিয়াবী জৌলুস দেখে প্রতারিত না হয়ে নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে স্বীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্লাটফরমে টিকে থাকে। তিনি দ্বীনের ছহীহ দাওয়াত প্রতিটি ছাত্রের কর্ণকুহরে পৌঁছে দেয়ার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয়

Contents

প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্মপরিষদ সহ কলা ও বিজ্ঞান অনুষদের সকল দায়িত্বশীল বৃন্দ।

দায়িত্বশীল বৈঠক

সাতক্ষীরা, ১২ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব যেলার পলাশপোল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সাতক্ষীরা সদর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল খালেক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সীমান্ত ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও এ্যাড. যিল্লুর রহমান প্রমুখ। উক্ত বৈঠকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়।

ব্রজনাথপুর, পাবনা ২৮ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন '০৯ উপলক্ষ্যে ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল সমন্বয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য কর্মী সম্মেলন সফল করার জন্য যেলার সর্বস্তরের কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রশিক্ষণ

লালপুর, নাটোর ১২ ডিসেম্বরঃ অদ্য বাদ জুম'আ লালপুর, রহিমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল গাফফার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রহিমপুর দাখিল মাদরাসার শিক্ষক ও রহিমপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল জনাব শহীদুল ইসলাম, বাউসা হেদাতীপাড়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন মুহাম্মাদ ইউসুফ।

আলীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৭ ডিসেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার রহনপুর এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় আলীনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন মাঠে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুখতারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমামুদ্দীন।

মহিলা সমাবেশ

ঢাকা ২৮ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব ফযলুল হক্ব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক ও মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল প্রমুখ। বক্তাগণ পর্দার অন্তরালে সমবেত মা-বোনদেরকে কুরবানীর ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে যাবতীয় পশুত্বকে কুরবানী করে সর্বাধিক তাক্বওয়া অর্জনের আহ্বান জানান। সমাবেশে বংশাল সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন মহল্লার প্রায় আশি জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহসিন আকন্দ। উল্লেখ্য যে, প্রতি ইংরেজী মাসের শেষ শুক্রবারে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' কার্যালয় ২২০ বংশালের দ্বিতীয় তলায় নিয়মিত মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মৃত্যুসংবাদ

গত ১২ ডিসেম্বর '০৮ রোজ শুক্রবার বাঁকাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সাতক্ষীরায় জামা'আতে মাগরিবের ছালাত আদায় রত অবস্থায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমানের শ্বশুর, অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ আব্দুল গাফফার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফীয়া মাদরাসার একজন একনিষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁর ছালাতে জানাযা পরদিন শনিবার বাদ যোহর মসজিদের উত্তর পার্শ্বস্থ ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। জাযানা ছালাতে ইমামতি করেন তাঁর জামাতা মাওলানা ফজলুর রহমান। তার জানাযার ছালাতে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসায়েন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১২১)ঃ কবরের পার্শ্বে মাদরাসার ঘর নির্মাণ করা ঠিক হবে কি? দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-পলাশ
রংপুর।

উত্তরঃ কবরের পার্শ্বে মাদরাসা নির্মাণে কোন শারঈ বাধা নেই। তবে কবরকে মসজিদ বা ছালাতের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করা নিষিদ্ধ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭১২)*।

প্রশ্নঃ (২/১২২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দাফন করার সময় পূর্ব-পশ্চিমে নাকি উত্তর-দক্ষিণে করে দাফন করা হয়েছিল?

-ইসমাঈল
জামিরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মদীনায় দাফন করা হয়েছে আর মদীনার ক্বিবলা হ'ল দক্ষিণ দিকে *(ছফীউর রহমান মুবারকপুরী, বুলূগুল মারাম হা/৯৬-এর ব্যাখ্যা)*। অতএব রাসূল (ছাঃ)-কে পশ্চিম দিকে মাথা রেখে এবং দক্ষিণ দিকে ক্বিবলামুখী করে দাফন করা হয়েছে। যেমন আমাদের দেশে উত্তর দিকে মাথা রেখে পশ্চিম দিকে ক্বিবলামুখী করে রাখা হয়।

প্রশ্নঃ (৩/১২৩)ঃ ছেঁড়া কুরআন মাজীদ মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে, নাকি পুড়িয়ে ফেলতে হবে?

-আব্দুল হাকীম
কোন্দা, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ৩য় খলীফা ওছমান (রাঃ) কয়েকটি উপভাষায় লিপিকৃত কুরআন মাজীদগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র কুরায়শী নুসখাটি রেখে অবশিষ্টগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিলেন *(বুখারী, ফৎহুল বারী ৯/১১, 'কুরআন সংকলন' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২২২১ 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়)*। অতএব ছেঁড়া পাতাগুলো পুড়িয়ে ফেলাই উত্তম।

প্রশ্নঃ (৪/১২৪)ঃ আমরা জানি যে, এক সাথে ২-৩ বছরের জন্য আম বাগান বিক্রয় করা হারাম। তাহ'লে সেই বাগান বিক্রয়ের টাকা দিয়ে বিদেশে গিয়ে উপার্জনকৃত টাকা হালাল হবে কি?

-ইউসুফ
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফল পাকার পূর্বে এবং এক সাথে কয়েক বছরের জন্য বাগান বিক্রি করা শরী'আতে নিষিদ্ধ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৪০ এবং মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৪১)*। অতএব উক্ত পদ্ধতিতে বাগান বিক্রি করলে তা হারাম হবে। আর এই হারাম অর্থ দিয়ে ব্যবসা বা উক্ত অর্থ খরচ করে বিদেশে গিয়ে উপার্জিত টাকাও হারাম হবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬৬)*।

প্রশ্নঃ (৫/১২৫)ঃ জনৈক বক্তা বলেছেন, আরবের কোন এক শহরের অধিবাসীরা ঢিলা ও পানি এ দু'টি জিনিস দ্বারা ইস্তেঞ্জা করত। এজন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের প্রশংসা করেছেন। এ বক্তব্য কি সঠিক? পানির আগে টিস্যু পেপার ব্যবহার করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আখতারুল ইসলাম
চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ সূরা তওবা ১০৮ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কোবাবাসীদের প্রশংসা করেছেন। কারণ তারা শুধু পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতেন, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/৪৪; বুলূগুল মারাম হা/১০৫; বিস্তারিত দ্রঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্য।)*। তবে তারা পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করার পর ঢিলা ব্যবহার করতেন মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মুসনাদে বায্যারে যে বর্ণনাটি এসেছে তা যঈফ *(বুলূগুল মারাম হা/১০৪)*। পানির আগে টিস্যু পেপার বা অন্য কিছু ব্যবহার করা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে। অতএব কেবল পানিই যথেষ্ট।

প্রশ্নঃ (৬/১২৬)ঃ খিযির (আঃ) কে ছিলেন? তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু কখন হয়েছে? জনৈক বক্তা বলেন, খিযির (আঃ) এবং তাঁর বংশধরগণ আজও নদী ভাঙ্গনের কাজে নিয়োজিত। এই বক্তব্য কি সঠিক?

-মুযাফফর রহমান
আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অধিকাংশ মুফাসসির এ বিষয়ে একমত যে, খিযির নবী ছিলেন না। তবে নিঃসন্দেহে তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। যারা বলেছেন তিনি এখনো জীবিত আছেন তাদের সূত্র অত্যন্ত দুর্বল। উল্লেখ্য যে, তিনি এবং তাঁর বংশধরগণ নদী ভাঙ্গনের কাজে নিয়োজিত আছেন কথাটির কোন সত্যতা নেই। তাঁর মারা যাওয়ার দলীল হিসাবে ইমাম বুখারী (রহঃ) নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করেছেন 'আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমরা অনন্ত জীবন দান করিনি' *(আম্বিয়া ২১/৩৪; ক্বাছাছুল আম্বিয়া, পৃঃ ২৯৯)*।

Contents

প্রশ্নঃ (৭/১২৭)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কবরে রাখার সময় بسم الله وعلى ملة رسول الله বলা হয়েছিল কি?

-হাসীবুল ইসলাম
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইবনু ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা মাইয়েতকে কবরে রাখবে তখন 'বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হি' বলবে *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৭০৭; বুলূগুল মারাম হা/৫৬২)*। অতএব নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ পালনার্থে তাঁকে দাফন করার সময় উক্ত দো'আ পাঠ করে।

প্রশ্নঃ (৮/১২৮)ঃ মসজিদে নববী তৈরী করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাদের জমি ক্রয় করেছিলেন?

-শরীফুল ইসলাম
ঘোনা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন হিজরত করে মদীনায় এলেন এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য আদিষ্ট হ'লেন, তখন তিনি বনু নাজ্জার গোত্রকে ডেকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের বাগান মসজিদ নির্মাণের জন্য বিক্রি করে দাও। তখন তারা বলল, আমরা এর বিনিময় নিব না, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এটা ছেড়ে দিলাম' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩৭৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৯/১২৯)ঃ পালিত পুত্রের বিবাহের সময় পালক পিতার নাম ব্যবহার করা যাবে কি? যদিও তার প্রকৃত পিতার নাম জানা আছে।

-এম.এ সরকার
ভানকুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পালিত সন্তানের বিবাহ সহ সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পিতার পরিচয় দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহ্‌র কাছে ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হ'লে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হ'লে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(আহযাব ৩৩/৫)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৩০)ঃ কখন থেকে জুম'আর ছালাতের সূচনা হয়? জুম'আর ছালাতের জন্য অনেক মসজিদে দু'বার আযান দেওয়া হয়। এর ভিত্তি আছে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ১ম হিজরীতে জুম'আ ফরয হয় এবং হিজরতকালে ক্বোবা ও মদীনার মধ্যবর্তী বনু সালেম গোত্রে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর ছালাত আদায় করেন *(কুরতুবী, সূরা জুম'আ; ইরওয়াউল গালীল ৩/৬৮ পৃঃ)*। জুম'আর আযান একটি, যা খত্বীব মেম্বারের উপর বসার পর দিতে হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর যুগে এবং ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথমার্ধে এই নিয়ম চালু ছিল। অতঃপর মুসলিমদের সংখ্যা ও নগরীর ব্যস্ততা বেড়ে গেলে ওছমান (রাঃ) জুম'আর পূর্বে মসজিদে নববী থেকে দূরে 'যাওরা' বাজারে একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে লোকদের হুঁশিয়ার করার জন্য পৃথক একটি আযানের নির্দেশ দেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪০৪; ফাৎহুল বারী ২/৪৫৮)*। খলীফার এই হুকুম ছিল স্থানিক প্রয়োজনের কারণে একটি সাময়িক রাষ্ট্রীয় ফরমান মাত্র। তাই সর্বদা এই নিয়ম চালু করার পিছনে কোন যুক্তি নেই। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আচরিত সুন্নাতের অনুসরণই সকল মুমিনের কাম্য *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১০৫-১০৬)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৩১)ঃ অনেক বক্তার মুখে শুনা যায়, জুম'আর দিন তাহইয়াতুল মসজিদ দুই রাক'আত, ফরয দুই রাক'আত এবং ফরযের পরে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করলেই ছালাত হয়ে যাবে। কথাটি কতটুকু সত্য?

-আনোয়ার
বেড়াশুলা, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে ছালাত হয়ে যাবে। তবে জুম'আর ফরয ছালাতের পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছালাত নেই। মুছল্লী কেবল 'তাহইয়াতুল মসজিদ' দু'রাক'আত পড়ে বসবে। সময় পেলে খুৎবার আগ পর্যন্ত যত খুশী নফল ছালাত আদায় করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮২)*। জুম'আর ছালাতের পরে মসজিদে চার রাক'আত অথবা বাড়ীতে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করবে। তবে মসজিদেও চার বা দুই কিংবা চার ও দুই মোট ছয় রাক'আত সুন্নাত পড়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৬; মির'আত ২/১৪৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১০)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৩২)ঃ হজ্জ করতে গিয়ে মক্কা থেকে কাফনের কাপড় সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করা যাবে কি?

-আব্দুল মতীন
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ হজ্জ শেষে ফেরার সময় মক্কা থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করাতে শারঈ কোন বাধা নেই। কিন্তু অধিক ফযীলতপূর্ণ মনে করে সেখান থেকে কাফনের কাপড় ক্রয় করা ঠিক নয়। এটা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ির শামিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না' *(নিসা ১৭১)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩৩)ঃ চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ বৈঠকের সময় বায়ু নির্গত হ'লে পূর্বের দু'রাক'আত ছালাত

Contents

হবে কি? নাকি আবার শুরু থেকে চার রাক'আত আদায় করতে হবে?

-আশিকুর রহমান
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ পুনরায় শুরু থেকে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা ঐ ব্যক্তি তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা ছালাত শুরু করলেও সালাম দ্বারা ছালাত শেষ করেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছালাতের শুরু হ'ল তাকবীর এবং শেষ হ'ল সালাম' *(আবুদাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩১২)*। উল্লেখ্য যে, ছালাতরত অবস্থায় বায়ু নির্গত হ'লে পুনরায় ওযূ করে এসে বাকী ছালাত আদায় করতে হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। এছাড়া নতুনভাবে ওযূ করে পুনরায় নতুনভাবে ছালাত শুরু করতে হবে মর্মে আবুদাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত তালক্ব ইবনু আলী (সঠিক নাম হবে আলী ইবনু তালক্ব) বর্ণিত হাদীছটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) 'হাসান' বলেছেন। ইবনুল মুনযির 'হাসান' হিসাবে তা নকল করেছেন এবং তিনি তার স্বীকৃতিও দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান উক্ত হাদীছটি 'ছহীহ' বলেছেন। মুতাক্বাদ্দিমীনের মধ্যে ইবনুল ক্বাত্তান ব্যতীত কেউ যঈফ বলেননি *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩-৩৮৪)*। শায়খ আলবানী (রহঃ)ও উক্ত হাদীছকে যঈফ বলেছেন *(যঈফ আবুদাউদ হা/২০৫ ও ১০০৫)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৩৪)ঃ আমার এলাকায় একটি 'খোলা তালাক' হয়। পরবর্তীতে স্ত্রী ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় স্বামীর সাথে সংসার করার ইচ্ছা পোষণ করে। এক পর্যায়ে ৪ মাস ৬ দিন পরে স্বামী-স্ত্রী কাযী অফিসে গিয়ে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে কি?

-আব্দুল খালেক
উলানিয়া, বরিশাল।

উত্তরঃ উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে। স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় মোহর ফেরত দিয়ে স্বামীর কাছ থেকে খোলা করে থাকে, তাহ'লে তার জন্য ইদ্দত হ'ল এক হায়েয, ৪ মাস ১০ দিন নয়। ছাবেত ইবনু ক্বায়েসের স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে খোলা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ইদ্দত এক হায়েয নির্ধারণ করেন *(ছহীহ আবুদাউদ হা/২২২৯; তিরমিযী, বুলূগুল মারাম/১০৬৭)*। খোলা দ্বারা তালাকে বায়েন পতিত হয়। ইদ্দতের পরে যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে গ্রহণ করতে চায় তাহ'লে মোহর ধার্য করে নতুন বিবাহের মাধ্যমে আবদ্ধ হ'তে হবে *(দ্রঃ তালাক ও তাহলীল বই, পৃ:১০-১১)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৩৫)ঃ আরবীতে নিজের প্রয়োজনীয় দো'আ তৈরী করে সিজদার মধ্যে পড়া যাবে কি?

-এম. এ ছবুর
নবীনগর, খুলনা।

উত্তরঃ সিজদা অথবা ছালাতের কোন স্থানেই আরবী অথবা অন্য কোন ভাষায় প্রয়োজনীয় দো'আ তৈরী করে পড়া যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত মানুষের কথাবার্তা বলার ক্ষেত্র নয়। এটা কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্যই নির্দিষ্ট' *(ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৭, আবুদাউদ হা/৭৯৫; নাসাঈ হা/১২০৩*। তবে কুনূতে নাযেলায় রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ধরে তাদের বিরুদ্ধে দো'আ করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮৮)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৩৬)ঃ আলেমদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, স্ত্রী-কন্যাদেরকে যে ব্যক্তি যথাযথভাবে পর্দায় রাখে না এবং যত্রতত্র ঘোরাফেরা ও বেগানা পুরুষের সামনে যাতায়াত করা থেকে বিরত রাখে না সে 'দাইয়ুছ'। আর দাইয়ুছ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কিন্তু স্ত্রী-কন্যাদের বোঝানোর পরও যদি তারা কথা না শোনে তাহ'লে ঐ ব্যক্তির করণীয় কী?

-হেলালুদ্দীন
কালাচাঁদপুর, গুলশান, ঢাকা।

উত্তরঃ আলেমদের উক্ত বক্তব্য সঠিক *(আহমাদ হা/৬১৮০, নাসাঈ হা/২৫৬২ সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৬৫৫)*। অভিভাবকের উপদেশ উপেক্ষা করে যদি কেউ ইসলাম বহির্ভূত রীতিতে চলাফেরা করে তাহ'লে সেজন্য অভিভাবক দায়ী থাকবেন না এবং তিনি দাইয়ুছও হবেন না। তবে তার কর্তব্য হবে তাদের প্রতি উপদেশ অব্যাহত রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতএব আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা। আপনি তাদের শাসক নন' *(গাশিয়াহ ২১-২২)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'আপনি উপদেশ দিন, কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে' *(আয-যারিয়াত ৫৫)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৩৭)ঃ আদম (আঃ) পৃথিবীতে আসার পর অন্যান্য নবী-রাসূলের ন্যায় কোন গোত্র বা মানুষকে দাওয়াত দিতেন কি? আদম (আঃ)-এর সময়ে মানুষ কি মূর্তি পূজার মত শিরক করত? কখন থেকে মূর্তিপূজা শুরু হয়?

-রুবিনা হেলাল
কালাচাঁদপুর, গুলশান, ঢাকা।

উত্তরঃ অন্যান্য নবী-রাসূলগণের মত আদম (আঃ)ও মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিতেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব বলেন, আদম (আঃ)-এর মৃত্যুর সময় হ'লে তিনি তাঁর পুত্র শীছ (আঃ)-কে অছিয়ত করলেন, তাকে দিন-রাতের সময় শিক্ষা দিলেন এবং তাকে ইবাদতের সময় শিক্ষা দিলেন *(ক্বাছাছুল আম্বিয়া, পৃঃ ১০৩)*। তাঁর যুগে মূর্তিপূজা ছিল না। মূর্তিপূজা শুরু হয় নূহ (আঃ)-এর যামানায় *(ফাৎহুল বারী ৮/৮৬৪ পৃঃ, হা/৪৯২০-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৩৮)ঃ পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় আযান শুনলে তার জওয়াব দিতে হবে কি? বর্তমানে গোসলখানা ও টয়লেট একত্রে তৈরী হচ্ছে। প্রশ্ন হ'ল, ঐ বাথরুমে ওযু ও গোসল করা যাবে কি? শুনা যায়, অপবিত্র স্থানে আল্লাহ্র নাম নেওয়া যাবে না। সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-শরীফুল ইসলাম
গাজীপুর।

উত্তরঃ পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় আযান শুনলে তার জওয়াব দিতে হবে না। টয়লেটযুক্ত গোসলখানাতেও আযানের জওয়াব এবং যিকর করা যাবে না। যখন সেখানে প্রবেশ করবে তখন দো'আ পড়ে প্রবেশ করবে এবং বের হওয়ার সময় বের হয়ে দো'আ পড়বে এবং ওযূ করে বাইরে বের হয়ে ওযূর দো'আ পড়বে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৩৭ ও ৩৫৯; ফাতাওয়া লাজনা-দায়েমা ৫/৯২)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৩৯)ঃ কুরবানীর পশুর গলায় লাল ফিতা বেঁধে দেওয়া যাবে কি?

-শামসুযযামান
বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানীর পশু হিসাবে কেবল পরিচিতির জন্য দেওয়া যেতে পারে *(বুখারী হা/১৭০০)*। তবে তা যেন মুশরিক ও বিদ'আতীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৪০)ঃ আমি জনৈক আলেমকে দেখেছি যে, তিনি কুরআন তেলাওয়াত রত অবস্থায় সিজদার আয়াত পড়ে দক্ষিণ দিকে মুখ করে সিজদা করলেন। এটা কি জায়েয? আর সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সিজদা না করলে তার পরিণাম কী হবে?

-সাইফুল ইসলাম
জামুর, শেরপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ তেলাওয়াতে সিজদা যেহেতু ছালাত নয়, সেকারণে এর জন্য ওযূ বা ক্বিবলা শর্ত নয়। সুতরাং সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে বা শ্রবণ করলে যেকোন দিকে মুখ করে সেজদা করা যায়। একই আয়াত বারবার পড়লে তেলাওয়াত শেষে একবার সিজদা করলেই যথেষ্ট হবে। স্থান পরিবর্তন হ'লে আর সিজদা করতে হয় না বা ক্বাযাও আদায় করতে হয় না। এই সিজদা ফরয নয়। করলে নেকী আছে, না করলে গুনাহ নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৪-৮৫)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৪১)ঃ একটি মেয়ে তার আপন বৃদ্ধা দাদীর সাথে ঝগড়ার এক পর্যায়ে তাকে আঘাত করতে উদ্যত হ'লে তার মা তাকে বিরত রাখে। ঘটনাটি জানার পর মেয়েটির পিতা তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেন। এমনকি পিতা এখন মেয়েকে মেয়ে বলে স্বীকার করতে অসম্মত। মেয়েটি তার দাদীর কাছে ক্ষমা নিলেও পিতা তাকে ক্ষমা করতে নারায। এখন তার করণীয় কি?

-মশিউর রহমান
গুলশান, ঢাকা।

উত্তরঃ মেয়েটি দাদীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে এবং তাকে মারতে উদ্যত হয়ে নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে সে দাদীর কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে নেওয়ায় সে এখন অপরাধ মুক্ত। সুতরাং মেয়ের সাথে কথা না বলা, তাকে মেয়ে বলে স্বীকার না করা এবং তার উপর অসন্তুষ্ট থাকা পিতার জন্য অন্যায় হবে। অতএব পিতার উচিত মেয়েকে ক্ষমা করে দিয়ে তার সাথে স্বাভাবিক আচরণ করা। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর চাচা আমীর হামযাহ (রাঃ)-এর হত্যাকারী নওমুসলিম ওয়াহশীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন *(বুখারী ২/৫৮২ পৃঃ)*। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা মুত্তাক্বীদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, যারা সচ্ছলতা ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা ক্রোধকে সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন *(আলে ইমরান ১৩৪)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৪২)ঃ ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহকে বলেন, হে আল্লাহ! আমি জান্নাত দেখতে চাই। তখন আল্লাহ জিবরীল (আঃ)-কে বললেন, তুমি তাকে জান্নাত দেখাও। জিব্রীল ইলিয়াসকে বললেন, আপনি শুধু একপলক দেখবেন। অতঃপর তিনি জান্নাত যাওয়ার পর আর বের হননি। এখন পর্যন্ত তিনি জান্নাতে অবস্থান করছেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাহিন আলম
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনাটি ইলিয়াস (আঃ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং ইদরীস (আঃ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে ইদরীস (আঃ) সম্পর্কে কথিত উক্ত ঘটনাটি জাল বা মিথ্যা *(দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১৪৩)ঃ কোন একটি নির্দিষ্ট মসজিদে দান করার নিয়ত করার পর নিয়ত পরিবর্তন করে অন্য মসজিদে দান করা যাবে কি?

-ইদরীস পাটোয়ারী
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ শারঈ বিবেচনায় দাতা তার নিয়ত পরিবর্তন করতে পারেন, অন্য কোন বিবেচনায় নয়। যেমন মসজিদে শিরক-বিদ'আতের প্রচলন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা মসজিদের জমিতে ওয়াকফের ব্যাপারে কোন ত্রুটি থাকলে অথবা অন্য মসজিদে দানের অধিক প্রয়োজন মনে করলে ইত্যাদি কারণে নিয়ত পরিবর্তন করা যাবে *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ 'ওয়াক্ফ' অধ্যায় ৩/৩৮৬)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৪৪)ঃ কেউ কেউ বলেন, 'ছালাতুয যুহা' আদায় করলে ওমরার নেকী পাওয়া যায়, একথা সঠিক কি? এর রাক'আত সংখ্যা সহ ফযীলত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মান্নান ব্যাপারী
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায়ের পর সেখানে বসেই যিকর-

আযকারে মশগূল থাকল। অতঃপর সূর্যোদয়ের পর সেখানেই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল। সে ব্যক্তি একটি হজ্জ ও ওমরাহ্‌র ন্যায় নেকী পেল' *(ছহীহ তিরমিযী হা/৫৮৬ সনদ হাসান; মিশকাত হা/৯৭১ 'ছালাতের পরে যিকর' অনুচ্ছেদ)*। এই ছালাতকে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' বলা হয়, যা ছালাতুয যুহার প্রথমাংশের ছালাত *(দ্রঃ মির'আত হা/৯৭৮-এর ব্যাখ্যা)*। এ ছালাতের রাক'আত সংখ্যা ২, ৪, ৮, ১২ পর্যন্ত পাওয়া যায়। মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ৮ রাক'আত পড়েছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩০৯)*। বোরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড় আছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ'ল- প্রত্যেক জোড়ের জন্য একটি করে ছাদাক্বা করা। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কার শক্তি আছে এই কাজ করার? তিনি বললেন, চাশতের দু'রাক'আত ছালাতই এজন্য যথেষ্ট' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮০)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৪৫)ঃ ওযূর ফরয কয়টি ও কি কি? দলীলভিত্তিক সঠিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ভেউর এলাকাবাসী
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী ওযূর ফরয চারটিঃ (১) পুরা মুখমণ্ডল ধৌত করা (২) দুই হাত কনুই সমেত ধৌত করা (৩) দুই পা টাখনু সহ ধৌত করা (৪) কানসহ মাথা মাসাহ করা *(মায়েদাহ ৬)*। এছাড়া উক্ত আয়াতের আলোকে বিদ্বানগণ ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা, এক অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার আগে আরেক অঙ্গ ধৌত করা ও নিয়ত করাকে ফরয বলেছেন *(শায়খ ওছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২১৯; ফাতাওয়া শায়খ বিন বায ১০/১০২-১০৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮-৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৪৬)ঃ জনৈক বক্তা খুৎবা দেওয়ার সময় বলেন যে, কোন মানুষ যদি কোনদিন সাতবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায় তাহ'লে জাহান্নাম বলে, হে আমার প্রতিপালক! আপনার অমুক বান্দা আমার কাছ থেকে আপনার নিকট মুক্তি চেয়েছে আপনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন। আর কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট সাতবার জান্নাত চাইলে জান্নাত বলে, হে আমার প্রতিপালক! আপনার অমুক বান্দা আমাকে চেয়েছে। আপনি দয়া করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। উক্ত বর্ণনাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রূহুল আমীন শাহ
শাঁখারীপাড়া, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং সঠিক বর্ণনা নিম্নরূপঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনবার জান্নাত চাইবে তখন জান্নাত বলবে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইবে জাহান্নাম তখন বলবে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪৩৪০; তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৭৮)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৪৭)ঃ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই। কিন্তু আল্লাহ কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় বহুবচন ব্যবহার করেছেন কেন?

-ডাঃ যহীরুল হক
রামপাল, কুমিল্লা।

উত্তরঃ সম্মানের ক্ষেত্রে এক বচনকে বহু বচন ব্যবহার করা হয়। সেকারণ আল্লাহ তা'আলা নিজের সম্মানার্থে বহু বচন ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্নঃ (২৮/১৪৮)ঃ কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে রক্ত দিলে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন প্রতিদান আছে কি? আর কোন বেনামাযীকে রক্ত দিলে তার জন্য কোন গুনাহ হবে কি?

-ইবরাহীম
ত্রিমোহনী, ঢাকা।

উত্তরঃ নামাযী-বেনামাযী যেকোন মানুষের উপকারার্থে রক্ত দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে কল্যাণ বা ছওয়াব রয়েছে। কারণ এটা মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য এবং দয়া করার শামিল। জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহম করেন না যে মানুষের প্রতি দয়া করে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৪৭)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৪৯)ঃ ইসলামিক টিভিতে 'জেনে নাও' নামক ইসলামিক অনুষ্ঠানে জনৈক আলেম বলেন, ফজর, মাগরিব, এশা ও জুমার ছালাতের প্রথম দুই রাক'আতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে না, শুধু শুনতে হবে। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যেহেতু ইমাম সরবে সূরা ফাতেহা পড়েন সেহেতু নীরবে শোনাই উত্তম। কেননা যেখানে কুরআন তেলাওয়াত হয় সেখানে মনোযোগ সহকারে তেলাওয়াত শোনাও ছওয়াব। উক্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আলমগীর
মাষ্টারপাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিতে উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য সকল প্রকার ছালাতের প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয। উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন কুরআন পাঠ করা

হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর ও চুপ থাক' *(আ'রাফ ২০৪)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কি ইমামের ক্বিরাআত অবস্থায় কিছু পাঠ করে থাক? এটা করবে না। বরং কেবলমাত্র সূরায়ে ফাতিহা চুপে চুপে পড়বে' *(বুখারী, জুযউল ক্বিরাআত, ছহীহ ইবনু হিব্বান, ত্বাবারানী আওসাত্ব, বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী, অনুচ্ছেদ নং ২২৯, হা/৩১০ দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৫১)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৫০)ঃ জনৈক মুসলিম ব্যক্তি ইহুদীর সাথে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে যায়। তিনি ইহুদীর পক্ষে ফায়ছালা দেন। মুসলিম ব্যক্তি রাসূলের ফায়ছালা উপেক্ষা করে ওমর (রাঃ)-এর কাছে গেলে ওমর (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। উক্ত ঘটনা কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান
ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রকৃত ঘটনা এই যে, রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফাতো ভাই যুবায়ের (রাঃ) এবং বদরী ছাহাবী হাতেব বিন আবু বালতা'আহ আনছারীর মধ্যে নালা থেকে ক্ষেতে পানি দেওয়া নিয়ে ঝগড়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুবায়ের (রাঃ)-এর পক্ষে রায় দেন। কেননা তাঁর জমি ছিল উঁচুতে এবং বিবাদীর জমিটি ছিল নীচুতে। তাই উপরের ক্ষেতে পানি না দিয়ে নীচের ক্ষেতে আগে পানি চালু করা সম্ভব ছিল না। তাতে বিবাদী নাখোশ হয়ে বলেন যে, যুবায়ের আপনার ফুফাতো ভাই হওয়ার কারণে আপনি তার পক্ষে রায় দিলেন। এতে আল্লাহ্র রাসূলের চেহারা লাল হয়ে যায়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা নিসা ৬৫ আয়াতটি নাযিল হয় *(বুখারী হা/৪৫৮৫ ও অন্যান্য, তাফসীর ইবনে কাছীর)*। প্রশ্নে উল্লেখিত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনাটি এবং এর কারণে ওমর (রাঃ)-কে 'ফারূক' উপাধি দেওয়া হয় বলে কালবী সূত্রে আবু ছালেহ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে যে বর্ণনা এসেছে, যা যঈফ এবং বিস্ময়কর (غريب)। কালবী 'মিথ্যুক' বলে অভিযুক্ত *(তাহক্বীক কুরতুবী হা/২২৯৮ ও ২২৯৯-এর টীকা দ্রঃ; ইবনু কাছীর একে 'অতীব বিস্ময়কর' বলেছেন)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৫১)ঃ জনৈক ব্যক্তির সাথে এক মহিলার অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে সন্তান হয়। পরে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। প্রশ্ন হ'ল- বিবাহের আগে তাদের যে সন্তান জন্ম নিল, সে সন্তান কি পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'তে পারবে?

-আব্দুল কাফী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত সন্তান 'জারজ' হিসাবে গণ্য হবে। আর জারজ সন্তান পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না এবং পিতাও তার উত্তরাধিকারী হবে না *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৭৪৫; তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০৫৪)*। তবে সে তার মাতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে এবং মাতাও তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الولد للفراش 'সন্তান হ'ল বিছানার' অর্থাৎ তার মায়ের *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৯১২, ৩৩২০)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৫২)ঃ সূরা মা'আরিজের ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, দায়েমী (সার্বক্ষণিক) ছালাত কায়েমী (আনুষ্ঠানিক) ছালাতের চেয়ে উত্তম। প্রশ্ন হ'ল, সার্বক্ষণিক ২৪ ঘণ্টা কিভাবে ছালাতের উপর থাকা যায়? দায়েমী ছালাত ও কায়েমী ছালাত কি ধরনের, কেমন করে আদায় করতে হয়?

-ডাঃ মুহাম্মাদ যহীরুল হক্ব
রামপাল, ময়নামতি বাজার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ইমাম কুরতুবী ও ইবনু কাছীর বলেন, উক্ত আয়াতের অর্থ হ'ল, যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে ওয়াজিব সমূহ সহকারে নিয়মিতভাবে ছালাত আদায় করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ 'আল্লাহ্র নিকটে প্রিয়তর আমল হ'ল নিয়মিত করা, যদিও তা কম হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৪২ 'আমলে মধ্যপন্থা অবলম্বন' করা অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৫৩)ঃ চুল এবং দাড়ি সাদা হয়ে গেলে তা কালো করার জন্য কোন কিছু ব্যবহার করা যায় কি?

-মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান
ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ, কুমিল্লা।

উত্তরঃ পুরুষের চুল-দাড়ি বা মহিলাদের চুল সাদা হয়ে গেলে মেহেদী বা অন্য কিছু দিয়ে রাঙ্গানো যায়। তবে কালো করার জন্য কোন কিছু ব্যবহার করা যাবে না। জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবুবকর (রাঃ)-এর পিতা আবু কুহাফাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট যখন নিয়ে আসা হয়, তখন তার মাথার চুল ও দাড়ি সাদা কাশফুলের ন্যায় ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কোন কিছু দিয়ে চুলগুলোর রং পরিবর্তন কর, তবে কালো রং থেকে বিরত থাক *(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৯, 'হলুদ ও লাল রং দিয়ে চুল রাঙ্গানো মুস্তাহাব এবং কালো দিয়ে রাঙ্গানো হারাম' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৪৪২৪ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। তিনি বলেন, আখেরী যামানায় একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় কালো খোযাব ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'চুল রাঙানোর শ্রেষ্ঠ রং হ'ল মেহেদী এবং 'কাতাম' ঘাস' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫১)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৫৪)ঃ জনৈক ইমাম দরূদ শরীফের ফযীলত বর্ণনায় বলেন, নৌকার মাঝির দরূদ শুনে একটি মাছ পাগল হয়ে নদীর কিনারে উপস্থিত হয়। এক জেলে মাছটি ধরে বাজারে বিক্রি করে। মাছটি ক্রয় করেন ওমর (রাঃ) এবং রাসূল (ছাঃ)-কে

দাওয়াত করেন। ওমর (রাঃ)-এর স্ত্রী মাছটি রান্না করতে গেলে আগুন নিভে যায় ও বারবার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হন। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি হেসে বলেন, এটা তো দুনিয়ার আগুন, এমনকি জাহান্নামের আগুনও এ দরূদ পাগল মাছকে পোড়াতে পারবে না।

-কাজী মাইনুল ইসলাম
ইমামনগর, ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনাটি ভিত্তিহীন ও কল্পকাহিনী মাত্র। এসব অলীক কাহিনী বর্ণনা করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (যাচাই-বাছাই না করে) তাই বলে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৫৫)ঃ ছালাতরত অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে গেলে সিজদায় গিয়ে টর্চ লাইটের সুইচ টিপে আলো জ্বালানো যাবে কি?

-মুহাম্মাদ গোলাম রহমান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছালাতরত অবস্থায় প্রয়োজনে আলো জ্বালানো যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নফল ছালাতরত অবস্থায় স্ত্রী আয়েশার জন্য দরজা খুলে দিয়েছেন *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০৫ 'ছালাতের মধ্যে কী কী করা জায়েয ও নাজায়েয' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৫৬)ঃ আমাদের এলাকায় আক্বীক্বার চামড়া বা তার অর্থ গ্রামের প্রধানের হাতে দিতে হয়। এর প্রকৃত হক্বদার কে?

-মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আক্বীক্বার পশুর চামড়া বিক্রি করে তার মূল্য ফক্বীর-মিসকীনের মাঝে ছাদাক্বা করে দিতে হবে। সর্দারের মাধ্যমেও সেটা বন্টন করা যায় বা নিজেও করা যায় *(ইবনুল ক্বাইয়েম আল-জাওযীয়াহ, তুহফাতুল মাওদূদ বিআহকামিল মাওলূদ, পৃঃ ৬২-৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৫৭)ঃ সফরে (দীর্ঘ ভ্রমণ) কিংবা স্বল্প দূরত্বে আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুদের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করলে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন নির্দেশনা আছে কি?

-সুলতানা
মেলান্দী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'সফরে রাত্রি জাগরণ কষ্টসাধ্য ও কঠিন ব্যাপার। অতএব তোমাদের কেউ যখন প্রথম রাত্রে বিতর পড়বে, তখন যেন বিতরের পরে দু'রাক'আত নফল পড়ে নেয়। অতঃপর যদি শেষ রাতে উঠতে পারে তাহ'লে তাহাজ্জুদের বাকী ছালাত পড়ে নিবে। যদি শেষ রাতে উঠতে না পারে তাহ'লে প্রথম রাতের দু'রাক'আত নফল ছালাতই তার তাহাজ্জুদের ছালাতের জন্য যথেষ্ট হবে' *(দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১২৮৬ 'বিতর' অনুচ্ছেদ)*। বিতরের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত দু'রাক'আত ছালাত বসে পড়তেন এবং তাতে সূরা যিলযাল ও সূরা কাফেরূন পড়তেন *(আহমাদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১২৮৭)*। অতএব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুদের বাড়ী বা যে কোন বাড়ীই হোক না কেন তা যদি সফরের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহ'লে উক্ত ছহীহ হাদীছের উপর আমল করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৫৮)ঃ আমি মোবাইল ফোনে ফ্ল্যাক্সিলোড দিয়ে থাকি। এক্ষেত্রে টাকার বিনিময়ে টাকার কমিশন নিয়ে ব্যবসা করা বৈধ হবে কি? অনেকে দূর-দূরান্ত থেকে মোবাইলে টাকা পাঠায় এতে কমিশন নেয়া যাবে কি?

-বযলুর রশীদ
যশোর।

উত্তরঃ আলোচ্য বিষয়টি ব্যবসায়ের পর্যায়ভুক্ত। ব্যাংক বা পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে যেমন সার্ভিস চার্জ হিসাবে খরচ দিতে হয়, এখানেও তেমনি লেনদেনে একটা কমিশন দেওয়া হয়ে থাকে। এটা জায়েয আছে। কিন্তু কমিশন নেওয়ার বাইরে অতিরিক্ত অর্থ যদি গ্রহণ করা হয়, সেটা জায়েয নয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৫৯)ঃ ঘটকালিকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ হবে কি?

-সুলতান
ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঘটকালি করা বৈধ। কারণ এতে মানুষের উপকার ও সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ভাল কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর' *(মায়েদাহ ২)*। কাজেই এটা ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই। তবে এতে কোন মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যাবে না এবং কোন পক্ষের দোষ গোপন করা যাবে না। তাতে পরস্পরকে ধোঁকা দেওয়া হবে, যা হারাম। নবী করীম (ছাঃ) বিবাহের বর-কনের ভাল-মন্দ অবগত হ'তে বলেছেন *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১০৭ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১৬০)ঃ আমি দু'লক্ষ টাকা দিয়ে একটি দোকান ক্রয় করেছি। বর্তমানে প্রতি মাসে দেড় হাযার টাকা ভাড়া পাচ্ছি। লাভ সহ ক্রয় মূল্যের যাকাত দিতে হবে কি? না শুধু ভাড়ার যাকাত দিতে হবে?

-শওকত হুসাইন
মক্কা, সঊদী আরব।

উত্তরঃ যে দোকান ভাড়া দেওয়ার জন্য অথবা নিজে ব্যবসা করার জন্য ক্রয় করা হয় তাতে ক্রয়মূল্যের যাকাত দিতে হবে না। দোকানের ভাড়া এবং ব্যবসায়রত সম্পদের মূল্যমান যদি নিছাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর পার হয়, তাহ'লে তাতে যাকাত দিতে হবে *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯৩)*।

Contents

আরবী ক্বায়েদা

'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত, মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রচিত তাজবীদের নিয়ম অনুযায়ী প্রণীত প্রাথমিক আরবী শিক্ষার অনন্য বই 'আরবী ক্বায়েদা' পাওয়া যাচ্ছে। প্রচলিত ক্বায়েদা সমূহ থেকে ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতিতে রচিত এই বইটি কচি-সোনামণিদের বিশুদ্ধভাবে দ্রুত আরবী শিক্ষা ও কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষায় নির্ভরযোগ্য সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। বিশেষ করে কুরআন শিক্ষার শুরুতেই তাজবীদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সাথে পরিচিতি লাভের ফলে ছোট-বড় সবাই ছহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

আরবী ক্বায়েদার বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

১. শুরুতেই অর্থসহ সূরায়ে ফাতিহা মুখস্থকরণ, ২. কুরআন পাঠের আদব, ৩. কুরআন পাঠের ফযীলত, ৪. আরবী বর্ণমালা (বাংলা উচ্চারণসহ)। অতঃপর অনুশীলনী। ৫. বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের হুকুম। ৬. তাজবীদ অংশ। এখানে উদাহরণসহ তাজবীদের ১৭টি নিয়ম মাত্র দু'পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করা হয়েছে। এরপর ২৯ লাইনে তাজবীদের ছন্দ কবিতা দেওয়া আছে। যা বাচ্চা-বুড়া সকলে সুর করে সহজে মুখস্থ করতে পারবে।

এরপর আরবী হরফ সমূহ ব্যবহারের ১৩টি ক্বায়েদা বা পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণিত হয়েছে। একই সাথে লিখনপদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। শেষে আসমাউল হুসনা বা আল্লাহর ৯৯টি নাম ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে প্রদত্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত ক্বায়েদায় যে ৯৯টি নাম দেওয়া আছে, তা মিশকাত শরীফে বর্ণিত একটি যঈফ হাদীছের ভিত্তিতে দেওয়া আছে। এরপর কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর নাম। আমাদের নবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ঈমানে মুজমাল ও মুফাছছাল, চারটি কালেমা ও সবশেষে আমপারার ১০টি সূরা অর্থসহ দেওয়া হয়েছে। গ্লোসি আর্ট পেপারে কভার পেজ ও ২৪ পৃষ্ঠায় হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা সমাপ্ত। উক্ত ক্বায়েদার খুচরা মূল্য ১৫ টাকা মাত্র।

যোগাযোগ

মাসিক আত-তাহরীক

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল- ০১৫৫৮৩৪০৩৯০; ০১৭১৬০৩৪৬২৫।

মুযাফফর বিন মুহসিন প্রণীত প্রচলিত মুনাজাত সম্পর্কে তত্ত্বসমৃদ্ধ এবং তথ্যবহুল

শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত বইটি পড়ুন!

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

১. মুনাজাতের সংজ্ঞা, ছালাতের সাথে এর সম্পর্ক, এবং ছালাতের মধ্যে মুনাজাতের স্থান সমূহ।
২. ফরয ছালাতের পর পঠিতব্য যিকির ও সাধারণ দু'আ সমূহ।
৩. প্রচলিত মুনাজাতের পক্ষে পেশকৃত দলীলগুলোর বিশ্লেষণ।
৪. প্রচলিত মুনাজাত সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিতগণের মন্তব্য।
৫. জানাযা ও ঈদায়েনের ছালাত এবং বিবাহ অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন বৈঠকের পরে দু'আ সংক্রান্ত আলোচনা।
৬. প্রচলিত মুনাজাতের পক্ষে রচিত কয়েকটি পুস্তকের পর্যালোনা ও সামাজিক কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর।
৭. দু'আ করার ছহীহ পদ্ধতি সমূহ।

প্রাপ্তিস্থান

মাসিক **আত-তাহরীক** অফিস

নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইলঃ ০১৭১৫২৪৯৬৯৪; ০১৭১৬০৩৪৬২৫

আবশ্যক

(১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী-র জন্য একজন 'হাফেয' আবশ্যক। বয়সঃ ৩০ থেকে ৪০-এর মধ্যে হবে। সুন্নাতের পাবন্দ, তাক্বওয়াশীল ও ক্বিরাআতে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

যোগাযোগঃ *প্রিন্সিপ্যাল, ঐ।*

মোবাইলঃ ০১৭১৫-১৭০২৪৬।

(২) দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা-র জন্য দু'জন আরবীতে অভিজ্ঞ 'শিক্ষক' আবশ্যক। দাওরায়ে হাদীছ ও কামিল পাশ সুন্নাতের পাবন্দ ও তাক্বওয়াশীল প্রার্থীগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বেতন-ভাতা আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ *সুপার, ঐ।*

মোবাইলঃ ০১৭১০-৬১৯১৯১

০১৭১৬-১৫০৯৫৩।

দৃষ্টি আকর্ষণ

◇ মুহতারাম আমীরে জামা'আত ড.মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের জুম'আর খুৎবাসহ বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত ওয়েব এ্যাড্রেসে লগ ইন করুন- www.4shared.com/account/dir/10565990/7a9c04e8

◇ আত-তাহরীক-এর নতুন E-mail ঠিকানাঃ editor@at-tahreek.com